KANGSHA

Five Act
Mythological
Drama

by
Jitendra Nath
Basak

: মুদ্রক :
এন. সি. শীল
ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
২৬/২এ, তারক চাটার্জী
লেন, কলিকাতা-৫

কংস

[পাপ-পুণ্য-ভগবান]

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক সাহিত্য-সরস্বতী রচিত

—নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দির—
২৬/২এ, তারক চাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩৬৫

প্রথম মুদ্রণ]

ভূমিকা

কংস চরিত্রে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা নিয়েই মূলত আমার এই নাট্যরচনার প্রয়াস। পাপ ও পুণ্যের আকর্ষণে ধরাধামে ভগবানের আবির্ভাব—'সম্ভবামি যুগে যুগে' এই আত্মপ্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে ভাবভূমিতে। ভগবানের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যেই ভক্তের জীবন-নৈবেদ্য সাজাতে হয়, ভক্তই ভগবানকে সৃষ্টি করে।

প্রখ্যাত অভিনেতা নীতিশ মুখার্জী শেষ জীবনে চলচ্চিত্র ও মঞ্চের পরে যাত্রায় এসে এই পালাভিনয়ে যে দক্ষ নটের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা স্বয়ং পালাকারকেও মুগ্ধ করে। বিশেষ করে কংসের ঘাত-প্রতিঘাতমূলক যে প্রতিচ্ছবি আঁকেন তা ভোলবার নয়।

বহুদিন পরে সাহিত্যরসজ্ঞ প্রকাশক শ্রীনির্মলচন্দ্র শীল এই নাটক প্রকাশে আগ্রহ দেখালে আমি আশ্চর্যান্বিত হই। স্বভাবত মুগ্ধ হই তাঁর সুমধুর ব্যবহারে। এখন অভিজ্ঞ অভিনেতারা এই নাটক অভিনয় করে ও পাঠকরা পড়ে কিছুমাত্র উপকৃত হলে আমার এই পালারচনা সার্থক হবে। ইতি।

জিতেন্দ্রনাথ বসাক

—পুরুষ—

নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম।

উগ্রসেন	...	...	মথুরার রাজা।
কংস	...	...	যুবরাজ।
অক্রূর	...	...	মহামাত্য।
নরক	..	...	সেনাপতি।
বিষাদ	...	...	ঐ পুত্র।
বসুদেব	...	...	যদুনায়ক।
নন্দ	...	...	গোপরাজ।
বকাসুর	...	...	প্রহরী।
তীর্থ	...	...	আহুতির ভ্রাতা।

দ্রুমিলের প্রেতাত্মা, ভক্তগণ ও রক্ষী।

—স্ত্রী—

দেবী মহামায়া ও শ্রীরাধা।

পদ্মাবতী	...	...	মথুরার রানী।
দেবকী	...	...	উগ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী।
আহুতি	...	...	যদুকন্যা।

সখীগণ ও নর্তকীগণ।

সম্প্রতি প্রকাশিত নূতন যাত্রার নাটক

● পৌরাণিক ●

ভরত বিদায়	নট্ট কোম্পানী	ব্রজেন্দ্রকুমার দে
সতী বেহুলা	ভারতী অপেরা	নন্দগোপাল রায়চৌধুরী
কংস	আর্য অপেরা	জীতেন বসাক

● ঐতিহাসিক ●

অনেক রক্ত ছড়িয়ে	অম্বিকা নাট্য	ব্রজেন্দ্রকুমার দে
রক্তে ধোয়া মসনদ	অগ্রদূত নাট্য	ভৈরব গঙ্গো ও মনীন্দ্র দে
মুঘল-এ-আজম	শ্রীমা অপেরা	জীতেন বসাক
রক্ত নদীর ধারা	মঞ্জুরী অপেরা	কমলেশ ব্যানার্জী
অভিশপ্ত স্বর্ণগড়	মৌসুমী নাট্য	রঞ্জন দেবনাথ

● কাল্পনিক ●

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার	রয়েল বীণাপাণি	ব্রজেন্দ্রকুমার দে
প্রতিহিংসা	নিউ তরুণ অপেরা	রাখাল সিংহ
বেদেনী	কালিকা নাট্য	ভৈরব গঙ্গো ও শক্তি সিংহ
জলসাঘর	নিউ তরুণ অপেরা	গৌর ভড়

● সামাজিক ●

কুলবধূর কান্না	ভোলানাথ অপেরা	নির্মল মুখোপাধ্যায়
বধূ এলো ঘরে	মদনমোহন অপেরা	নিমাই মণ্ডল
নাট্যকারের মৃত্যু	নেতাজী অপেরা	প্রাণকৃষ্ণ রায়
প্রেমের সমাধি পাশে	সুশীল নাট্য কোম্পানী	নির্মল মুখোপাধ্যায়
পৃথিবী তোমায় সেলাম	নবনাট্য গ্রুপ	শম্ভু বাগ
বাঈজীর মেয়ে	মাধবী নাট্য	কমলেশ ব্যানার্জী
বড় বৌদি	লোকনাট্য	নির্মল মুখোপাধ্যায়
অমানুষ	স্বপন অপেরা	নির্মলকুমার ও রবীন ব্যানার্জী
কবিয়াল এ্যান্টনী ফিরিঙ্গি	লোকরঞ্জন	নরেশ চক্রবর্তী
পুত্রবধূ	ভার্গব অপেরা	রঞ্জন দেবনাথ
মেজ বৌ	দিপালী অপেরা	নির্মলকুমার ও নিমাই
পাগলাবাবু	অগ্রদূত নাট্য	সত্যেন ভদ্র

কংস

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

শিবমন্দির

[সিংহাসনে শিবলিংগ মূর্তি। ভক্তগণ আরতি-কীর্তন করিতেছে। সম্মুখে ধ্যানমগ্না রাণী পদ্মাবতী।]

ভক্তগণ।— বৈতালিকে:-

গীত

হে আশুতোষ বিশ্বপ্রিয়।
নয়ন প্রদীপে তুমি আরতি নিও॥
দহিয়া মোদেরে প্রিয় বিরহ ধূপে,
সুরভিবিতানে এস মিলন রূপে।
অশিব নাশিয়া শিবময় কর ক্ষিতি,
অশান্ত বুকে তুমি শান্তি দিও॥
জাগো জীবন সাথী, কর উজল রাতি,
স্বপ্ন সফল করে দেহ দেউল পরে,
রূপময় নটনাথ তুমি আসিও॥

[গীতান্তে ভক্তগণের প্রস্থান। পদ্মাবতী পত্রপুষ্প হস্তে লইয়া স্তব করিতে লাগিল।]

পদ্মা। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং, চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জলাংগং পরশুমৃগ বরাভীতি হস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুত—মরগণৈ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং, পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

[প্রণামান্তে পদ্মাবতী শংকরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দানে উদ্যত, সহসা প্রেতাত্মা ক্রমিল দৈত্যের আবির্ভাব।]

ক্রমিল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পদ্মা। কে? [পুষ্পাঞ্জলি ভূমিতে পড়িয়া গেল]

ক্রমিল। দৈত্যপতি ক্রমিলের প্রেতাত্মা।

পদ্মা। ক্রমিলের প্রেতাত্মা!

ক্রমিল। হ্যাঁ, শিবের পূজারিণী। আমি অশিব ক্রমিলের প্রেতাত্মা।

পদ্মা। মরেও তুমি কি আমাকে রেহাই দেবে না?

ক্রমিল। না! অশিব যার বুকে একবার চেপে বসে, রক্ত না পাওয়া পর্যন্ত সে কখনও যেতে পারে না।

পদ্মা। কি চাও—কি চাও তুমি?

ক্রমিল। চাই তর্পণ, উষ্ণ শোণিতের তর্পণ।

পদ্মা। কেন? রক্ততর্পণে তোমাব কি প্রয়োজন?

ক্রমিল।—

গীত

জ্বালা—বুকে মোর বড় জ্বালা।
আমার বিশ্বগ্রাসী ভূষা
সকল শান্তি নাশা,
কণ্ঠে আমার রয়েছে জড়ায়ে ক্রুদ্ধ সাপের মালা॥

তার বিহে আমি কাঁদি
জ্বলে প্রাণ নিরবধি,
দানিয়া রক্ত করহ মুক্ত আমার এ প্রেত-খেলা।

[প্রস্থান।

পদ্মা। হবে না—হবে না। পদ্মাবতীর কাছে তোমার এই প্রার্থনা কোনদিনই পূর্ণ হবে না। শিবের পূজারিণী আমি, অশিবের ভ্রুকুটিকে ভয় করি না।

বৃদ্ধ রাজা উগ্রসেনের প্রবেশ।

উগ্রসেন। কিন্তু আমি যে ভয় করি রাণী।

পদ্মা। মহারাজ!

উগ্রসেন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভয়—বড় ভয় আমার মনে।

পদ্মা। তুমিও কি দেখেছ?

উগ্রসেন। হ্যাঁ, দেখেছি। বহির্চক্ষে নয় রাণী—আমি দেখেছি মনশ্চক্ষে।

পদ্মা। স্বামী।

উগ্রসেন। আমি যেন ~~মনশ্চক্ষে~~ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ~~রাণী, কি যেন একটা অশিব~~—একটা ভয়ংকর অশুভ আমার চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়—~~অমঙ্গল হবে রাণী~~; আমার কংসের বুঝি—

পদ্মা। কংস?

উগ্রসেন। হ্যাঁ, কংস। কংসের অমংগল আশংকায় আমি বড় ভীত হয়ে পড়েছি রাণী, বড় ভীত হয়ে পড়েছি।

পদ্মা। ওঃ, তুমি কংসের অশুভ চিন্তায় ভয় পেয়েছ?

উগ্রসেন। ভয় নয় রাণী। সবল সুঠাম সুন্দর আমার কংস। ভোজবংশের একমাত্র বংশধর—তার এই রাজ্যভোগে উদাসীনতা, মৃগয়ার নির্মম আসক্তি, একি ভয়ের কারণ নয় রাণী?

পদ্মা। শুধু ভয় নয় স্বামী, মহাভয়ের কারণ এই কংস। তার স্বেচ্ছাচারিতার নির্মমতায় সমগ্র মথুরা রাজ্য আজ আতংকগ্রস্ত।

উগ্রসেন। না—না রাণী। সাময়িক কংসের নির্মমতা দেখা গেলেও আমি লক্ষ্য করেছি, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা স্নেহময় মানব।

পদ্মা। স্বামী!

উগ্রসেন। বৃদ্ধ পিতামাতার মংগলের জন্য উৎকণ্ঠার তার সীমা নেই। সে চায় প্রজাসাধারণের মংগল, চায় পরম স্নেহে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরতে।

পদ্মা। আর সরল বিশ্বাসে যখন কেউ তার বুকে ধরা দিতে আসে, তখন হাসতে হাসতে তোমার কংস তার বুকে ছুরিকা বসিয়ে দেয়।

উগ্রসেন। না-না, এ সম্পূর্ণ সত্য নয় রাণী—এ সম্পূর্ণ সত্য নয়। বিরুদ্ধ আঘাত আমার কংস সইতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যাদের প্রতি সে নির্মম হয়, আবার তাদের অঞ্জলিই সে সম্পদ দিয়ে ভরিয়ে দেয়।

পদ্মা। উৎপীড়ন আর বিনাশের মূল্য সম্পদ দিয়ে পূর্ণ করা যায় না স্বামী। তোমার কংস আজ নির্মমতার জন্য সারা ভারতের মহা আতংক।

উগ্রসেন। আমি বুঝতে পাচ্ছি না রাণী, মা হয়েও কেন তুমি তার উপর এতো অপ্রসন্ন?

নরক। বটে! রস সব লুটে নিলে তুমি—আর ছোবড়া চিবোবার বেলা বুঝি আমি?

বকাসুর। দয়াময়!

নরক। যাও সুন্দরীরা, আপাতত বিশ্রাম করগে। [নর্তকীদের প্রস্থান] আচ্ছা বকাসুর—

বকাসুর। বলুন দয়াময়।

নরক। বারবার তুমি আমাকে দয়াময় বল কেন? আমার কি খুব দয়া?

বকাসুর। সে আর বলতে! আপনার মত এমন কথায় কথায় অন্যের পিঠে চাবুক মারতে কার এত দয়া প্রভু?

নরক। [সক্রোধে] বকাসুর!

বকাসুর। দোহাই—চটবেন না, আরো আছে।

নরক। বল।

বকাসুর। চাবুক মেরে আবার মুঠো মুঠো স্বর্ণমুদ্রা আপনার মত দয়া করে কেই-বা বিলিয়ে দেয় প্রভু?

নরক। দেয়—দেয়, আরো একজন আছে।

বকাসুর। কে দয়াময়?

নরক। যুবরাজ কংস।

বকাসুর। দোহাই হুজুর, ও নাম আমার সামনে করবেন না।

নরক। কেন?

বকাসুর। ও নাম শুনলেই আমার বুকের ভেতরটা গুড়-গুড় গুড়-গুড় করে কেঁপে ওঠে।

নরক। কারণ?

বকাসুর। ভয়ে দয়াময়—ভয়ে। উঃ, দিনের কংসকে তবু সহ্য

করা যায়; কিন্তু রাতের কংস—ওরে বাবা, যেন একেবারে মহা মায়মূর্তি!

নরক। সত্যি অদ্ভুত এই যুবরাজ কংস। দয়া-মায়া সর্বপ্রকার রাজকীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও সুন্দর সুঠাম দিনের কংস কেন যে সন্ধ্যা সমাগমে এত ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তা কিছুই বুঝতে পারি না!

বকাসুর। আমি বুঝি দয়াময়।

নরক। কি বোঝ?

বকাসুর। রাতের বেলায় ওর কাঁধে একটা দানব ভর করে।

নরক। এ অনুমান তুমি করতে পার। কিন্তু আমি কি ভাবছি জান?

বকাসুর। কি?

নরক। মহারাজ উগ্রসেনের পর এই কংস যখন মথুরার রাজা হবে—

বকাসুর। তখন আমাদের ধরে ব্যাঙ বানিয়ে ছেড়ে দেবে।

নরক। আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না।

বকাসুর। কি করে দয়াময়?

নরক। পুরুষকারকে সম্বল করেই আমার জয়যাত্রা। এই পুরুষকারের বলেই কংসকে জয় করে নেব।

বকাসুর। তাও কি সম্ভব?

নরক। সম্ভব বকাসুর। কংসের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওকে আমি সুরাপায়ী নারীসক্ত করে চরম ভোগবিলাসী করে তুলব।

বকাসুর। তারপর?

নরক। তাকে প্রমোদ কক্ষে আবদ্ধ করে রেখে এই নরকই করবে মথুরা শাসন।

বকাসুর। চমৎকার—চমৎকার! এই গুণেই আপনি দয়াময়।

গীতকণ্ঠে অক্রুরের প্রবেশ।

অক্রুর।—

গীত

ওগো দয়াময়!
দয়ার তোমার নাইক সীমা নাইক তাহার ক্ষয়।
তোমার দয়ায় ফুল ফোটে হায় পাখী ধরে তান,
নদীর বুকেও যায় শোনা যায় তোমার জয়গান।
এমন দয়াল থাকতে কেন অধীন পড়ে রয়?
দয়া কর—দয়া কর ওগো দয়াময়॥

নরক। তুমিও কি আমার দয়া চাও নাকি মহামাত্য?

অক্রুর। চাইতে তো চাই, কিন্তু সময় যে নেই।

বকাসুর। সেকি মহামাত্য, সময়ের এত অভাব?

অক্রুর। ঐ তো মজা! যখনই মনে হয়, যাই সেনাপতির কাছে গিয়ে কিছু চাই—অমনি আসে রাজাদেশ।

নরক। আজও কি তাই?

অক্রুর। আজ অবশ্য রাজাদেশ নয়, যুবরাজের আদেশ।

নরক। [সভয়ে] যুবরাজ! কোথায় যুবরাজ?

অক্রুর। এখনও রাজধানীতে আসেননি।

বকাসুর। তবে?

অক্রুর। সংবাদ পাঠিয়েছেন—সেনাপতি নরক যেন কয়েকজন স্থপতিকার নিয়ে অবিলম্বে রাজ্য সীমান্তে তাঁর সংগে দেখা করেন।

নরক। আমাকে স্থপতিকার নিয়ে—হঠাৎ—

অক্রুর। কারণ তিনি জানাননি। তবে দূতমুখে জানলাম—আসার পথে ঘুরে আসতে হয় বলে, গত সন্ধ্যায় তিনি একটি পল্লী উৎখাত করে সসৈন্যে সোজা চলে এসেছেন।

নরক। একটি পল্লী উৎখাত করে দিয়েছে?

অক্রুর। আমার মনে হয়—যাদের গৃহ তিনি ভূমিসাৎ করে দিয়েছেন, তোমাকে দিয়েই তাদের গৃহ তিনি সুদৃঢ় প্রস্তরময় করে গড়ে তুলবেন।

বকাসুর। এই তো রাজা-রাজড়ার মেজাজ। যান—যান দয়াময়, আপনি যেমন চাবুক মেরে মুদ্রা বিলান, যুবরাজও তেমনি কুঁড়ে ভেঙে দালান তুলে দেন। মিলবে খাসা, একেবারে মণিকাঞ্চনযোগ।

নরক। কিন্তু এ তো ভারী অন্যায়। কুঁড়ে ভাঙবেন তিনি, আর দালান গড়ে দেব আমি। এরূপ আদেশ কি অন্যায় নয় মহামাত্য?

বকাসুর। একথা শুনলে যুবরাজ খুব খুসী হবেন দয়াময়।

নরক। না-না, তিনি শুনবেন কেন? কথা হচ্ছে মহামাত্যের সংগে—কি বল?

অক্রুর। আমরা বৃত্তিভোগী। বৃত্তিদাতার আদেশের সমালোচনা করা—

বকাসুর। আমাদের ঠিক শোভা পায় না! সাবাস—সাবাস মহামাত্য, বুদ্ধি বটে আপনার!

নরক। কিন্তু বৃত্তিদাতা যুবরাজ কংস নন, মহারাজ উগ্রসেন।

অক্রুর। মহারাজ উগ্রসেন যে যুবরাজ কংসের পিতা—আশা করি সেনাপতি তা বিস্মৃত হননি?

নরক। তাই বলে—

অক্রুর। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই সেনাপতি। যুবরাজ কংস সহজ মানুষ নয়। শক্তি যেমন তার অসাধারণ, শাস্তিও তার তেমনি নৃশংস। সুতরাং—

বকাসুর। তার আদেশ পালন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নরক। বেশ—আমি যাবো। দুশো স্থপতিকারকে তৈরি হবার আদেশ পাঠিয়ে দাও মহামাত্য।

অক্রুর। আমি আদেশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। নারায়ণ! নারায়ণ!

[প্রস্থান।

নরক। দানব—দানব, যুবরাজ কংস একটা মূর্তিমান দানব। এমন খামখেয়ালী অত্যাচারী জীব পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

বকাসুর। কিন্তু দয়াময়, উনিই তো একদিন আমাদের রাজা হবে।

নরক। না, আমার রাজা উগ্রসেন—কংস নয়। যে প্রকারেই হোক তাকে আয়ত্বে আনতে হবে। তারপর—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

বকাসুর। হাঃ-হাঃ নয় দয়াময়, আমি বেশ বুঝতে পারছি—তোমার এই অতি লোভই তোমার হাঃ-হাঃ-কে হায়-হায়তে পরিণত করবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর ; সময়—আসন্ন সন্ধ্যা

[নেপথ্যে চিৎকার—চল চল, পালিয়ে চল, কংস আসছে।]

আহুতি ও তীর্থের প্রবেশ।

তীর্থ। জল আনতে এসে মেয়েরা সব পালিয়ে গেল কেন?

আহুতি। যুবরাজ কংস আসছে শুনে।

তীর্থ। কংসকে এত ভয় কেন?

আহুতি। ঠিক বুঝি না ভাই।

তীর্থ। তাহলে চল দিদি, আমরাও পালাই।

আহুতি। না ভাই, আমি পালাবো না। যুবরাজ কংসকে আমি একবার মুখোমুখি দেখতে চাই।

শিকারীর বেশে কংসের প্রবেশ।

কংস। তোমার সাহস ত কম নয় বালিকা?

তীর্থ। [সভয়ে] দিদি!

কংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভয় পেয়েছে—ভয় পেয়েছে।

আহুতি। কেন ভয় পাবে না যুবরাজ! আপনার নামে যে সারা রাজ্যখানা ভয়ে আতংকগ্রস্ত।

কংস। কেন নারী—কেন? আমি এমন কি করেছি, যাতে আমার নামে এত আতংক?

তীর্থ। বারে! তোমাকে দেখে যে সব মেয়েই পালিয়ে গেল।

কংস। কেন পালাল? আজ পর্যন্ত আমি তো নারীর সম্মান

নিয়ে ছিনিমিনি খেলিনি। কোন প্রজার ঘরে আমি তো আগুন ধরিয়ে দিইনি। তবে—কেন ওরা পালাল?

আহুতি। সে প্রশ্ন আমার যুবরাজ।

কংস। তোমার?

আহুতি। হ্যাঁ আমার! আমি জানতে চাই—এমন সুন্দর আপনি, অথচ আপনার নামে এত আতংক কেন?

কংস। এ প্রশ্নের উত্তর আজ দিতে পারলাম না কুমারী, দিতে হবে পরে।

তীর্থ। পরে কেন—আজই বল না।

কংস। আজ যে পারি না ভাই! এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে সন্ধান করে জেনে নিতে হবে। জেনে নিতে হবে—সহজ সরল কংস কেন আজ বিশ্বত্রাস? কার ইংগিতে মানব কংস দানব কংসে পরিণত হয়।

আহুতি। হয়তো সে আপনার সংযমের অভাব।

কংস। সংযম। না বালিকা, কংসের মত সংযমী তোমাদের দেবতারাও নয়, ভোগের সামগ্রী সর্বদা হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি তা ফিরেও দেখি না। রাজ্যের প্রবল আকর্ষণ মানুষকে নাকি সংযমহারা পশু করে তোলে। আমার সে রাজ্যলোভও নেই। তবু—তবু আমি সময় সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কার যেন অদৃশ্য আকর্ষণে আমার মানবীয় সমস্ত সত্বা লোপ পেয়ে সেখানে জেগে ওঠে একটা রক্ত-লোলুপ হিংস্র দানব।

আহুতি। [ভয়ে] যুবরাজ! যুবরাজ!

কংস। [সংযত হইয়া] এ্যাঁ! না-না, ভয় নেই—ভয় নেই কুমারী। দিবালোকে কংস সংযত—সুন্দর—স্নেহময় মানব।

তীর্থ। বুঝলাম, তোমায় খুব অসুখ করেছে।

কংস। অসুখ ?

তীর্থ। হ্যাঁ! তুমি যদি আমাদের সংগে যাও—তাহলে দিদির সেবা আর আমার গানে তোমার সব অসুখ আরাম হয়ে যাবে।

কংস। তাইতো আমি চাই বালক।

আহুতি। তাই আপনি চান?

কংস। হ্যাঁ, তাই আমি চাই কুমারী।

তীর্থ। তাহলে চল না আমাদের সংগে। দেখবে আমাদের ঘরে কি শান্তি।

কংস। কিন্তু বালক, কংসের এমনই দুর্ভাগ্য যে তার ছায়া পড়লেও শান্তির নীড় পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আহুতি। যুবরাজ!

কংস। কংস যে পথ দিয়ে যায়—সে পথ নাকি মরুভূমি হয়ে যায়।

তীর্থ। তোমার এত তেজ। তাহলে তো একটা মস্ত মানুষ।

কংস। মস্ত মানুষ হতেই আমি চেয়েছিলাম ভাই। কিন্তু দিলে না—দিলে না—আমার সুপ্ত দানবীয় সত্তা আমাকে মানুষ হতে দিলে না।

আহুতি। পরিশ্রান্ত আপনি, বিশ্রামের প্রয়োজন—প্রাসাদে ফিরে যান।

কংস। প্রাসাদ! না—না; প্রাসাদ আমার ভাল লাগে না কুমারী। প্রাসাদের কুৎসিত লোভ, কদর্য আকৃতি, বীভৎস আচার দেখে আমি হাঁপিয়ে উঠি। তাই তো বারবার ছুটে যাই মুক্তির আশায় নিবিড় অরণ্যের বুকে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য আমার,

অরণ্যে গেলেই জেগে ওঠে একটা হিংস্র উন্মাদনা, শিকার প্রবৃত্তির উন্মত্ত উল্লাস। ওঃ, ভগবান! আমি কি করি—আমি কি করি?

তীর্থ। তুমি দেখছি আমাদের চেয়েও দুঃখী।

কংস। কাছে এস—কাছে এস পবিত্র বালক। তোমাকে স্পর্শ করে ক্ষণিকের জন্যও অন্ততঃ একটু শান্তির পরশ লাভ করি। [তীর্থকে আদর করিতে লাগিল]

আহুতি। এত সুন্দর, স্নেহময় মানুষ আপনি। অথচ এত অসহায়!

কংস। অসহায়—বড় অসহায়!

আহুতি। এমন কি কেউ নেই যে আপনাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে পারে?

কংস। নেই—নেই—কেউ নেই। মাতা—পিতা—পত্নী অগণিত দাস-দাসী সব আছে। নেই শুধু একটি স্নেহের পরশ যে আমার জাগ্রত দানবটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে।

আহুতি। যুবরাজ!

কংস। যাবে—যাবে আমার সংগে?

আহুতি। আমি যে বিষাদের বাকদত্তা যুবরাজ।

কংস। না—না, পত্নীরূপে তোমাকে আমি চাই না, তোমাকে চাই আমি কল্যাণময়ী—মমতাময়ী রূপে! স্পর্শ করবো না—ধূলো লাগাতে দেব না, শুধু দেবীর মত সাজিয়ে রাখবো। আর তুমি—তুমি শুধু তোমার কল্যাণময়ী দৃষ্টি দিয়ে আমার দানবীয় প্রবৃত্তিটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে।

আহুতি। যুবরাজ! [নেপথ্যে সন্ধ্যার শুভ শংখনাদ হইল]

কংস। ওকি? ওকি?

আহুতি। শংখনাদ!

কংস। শংখনাদ! তবে তো সন্ধ্যা নামছে!

আহুতি। হ্যাঁ যুবরাজ! সন্ধ্যা নেমে আসছে।

কংস। সন্ধ্যা—সন্ধ্যা! পালাও—পালাও সুন্দরী, পালাও!

আহুতি। কেন? পালাবো কেন?

কংস। পালাও—পালাও যদি নিজের মংগল চাও—তবে পালিয়ে যাও।

তীর্থ। না-না, তোমাকে ছেড়ে আমরা পালাবো না।

কংস। পালাও—পালাও বলছি। দেখতে পাচ্ছ না সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দানবের রক্ততৃষ্ণা চুপি চুপি এগিয়ে আসছে? দেখতে পাচ্ছ না তার লোভাতুর সবল বাহুদুটো কেমন ভয়ংকরভাবে তোমাকে কণ্ঠরোধ করে দিতে আসছে।

আহুতি। না-না, কিছুই তো নেই। আপনি শান্ত হোন।

কংস। যাও পবিত্র বালক, দিদি না যায় অন্ততঃ তুমি যাও—

তীর্থ। তাহলে তুমিও চল আমাদের সংগে। নইলে আমরা কেউ যাব না।

কংস। যাবে না—যাবে না, আরে রে দুর্বিনীত বালক! তবে মর, মর।

[কংস তীর্থের গলা চাপিয়া ধরিল। তীর্থ আর্ত চিৎকার করিয়া চিরতরে নীরব হইয়া গেল।]

আহুতি। যুবরাজ! যুবরাজ! [কংসের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে লাগিল।]

কংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ। কংসের আদেশ অমান্যের শাস্তি সুন্দরী, আদেশ অমান্যের শাস্তি।

আহুতি। ওকে আপনি ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন।

কংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ। যা, দূর হয়ে যা। [তীর্থকে ছুঁড়িয়া দিল।]

আহুতি। তীর্থ! তীর্থ! ভাই আমার! [তীর্থের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

কংস। ভাই! হাঃ-হাঃ-হাঃ! সামাল—সামাল! রাতের অন্ধকারে মানব কংসকে চাপা দিয়ে একটা দানব কংস মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। রক্ষা নেই—নিস্তার নেই—অব্যাহতি নেই। সামাল—সামাল—সামাল।

[প্রস্থান।

আহুতি। তীর্থ—তীর্থ! ওরে ভাইটি আমার? কথা ক, কথা ক। তীর্থ! তীর্থ! [বুকে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। কে? কে কাঁদে? একি আহুতি! কি—কি হয়েছে? তীর্থ ওভাবে ধূলায় পড়ে কেন? কি হয়েছে?

আহুতি। ওগো—তীর্থ আমাদের নেই।

বিষাদ। নেই!

আহুতি। না, নেই।

বিষাদ। কি আশ্চর্য। রোগ-শোক নেই, অথচ তীর্থ মরে গেল?

আহুতি। মরেনি—মরেনি, মেরেছে! যুবরাজ কংস গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

বিষাদ। কংস—

আহুতি। হ্যাঁ কংস। হাসতে হাসতে আদরের ছলে আমার ভাই তীর্থকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

বিষাদ। তীর্থ কংস—তীর্থ কংস—[বলিতে বলিতে ভীষণ হইয়া উঠিল।]

আহুতি। বিষাদ! বিষাদ!

বিষাদ। চুপ! শুনতে দাও—শুনতে দাও!

আহুতি। কি শুনছ বিষাদ?

বিষাদ। শুনছি—শুনছি অসহায় তীর্থের করুণ চিৎকার। শুনছি ফুলের মত পবিত্র তীর্থের কণ্ঠে প্রতিশোধ নেবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা।

আহুতি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নিতে হবে বিষাদ! এমন প্রতিশোধ নিতে হবে, যা দেখে সারা বিশ্ব আতংকে শিউরে ওঠে।

বিষাদ। তা হলে লিখে নাও—লিখে নাও আহুতি, তীর্থের কণ্ঠের ঐ প্রতিশোধ শব্দটি হৃদয়ের স্তরে স্তরে লিখে নাও।

আহুতি। লিখে নিয়েছি—লিখে নিয়েছি বিষাদ, ভ্রাতৃশোকের তপ্তশলাকা দিয়ে প্রতিশোধ শব্দটি লিখে নিয়েছি।

বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। ও লেখা মুছে ফেল আহুতি।

আহুতি। তা হয় না যদুনায়ক! রক্তের অক্ষরে হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঐ প্রতিশোধ শব্দটি আমি লিখে ফেলেছি। শত প্লাবনেও সে লেখা কোনদিন মুছবে না।

বসুদেব। কিন্তু মুছতে হবে আহুতি।

বিষাদ। কেন? কংসের ভাবী ভগ্নিপতির অনুরোধ বলে?

বসুদেব। না! ক্ষমাসুন্দর শ্রীবিষ্ণুর উপাসক বলে।

আহুতি। হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে হবে, এই কি বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র ?

বসুদেব। হ্যাঁ আহুতি। শাস্তির ভার শ্রীবিষ্ণুর পায়ে অর্পণ করে তাঁর ইংগিতে কর্ম করে যাওয়াই বৈষ্ণবধর্মের মূলকথা।

আহুতি। তা হলে অমন ক্লীবের ধর্ম আহুতির জন্য নয়। যে আমার ভাইকে অকারণে হত্যা করেছে—সারা পৃথিবী তাকে ক্ষমা করলেও আমি তাকে ক্ষমা করবো না।

বসুদেব। আহুতি!

আহুতি। তীর্থের রক্তে যে হোমানল আজ জ্বলে উঠেছে, কংসের রক্ত দিয়ে সেই হোমানলে আমি আহুতি দেব—আহুতি দেব। [গমনোদ্যতা]

বিষাদ। শোন আহুতি। [ধারণ]

আহুতি। না—না, ছেড়ে দাও আমায়। পার যদি আমার সংগে ছুটে চল সেই অত্যাচারীর বুকের রক্ত দিয়ে তীর্থের তর্পণ করতে। আর না পার, থাক তুমি ক্লীবের মত ঐ পাষাণ বসুদেবের পার্শ্বে। আমি একাই যাব চরম শাস্তি দিতে।

[প্রস্থান।

বিষাদ। আমিও চললাম যদুনায়ক, আমার ভাবী পত্নীর পার্শ্বে থেকে সর্বপ্রকারে তাকে সাহায্য করতে। [গমনোদ্যত]

বসুদেব। তার আগে তীর্থের সৎকার করে যাও।

বিষাদ। না, তীর্থের সৎকার হবে না। যতদিন প্রতিশোধ নেওয়া না হয়, ততদিন তীর্থের দেহ অমনি পড়ে থাকবে।

বসুদেব। তা হয় না বিষাদ। পরম স্নেহের তীর্থের সৎকার না করলে তার প্রতি আমাদের অবিচার করা হবে। শৃগাল শকুনির ভক্ষ্য হয়ে তার গলিত দেহ চিরদিন আমাদের অভিশাপ দেবে।

বিষাদ। দিক্ অভিশাপ। তবু পারবো না ওর প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করতে। তীর্থের সৎকার হবে সেইদিন—যেদিন [illegible] কংসের রক্ত দিয়ে তার শবদেহ স্নান করিয়ে দিতে পারবো।

[প্রস্থান।

বসুদেব। [মৃতদেহ লইয়া] ভগবান বিষ্ণু! এ তুমি কি করলে প্রভু! কংসের বুকে অমানুষিক এক প্রবৃত্তি দিয়ে যে ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিংগ আজ তুমি মথুরার বুকে জেলে দিলে, মনে হয়—মনে হয় সেই স্ফুলিংগই একদিন বিরাট অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়ে—কংসকে তার বুকে আহুতি তুলে নেবে।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

দেবকীর কক্ষ

দেবকীর প্রবেশ।

দেবকী। ~~দাদার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে~~। সংবাদ পেয়েছি, গত সন্ধ্যায় দাদা রাজধানীতে প্রবেশ করেছেন। অথচ রাত্রি গেল, সারাদিন যায় যায়, তবু তার দেখা নেই। কি হলো, কি হলো—দাদার ~~আমার—কি হলো! তার~~ কি কোন বিপদ হলো!

উদ্বিগ্ন উগ্রসেনের প্রবেশ।

উগ্রসেন। আমিও তোকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই মা! কংসের আমার কি হলো?

দেবকী। কাকা!

উগ্রসেন। ~~ওরে তোর দাদার জন্য আমার মনটা যে বড় কাঁদছে~~! গত সন্ধ্যায় রাজধানীতে এসেছে। আজ প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো তবু তার দেখা নেই। ~~কি হলো আমার কংসের?~~

দেবকী। তাই তো কাকা, দাদা যে ভয়ানক ভাবিয়ে তুললে।

উগ্রসেন। সত্যিই বড় ভাবিয়ে তুলেছে। আমার বুকখানা তার অদর্শনে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। না-না, আমি যাই—

আমি যাই—প্রাসাদের বাইরে ছুটে গিয়ে আমি নিজে তার সন্ধান করবো। [গমনোদ্যত]

উত্তেজিত পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মা। না, কংসের সন্ধান করতে হবে না।

দেবকী। তুমি বলছ কি কাকীমা?

পদ্মা। ঠিকই বলছি। আমি সংবাদ পেয়েছি গত সন্ধ্যায় কংস নগরে প্রবেশ করে একটি নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করেছে।

উগ্রসেন। রাণী!

দেবকী। কাকীমা!

পদ্মা। তাই সে শয়তান লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছে।

উগ্রসেন। তাহলে ত আমাকে এখনই যেতে হবে রাণী।

পদ্মা। কেন?

উগ্রসেন। হঠাৎ অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সে হয়তো নীরবে কাঁদছে—হয়তো অনুশোচনায় সে নিজের জীবনটাকে—

দেবকী। কাকা—

উগ্রসেন। না-না, আমি যাই। আমি তার বাপ। আমি গিয়ে যদি তার চোখের জল মুছিয়ে না দিই, তাহলে কে তাকে দেখবে? কে তাকে প্রবোধ দেবে? কে তাকে সান্ত্বনা দেবে?

পদ্মা। না-না, যেতে পাবে না—যেতে দেব না।

উগ্রসেন। রাণী।

পদ্মা। ভোজ বংশের অমন কুসন্তান বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

দেবকী। তুমি থাম কাকীমা, তুমি থাম।

উগ্রসেন। ভুলে যেও না রাণী, যত অন্যায়ই সে করুক না কেন—সে আমাদের আদরের সন্তান।

পদ্মা। না-না, সে আমাদের কেউ নয়। মনে কর পুত্র তোমার মরে গেছে, পুত্র তোমার নেই। যাকে পুত্র ভাবছ—সে তোমার বংশের কলংক।

উগ্রসেন। সাবধান—সাবধান রাণী! আমার কংসের বিরুদ্ধে এমনিভাবে বিষোদ্গার করলে আমি তোমাকে রাণী বলে ক্ষমা করবো না।

পদ্মা। আমিও কংসকে ক্ষমা করবো না স্বামী। এই প্রাসাদে এলে আমি তাকে নিজের হাতে হত্যা করবো। আমার গর্ভের কলংক আমি বংশের রক্তে ধৌত করে দেব।

উগ্রসেন। পদ্মাবতী! পদ্মাবতী! শুনলি—শুনলি মা। এমনি তীব্র আঘাত দিয়েই আমার কংসের জীবনটাকে এরা বিষিয়ে তুলেছে।

দেবকী। কাকা।

পদ্মা। বিষ আমি তুলে দিইনি স্বামী, তোমার দুর্বলতাই আমার দেওয়া অমৃতকে আজ এমনি করে বিষে পরিণত করেছে।

উগ্রসেন। ঐ এক কথা—'আমি দুর্বল, আমি পুত্র স্নেহে কাতর'! বেশ বেশ। আসুক কংস ফিরে, ওকে আমি শৃংখলিত করে তোমার সামনে তার পিঠে চাবুক মারবো। তার দু'চোখ দিয়ে অভিমানে দরদর করে শ্রাবণের ধারা পড়বে, আর তোমরা তা দেখে মহোল্লাসে খল খল করে হেসো, খল খল করে হেসো।

[প্রস্থান।

পদ্মা। এই দুর্বলতা, এই দুর্বলতা কংসের জীবনে চরম অভিশাপ! [প্রস্থান।

দেবকী। না, এই দুর্বলতাই মরু-ভূ-সংসারে সন্তানের কাছে আশীর্বাদ। পিতা-মাতার বুকে এই দুর্বলতাটুকু আছে বলেই সন্তানের কাছে ধরিত্রী এত সুন্দর।

অস্বাভাবিক অবস্থায় কংসের প্রবেশ।

কংস। কিন্তু আমার কাছে এই ধরিত্রী আজ কুৎসিৎ হয়ে গেছে।

দেবকী। দাদা! [ধরিতে উদ্যত]

কংস। ওরে ছুঁসনে, ছুঁসনে। আমার দেহে শিশুহত্যার বিষাক্ত রক্ত লেগে রয়েছে।

দেবকী। দাদা!

কংস। তার স্পর্শে তোর পবিত্র সোনার দেহ জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

দেবকী। এত যদি তোমার মনে অনুশোচনা, তবে কেন তুমি এ কাজ করলে দাদা?

কংস। ওরে আমি নই, ~~আমি নই~~।

দেবকী। তবে?

কংস। আমার অজ্ঞাতে আমার [illegible] কি যেন একটা আসুরিক শক্তির আবির্ভাব হয়। তার ফলে মানুষ কংস অসুর কংস হয়ে যায়।

দেবকী। কিন্তু তোমার একথা তো জগৎ বিশ্বাস করবে না দাদা!

কংস। কেউ না করুক, তুই অন্ততঃ বিশ্বাস কর দেবকী। তুই আমার পরম স্নেহের বোন। তোর চেয়ে এ জগতে আমার স্নেহের পাত্রী আর কেউ নেই।

দেবকী। দাদা!

কংস। তোকে ছুঁয়ে শপথ কচ্ছি বোন, আমার কথা তুই বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর।

দেবকী। কিন্তু দাদা, তোমাকে বিশ্বাস করলেও সেই নিরপরাধ শিশুর মৃত্যুর কথা আমি যে কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না।

কংস। আমিও ভুলতে পারি না বোন। তাইতো কাল সারাটা রাত, আজ সারাটা দিন অনুতাপের জ্বালা বুকে নিয়ে আমি অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছিলাম।

দেবকী। দাদা!

কংস। অন্ধকারে বসে শুধু কেঁদেছি শুধু ভেবেছি, কেন কেন কংসের বুকে এই আসুরিক বৃত্তির উদয় হয়।

দেবকী। শুধু [illegible] চলবে না দাদা। এর জন্য তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কংস। করবো দেবকী, করবো। কাল সকালেই আমি তাদের কাছে ছুটে যাবো। নতজানু হয়ে তাদের কাছে আমি কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ভিক্ষা করবো। যে শাস্তি তারা দেয়, আমি তা মাথা পেতে গ্রহণ করবো।

দেবকী। এইতো আমার দাদার উপযুক্ত কথা।

কংস। কিন্তু আমার ভগ্নির উপযুক্ত উপহার তো এখনও দেওয়া হয়নি, দেবকী—[বুকের ভিতর হইতে একটি ফল বাহির করিল]

দেবকী। কি এনেছ আমার জন্য দাদা?

কংস। অমৃতফল।

দেবকী। অমৃতফল?

কংস। হ্যাঁ অমৃত ফল। অরণ্যের গভীরে এক সন্ন্যাসী আমায় এই ফলটি দিয়ে বলে দিয়েছেন এফল ভক্ষণ করলে অমর হওয়া যায়। তাইতো বোন, পরমযত্নে তোর জন্য আমি [illegible] নিয়ে এসেছি। নে বোন, [illegible]।

দেবকী। না দাদা! এ রাজ্যের ভাবী শুভাশুভের মালিক তুমি, অমরত্ব তোমারই দরকার। এ ফল তুমিই ভক্ষণ কর।

কংস। না—না দেবকী, আমি মরি ক্ষতি নেই, তবু তুই অমর হয়ে বেঁচে থাক, [illegible]।

দেবকী। না দাদা, ও ফল তুমিই ভক্ষণ করো।

কংস। না না, তুই ভক্ষণ কর।

দেবকী। ভাইকে বঞ্চিত করে বোন কখনও এ ফল গ্রহণ করতে পারে না দাদা!

কংস। [অভিমানে] তবে যাক এ স্নেহের দান—পরিখার জলেই তলিয়ে যাক। [নিক্ষেপ]

দেবকী। কি করলে—কি করলে দাদা! [illegible] অমরত্বকে তুমি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিলে?

কংস। দিলাম। ভগ্নিকে বঞ্চিত করে অমর হওয়ার চেয়ে মৃত্যু কংসের কাছে বাঞ্ছনীয়।

দেবকী। দাদা! [নেপথ্যে শংখনাদ]

কংস। একি! এ যে শংখনাদ। দেবকী, তুই পালিয়ে যা।

দেবকী। পালাবো কেন দাদা ?

কংস। ওরে বুঝতে পারছিস না—সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। দেখতে পাচ্ছিস না, সেই অন্ধকারে আড়াল দিয়ে একটা হিংস্র দানব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

দেবকী। এ তুমি বলছ কি দাদা ?

কংস। কথা নয়—কথা নয় দেবকী! আজ রাতের মত তোর আমায় দিয়ে তুই পালিয়ে যা বোন—পালিয়ে যা।

দেবকী। তুমি এমন করছ কেন দাদা ? তোমার চোখেমুখে একটা দানবীয় হিংস্রভাব ফুটে বেরুচ্ছে। কি হলো দাদা—কি হলো ?

কংস। আজ নয় বোন—আজ নয়। কাল প্রভাতে শোনাব। যা—যা, বেরিয়ে যা।

দেবকী। দাদা!

কংস। সৃষ্টির ক্ষতির ভয়ে সন্ধ্যার পর বাইরে যেতে পারি না। তাই আজ আমি রাত্রি যাপন করবো। যা—[কঠোর কণ্ঠে] যা বলছি। [দেবকীকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল] যাক রাতের মত আমি নিশ্চিত। আমার রাতের ভয়ংকর মূর্তি আজ আর কেউ দেখতে পাবে না।

সহসা ছুরিকা হস্তে আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। কিন্তু আমি দেখব।

কংস। তুমি ?

আহুতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি। ভ্রাতৃশোকে দুর্বলা রমণী নই, প্রতিশোধকামী সংহারি কালিকা।

কংস। কি চাও তুমি আমার কাছে?

আহুতি। চাই এই ছুরিকা দিয়ে তোমার বুকটা চিরে তোমার অন্তরটা দেখতে।

কংস। তাই নাকি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কিন্তু তোমার সে আশা তো পূর্ণ হবে না সুন্দরী।

আহুতি। কেন?

কংস। মানুষ কংসকে সাজা দিতে হলে প্রখর দিবালোকে আসতে হয়। রাতের অন্ধকারে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আহুতি। এই শাণিত ছুরিকা দিয়ে আহুতি তাকে খুঁজে বার করবে।

কংস। পারবে না। কারণ নারীর মৃণাল ভুজ দিয়ে ফুলের মালাই ধরা চলে—ইস্পাতের ছুরিকা চালানো চলে না

আহুতি। [illegible] কি না পরখ কর দস্যু।

[আহুতি ভীম বেগে কংসকে আক্রমণ করিল। কংস ক্ষিপ্রগতিতে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।] .

কংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া] কি সুন্দরী, এইবার?

আহুতি। ~~ছাড়—ছাড় [illegible]~~

কংস। না, তা হয় না সুন্দরী! যে হাত একবার কংস ধরে, সে হাত আর সে জীবনে কোনদিন ছাড়ে না।

আহুতি। ~~ছাড়—ছাড় [পদাঘাত~~]

কংস। পদাঘাত! [একটু সরিয়া গেল। ক্রমশ ভীষণ হইয়া উঠিল।] জাগছে—জাগছে রাতের ভয়ংকর, [illegible] জাগছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [ছুরিকা লইয়া অগ্রগমন]

আহুতি। [পিছাইয়া গেল] দেবতা নয়, তুমি দানব।

কংস। হ্যাঁ-হ্যাঁ, দানব—দানব। তাই তোমাকে—তোমাকে—[অগ্রগমন]

আহুতি। [সভয়ে] না—না—

কংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [ছুরিকা ফেলিয়া দিয়া আহুতির গলা চাপিয়া ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করিল।]

নরকের প্রবেশ।

নরক। যুবরাজ! যুবরাজ!

কংস। কে? আঃ! নরক! তুমি এ সময় কেন? তোমাকে তোমাকে—[বাহু প্রসারিত করিয়া নরককে আক্রমণোদ্যত]

নরক। [সরিয়া গিয়া] দোহাই যুবরাজ! গুরুতর রাজকার্য আমাকে বাধ্য করেছে—

কংস। রাজকার্য পিতার কাছে, পুত্রের কাছে নয়।

নরক। মহারাজই বলেছেন আপনাকে জানাতে।

কংস। আঃ! বল, কি বলতে চাও!

নরক। যাদব শিশুকে হত্যা করায় উত্তেজিত যাদবেরা দলে দলে প্রাসাদ আক্রমণ করেছে যুবরাজ।

কংস। আর তোমরা বুঝি ভীরু মেষের মত দূরে দাঁড়িয়ে তাই দেখছ?

নরক। আমরা আপনার আদেশের অপেক্ষাতেই আছি যুবরাজ।

কংস। আমার আদেশ—আমার আদেশ। যাও—সসৈন্যে ওদের ওপর [illegible] পড়ে পশুর মত সবাইকে হত্যা কর।

নরক। আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে

যুবরাজ। ~~রাতের অন্ধকারে যাদবের বুকের রক্তে আলো লাল হয়ে যাবে।~~ হাঃ-হাঃ-হাঃ—   [প্রস্থান।

আহুতি। না না যুবরাজ, আপনার আদেশ আপনি ফিরিয়ে নিন। নিরস্ত্র [illegible] জনতার উপর অস্ত্র চালাবার আদেশ আপনি প্রত্যাহার করুন যুবরাজ, প্রত্যাহার করুন! [পদতলে পতন]

কংস। একটি সর্তে ওদের আমি রক্ষা করতে পারি।

আহুতি। কি সর্ত?

কংস। ওদের ফিরিয়ে দিয়ে আবার তুমি আসবে আমার কাছে।

আহুতি। যুবরাজ!

কংস। অস্ত্র নিয়ে নয়। পায়ে নূপুর, কণ্ঠে সুর, চোখে কাজল, হাতে মাধবীপাত্র নিয়ে। বল, সম্মত?

আহুতি। [ভাবিয়া] সম্মত।

কংস। তাহলে যাও। এই মুহূর্তে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ভবিষ্যতে তারা যদি এমন ঔদ্ধত্য পুনরায় প্রকাশ করে, তাহলে সবাইকে আমি সবংশে ধ্বংস করব। যাও।

আহুতি। আমি যাচ্ছি যুবরাজ!

[প্রস্থান।

কংস। এই কে আছিস?

বকাসুরের প্রবেশ।

বকাসুর। মহাবীর মহাসুর বকের মত একাগ্রতা নিয়ে প্রহরায় মোতায়েন আছে যুবরাজ!

কংস। যা বাইরে থেকে লৌহ কপাট দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে প্রহরায় থাক।

বকাসুর। আমি একেবারে রাম রাম করে বন্ধ করে রাখব প্রভু! কোন শা—থুড়ি, ব্যাটার সাধ্য হবে না বকাসুরকে এড়িয়ে দরজা খোলে।

কংস। ঠিক আছে। কিন্তু স্মরণ রাখিস, কারো আদেশেও আজ রাতের মধ্যে খোলা হবে না—এমন কি আমার আদেশেও নয়।

বকাসুর। আর বলতে হবে না, প্রভু! বুদ্ধিমান লোক ইংগিতেই সব বোঝে!

[প্রস্থান।

কংস। এতক্ষণে আমি একা। এইবার ভাল করে আমার দানবটাকে মুখোমুখি দেখতে হবে।

সহসা মূর্ত হইল দ্রুমিলের প্রেতাত্মা।

দ্রুমিল। আমি এসেছি কংস।

কংস। কে? কে তুমি?

দ্রুমিল। আমাকে তুমি চিনতে পাচ্ছো না?

কংস। না—না [illegible]। রাতের অন্ধকারে কাউকে চিনবো না বলেই বাইরে থেকে আমি দরজা বন্ধ করে আবদ্ধ হয়ে আছি। কিন্তু তুমি এলে কি করে? কোন পথে?

দ্রুমিল। এলাম বায়ুরূপে, এলাম ঐ বাতায়ন পথে।

কংস। অসম্ভব। মানুষ তা কোনদিন পারে না।

ক্রমিল। আমি মানুষ নই কংস, আমি ক্রমিল দৈত্যের প্রেতাত্মা।

কংস। প্রেতাত্মা! তা আমার কাছে কেন?

ক্রমিল। আমি যে তোমার মধ্যেই থাকি কংস।

কংস। তবে কি তুমি সেই?

ক্রমিল। হ্যাঁ সেই, যে তোমাকে প্রতিনিয়ত হত্যাব নেশার প্রমত্ত করে তোলে।

কংস। কেন? কেন? কেন তুমি এভাবে আমার জীবনটাকে বিষাক্ত কবে তুলেছ? কি চাও তুমি আমার কাছে?

ক্রমিল। চাই তর্পণ।

কংস। তর্পণ?

ক্রমিল। তুমি আমাব উদ্দেশ্যে তর্পণ না করলে আমার এ প্রেতযোনি মুক্তি পাবে না

কংস। কিন্তু আমি কেন তোমার তর্পণ করবো? কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়?

ক্রমিল। সে কথা তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করো।

কংস। মা? মা কি জানে?

ক্রমিল। সব জানে।

কংস। না-না, মাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো না। তুমি যাও—তুমি যাও।

ক্রমিল।—

গীত

আমি যেতে যে পারি না চরণ চলে না করে সে যে টলমল।
অঞ্জলি পেতে রয়েছি দাঁড়িয়ে দে রে তর্পণ জল।

কংস। দানব!

ক্রমিল।—

পূর্ব গীতাংশ

তুই যে আমার মুক্তির রথ,
চেয়ে আছি শুধু তোরই আশাপথ,
তোর কৃপা বিনা পাব না পাব না মুক্তির মহাফল।

কংস। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও নিশাচর। নইলে, নইলে তোমাকে আমি গলা টিপে—[ধরিতে গেল]

ক্রমিল। [সরিয়া গেল] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কংস। একি? এ যে ধরা-ছোঁয়ার অতীত।

ক্রমিল। হ্যাঁ, ধরা-ছোঁয়ার অতীত। যদি তুমি আমার উদ্দেশ্যে তর্পণ না কর, তাহলে—

কংস। তাহলে?

ক্রমিল। তাহলে এই প্রেতযোনির অত্যাচারে তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিষময় হয়ে উঠবে।

কংস। না—না—

ক্রমিল। দিবসের বিশ্রাম, রাত্রের নিদ্রা, মানসিক শান্তি—সব কণ্টকিত হয়ে উঠবে।

কংস। না-না-না।

ক্রমিল। হাঃ-হা-হাঃ! তর্পণ কর, তর্পণ কর। যদি শান্তির আশা রাখ, তবে আমার উদ্দেশ্যে তর্পণ কর। [অন্তর্ধান]

কংস। করবো না—করবো না তোমার তর্পণ। হয় হোক আমার জীবন বিষময় কণ্টকিত, তবু পারবো না তোমার উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে। কিন্তু জানতে হবে—কিসের দাবীতে ও আমার

কাছে তর্পণের জন্ত অঞ্জলি পেতে দাঁড়ায় ? কি সম্বন্ধ দানবে মানবে ? ...মাকে চাই... মাকে চাই .....বকাসুর, দরজা খোল—দরজা খোল। [অগ্রগমন]

নেপথ্যে বকাসুর। খুলবো না, আদেশ নেই।

কংস। আমার আদেশ।

নেপথ্যে বকাসুর। কারো বাবার আদেশেও নয়।

কংস। তবে চূর্ণ হোক লৌহদ্বার কংসের কর প্রহারে।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কর প্রহারের শব্দ]

নেপথ্যে কংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ, রুদ্ধদ্বার মুক্ত। এইবার রে উদ্ধত প্রহরী—

দ্রুত ভীত বকাসুরের পুনঃ প্রবেশ।

বকাসুর। ওরে বাবাবে। গেছিরে—গেছি—

উত্তেজিত কংসের পুনঃ প্রবেশ।

কংস। কোথায় পালাবি উদ্ধত প্রহরী ? কংসের আদেশ অমান্যের শাস্তি তোকে নিতেই হবে। [গলা টিপিয়া ধরিবার জন্ত অগ্রগমন]

বকাসুর। [পশ্চাৎ অপসারণ করিতে করিতে] দোহাই হুজুর ! আমায় রক্ষা করুন, আপনার আদেশেই আমি দরজা খুলিনি। দোহাই আপনার, আমাকে রক্ষা করুন।

কংস। রক্ষা, হাঃ-হাঃ-হাঃ—[গলা চাপিয়া ধরিল]

বকাসুর। আঃ-আঃ-আঃ !

কংস। যা হতভাগ্য ! দূর হয়ে যা ! [ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল] এইবার এইবার যেতে হবে আমার দানবত্বের মূল সন্ধানে। যেতে হবে মায়ের কাছে দ্রুমিল দৈত্যের রহস্য উদ্ঘাটনে। যেতে হবে প্রেততর্পণের গুহ্য কারণ নির্ধারণে।

[প্রস্থান।

বকাসুর। [গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিয়া বসিল] ওরে বাবা ! কি রামটিপুনিরে বাবা ! আর একটু হলে বকা একেবারে অক্কা পেয়ে যেতো। উঃ ! কি বীভৎস মূর্তি ঐ যুবরাজ ! কি তার চোখ ? যেন শালা একটা রক্তখেকো রাক্ষসের বাচ্চা। চোঁ চোঁ করে রক্ত খাবার জন্য পাগলা হয়ে উঠেছে। না বাবা, মানে মানে সরে পড়াই ভাল। আবার যদি আসে তাহলে একেবারে— এঁ্যা !

[জিভ বাহির করিয়া শ্বাসরোধের মুখভংগি করিয়া প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

পদ্মাবতীর কক্ষ ; সময়—প্রভাত

বিষাদ ও পদ্মাবতীর প্রবেশ ।

পদ্মা । বল বল হে বিষাদ
ভ্রাতৃশোকে হয়ে উন্মাদিনী
কোথা গেল সে আহুতি ?
কি ঘটিল তার ?

বিষাদ । কেমনে কহিব দেবী !
হইয়া উন্মত্ত নারী প্রতিশোধ তরে
একাকিনী অন্ধকারে আসিল ছুটিয়া
সেই হতে এ পর্যন্ত খুঁজিলাম তারে
না মিলিল তবু তার সন্ধান এখনো ।

পদ্মা । তাই কি এসেছ হেথা
রাত্রিশেষে লইতে সন্ধান ?

বিষাদ । হ্যাঁ মাতা ! জান যদি—
দেহ মোরে সন্ধান তাহার ।
ভ্রাতৃশোকে জ্ঞানশূন্যা,
নাহি তার হিতাহিত বোধ
দয়া করে করিয়া মার্জনা
আমারে ফিরায়ে দাও
আহুতিরে মোর্ ।

পদ্মা। তোমার আহুতি ?
হাঁা, পড়িয়াছে মনে,
বাকদত্তা বধূ তব
আহুতি বালিকা।

বিষাদ। হাঁা মাতা—।
বাকদত্তা বধূ সে,
ধ্রুবতারা সম বিষাদের ভাগ্যাকাশে
জ্বলিত নিয়ত। কিন্তু মাগো—
যুবরাজ-স্বেচ্ছাচারে সে তারকা-শিখা
অকালে নিভিয়া বুঝি গেল ফুরাইয়া।

পদ্মা। যাও নাই যুবরাজ পাশে ?

বিষাদ। গিয়েছিনু মাতা, দেখিলাম
শূন্যকক্ষ, মুক্ত দ্বার—কেহ নাই সেথা।

পদ্মা। তবে যাও যাও হে বিষাদ,
প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে করহ সন্ধান।
মনে হয় সে বালিকা
পড়িয়াছে কংসের কবলে।
মনে হয় রক্ত নেশায় হইয়া উন্মত্ত
ভ্রাতৃসম ভগিনীরে বধিয়াছে কংস।

বিষাদ। তাই যদি [illegible]—
[illegible] শোন [illegible] বিষাদের পণ —
আমি তারে করিব না ক্ষমা
হলেও শ্রীবিষ্ণুর আমি অধম সেবক
হইলেও ক্ষমা ধর্মে যদিও দীক্ষিত

তথাপি তথাপি মাতা কহি সত্যবাণী
পুত্রে তব দেব আমি
শাস্তি সুকঠোর।

পদ্মা। হ্যাঁ হ্যাঁ, শাস্তি তারে দানিতেই হবে,
নহে অন্য শাস্তি
প্রাণদণ্ড শাস্তি তার করিনু বিধান।

বিষাদ। মাতা?

পদ্মা। আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
নর-হত্যাকারী সেই দানবের বুকে,
আমূলে বসায়ে দেবে তরবারি। তব—

বিষাদ। কি কহিছ মাতা
পুত্র সে যে তব?

পদ্মা। না না, নহে পুত্র।
গর্ভের কলংক কংস
অভিশাপ মোর!

বিষাদ। মহাদেবী!

পদ্মা। চাহ যদি স্বদেশ কল্যাণ,
চাহ যদি সর্বহিত করিতে সাধন,
তবে করহ শপথ—
হত্যা করি সে দানবে
পাপমুক্তা করিবে ধরনী।

বিষাদ। তাই হবে, তাই হবে দেবী।
জননী যেথায় চায়
পুত্রের মরণ,

হলেও সহায় তার গুরু বৃহস্পতি
নৃশংস মরণ তার নিশ্চিত নিয়তি।

পদ্মা। বিষাদ !

বিষাদ। ~~শোন শো[illegible]~~,
শোন মোর প্রতিজ্ঞা ভীষণ
আহুতিরে যদ্যপি সে করে থাকে বধ
কিংবা তার নারীত্বের করে অমর্যাদা,
বিষাদের এই অসি তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার
আমূলে বসিয়া যাবে দানবের বুকে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। বিষাদ ! বিষাদ !
ওঃ ! কি করিলাম, কি করিলাম আমি।
নিজ মুখে পুত্র মৃত্যু করিনু বিধান ?

উদভ্রান্ত কংসের প্রবেশ।

কংস। তাই দাও, তাই দাও জননী আমার
মৃত্যুদানে শান্তি দাও অশান্ত কংসের।

[পদতলে উপবেশন]

পদ্মা। কংস ! এ আবার কিবা অভিনয় ?

কংস। নহে অভিনয় মাতা।
মর্মছেঁড়া অতি সত্য কথা।
দুইমুখী দুইভাব তীব্র বিষ-স্রোতে
আমার আমিত্ব আর তোমার পুত্রত্ব
দিন দিন বিষায়িত হইতেছে মাতা,

দেহ মুক্তি দেহ মুক্তি—মুক্তি দেহ মাতা
দেহ মাতা শান্তি সুশীতল।

পদ্মা। কংস,
নহি আমি স্নেহাতুর জনক তোমার।
অশ্রু দেখি নয়নের কোণে
গলে নাহি যাবে কভু
পদ্মাবতী মন।

কংস। জানি জানি মাতা!
জানি আমি অন্তর তোমার।
তাই তো—
তাই তো কাল সারা নিশি
প্রাসাদের অন্ধকারে ভ্রমিয়াছি একা।

পদ্মা। কোথায় আহুতি?

কংস। চলে গেছে যাদবের সনে।

পদ্মা। মিথ্যে কথা!

কংস। মাতা!
হতে পারে কংস তব দানব প্রকৃতি;
কিন্তু কভু
করে না সে মিথ্যা উচ্চারণ।

পদ্মা। কংস!

কংস। এবে তুমি কহ মাতা,
কহ সত্য সত্য ভাষ
কে এই দ্রুমিল দৈত্য?
কিবা পরিচয়?

পদ্মা। কে? দ্রুমিল দৈত্য?

কংস। মনে হয় নাম শুনি উঠিলে চমকি,
মনে হয় চেন তারে, জান ভাল মতে।

পদ্মা। না-না, চিনি না—চিনি না তারে।
নাহি জানি পরিচয় তার।

কংস। নাহি জানি! হাঃ-হাঃ-হাঃ—
মাতা! কংস তব নহে অন্ধ
আছে শক্তি সত্য মিথ্যা করিতে নির্ণয়।

পদ্মা। ওরে না-না, অনুরোধ মোর,
চাসনে জানিতে তুই পরিচয় তার।

কংস। বেশ! আজ্ঞা তব শিরোধার্য মোর
চাহি না জানিতে তার পূর্ণ পরিচয়।
শুধু কহ মোরে—
প্রেতযোনি তার কিবা হেতু
মোর পাশে আসে রং নীতে?
কি হেতু কি দাবী সে করিয়া সম্বল
তর্পণ মাগিছে আসি কংসের নিকটে?

পদ্মা। আমি আমি কি জানিব তাহা?

কংস। তুমি জান।
প্রেতযোনি কহিল আমায়
মম সনে কি সম্বন্ধ দ্রুমিল দৈত্যের
একমাত্র জান তুমি এই ধরনীতে।

পদ্মা। না—না, নাহি জানি—নাহি জানি,
জানিলেও বলিব না—বলিতে পারি না।

কংস। বলিতেই হবে।

[পদ্মাবতীর বাহু চাপিয়া ধরিল]

প্রভাবে যাহার দিবসের শান্ত কংস
রাতের আঁধারে
হয়ে উঠে দুর্মদ দানব—
জানিতেই হবে তারে
সর্ববিনিময়ে।

[illegible]— কংস !

কংস। বল—বল মাতা
কে সে আমার ?
কি সম্বন্ধ দানবে মানবে ?

পদ্মা। চাহিও না—চাহিও না
জানিবারে তাহা।

কংস। কেন ?

পদ্মা। জানিলে সে গুপ্তকথা
জীবন তোমার
হয়ে যাবে দুর্বিসহ, চির অভিশপ্ত।

কংস। অভিশপ্ত ! [ম্লান হাসি]
হায় মাতা !
জান না—জান না তুমি
কত অভিশপ্ত দুর্বিসহ জীবন আমার !
স্থির লক্ষ্যে যেই আমি
সম্মুখে ছুটিতে চাই
কে যেন পশ্চাৎ হতে আকর্ষে সবলে।

চেয়েছিলাম হতে আমি পূর্ণাংগ মানব
অথচ হয়েছি আজ অর্ধেক দানব।

পদ্মা। কংস!

কংস। অর্ধেক মানব আর অর্ধেক দানব
জীবনের দুই ধারা যার,
আর্তের দীর্ঘশ্বাস জননীর শাপ
নিত্য যায় পথের সম্বল
কহ মাতা তার চেয়ে অভিশপ্ত
কে আছে জগতে?

পদ্মা। সব সত্য
তবু তুমি রাজার-নন্দন।
আছে ভবিষ্যৎ
আছে তব রাজ-মান
বংশের মর্যাদা। সর্বোপরি আছে তব
রাজসিংহাসন।

কংস। চাহি না—চাহি না কিছু,
চাহি শুধু শুনিবারে দ্রুমিল-রহস্য।
[ঝাঁকুনি দিয়া] বল মাতা, শীঘ্র বল
কে সে আমার?

পদ্মা। জনক তোমার সে;
পুত্র তুমি তার।

কংস। মাতা!

পদ্মা। একদিন সন্ধ্যাকালে
ধরিয়া তব পিতার মূর্তি মনোরম

আমার করিয়া গেল
মহাসর্বনাশ!

কংস। মাতা, তবে কি জারজ আমি?

[বুক চাপিয়া আতকণ্ঠে আত্মসংবরণ করিল]

পদ্মা। কংস! বৎস!

কংস। না-না, কহিও না কথা।
ডাকিও না আর তুমি সন্তান বলিয়া!
ওগো রাক্ষসী,
কেন কেন তুমি প্রসূতি আগারে
হত্যা মোরে করিলে না
শ্বাসরুদ্ধ করি?

পদ্মা। অধীর হয়ো না কংস।
করহ বিশ্বাস,
স্বেচ্ছাকৃত ব্যভিচারে
দোষী নহি আমি।

কংস। তাতে কিবা সান্ত্বনা আমার?
যে ভাবে সে ভাবে হোক
জন্মিয়াছি আমি
বিশ্বের কলংক হয়ে ঘৃণিত জারজ!

পদ্মা। কংস! কংস!

কংস। চুপ! চুপ! কহিও না কথা।
দুর্ভাগ্য রাহু তুমি জীবনে আমার।
ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয়
বলে চাপি কণ্ঠ তব—

[গলা চাপিয়া ধরিতে উদ্যত ; পদ্মাবতী সভয়ে পিছাইয়া গেল ।]

পদ্মা । কংস ! কংস !

কংস । না—না—
হলেও জারজ আমি
তবু তুমি জননী আমার,
ক্ষীরধারা করিয়াছ দান।
তোমার কি দোষ মাতা
নিয়তি আমার—
বিদ্রুপ করিছে মোরে বসি অন্তরালে।

পদ্মা । কংস !
কথা শো'ন—

কংস । না—না, নহি কংস—
কংসাসুর আমি।
করিব না নিয়তিরে মার্জনা কখনো।
উল্কাবেগে সৃষ্টি-বক্ষ দলিয়া মথিয়া
নিয়তিরে সবলেতে আনিব সম্মুখে
তারপর—
তারপর বক্ষ তার বিদারিয়া নখে
উষ্ণ রক্ত পান করি ঝলকে ঝলকে
আজিকার পরিহাসের লব প্রতিশোধ।

[প্রস্থান।

পদ্মা । কংস ! কংস !
শুনিলে না কথা !
চলে গেল উল্কাবেগে হইয়া উন্মত্ত।

বুঝিলাম স্থির, মথুরার বুকে
নহেক অর্দ্ধেক—
পূর্ণ দানব এক হইবে প্রকাশ।
অত্যাচারে তার—
সোনার মথুরাপুরী হবে ভস্মীভূত
না-না, অবিলম্বে প্রতিকার করিতে হইবে।
কে আছিস!

গলায় কাপড় জড়ানো বকাসুরের প্রবেশ।

বকাসুর। আমি আছি মা মহারাণী! আদেশ করুন!

পদ্মা। তোর গলায় কি হলো? স্বরভঙ্গ কেন?

বকাসুর। বলবেন না মহারাণী, সে দুঃখের কথা আর বলবেন না। উঃ! সে রাম টিপুনীর কথা মনে হলে এখনও হৃৎকম্প, শিরঃশূল উপস্থিত হয়।

পদ্মা। কি হয়েছে তাই বল।

বকাসুর। যুবরাজ—মা মহারাণী। [ক্রন্দন]

পদ্মা। তোর গলা টিপে ধরেছিল?

বকাসুর। টিপে কি মহারাণীমা, একেবারে—

~~পদ্মা। একেবারে কি~~?

বকাসুর। বকার জীবন অক্কা পেয়েছিল আরকি?

পদ্মা। অর্দ্ধেক দানবত্বেই এই অত্যাচার, পূর্ণ দানবত্বে না জানি সে কি করবে!

বকাসুর। মা—মহারাণী!

পদ্মা। যা, মহামাত্য অক্রূরকে সংবাদ দে।

বকাসুর। বকাসুর এখনই বকের মত উড়ে যাচ্ছে, মহারাণী! [গমনোদ্যত]

পদ্মা। শোন, সেই সংগে মহারাজকেও সংবাদ দিবি।

বকাসুর। ঠিক আছে।

[দ্রুত প্রস্থান।

দেবকীর প্রবেশ।

দেবকী। কাকিমা—কাকিমা! দাদা হঠাৎ উন্মত্তের মত হাসতে হাসতে মন্দিরে ছুটে গেল কেন? কি হয়েছে?

পদ্মা। হয়েছে—হয়েছে, না—মানে আজ রাত্রেই তোর বিবাহ কিনা তাই খুসিতে—

দেবকী। যাও—কেবল ঠাট্টা!

অক্রুরের প্রবেশ।

অক্রুর। আমাকে আপনি স্মরণ করেছেন মহাদেবী?

পদ্মা। হ্যাঁ। তোমার বোধহয় স্মরণ আছে মহামাত্য, দেবকী বসুদেবের বাকদত্তা।

অক্রুর। স্মরণ আছে জননী।

পদ্মা। বসুদেব একজন যাদব নায়ক। তাকে জামাতা রূপে পেলে ভোজ রাজবংশের শক্তিই বৃদ্ধি হবে। তাই না?

উগ্রসেনের প্রবেশ।

উগ্রসেন। নিশ্চয়ই! বসুদেব যেমন সচ্চরিত্র বলবান, তেমনি পরমভাগবৎ জননেতা। কি বলিস মা?

দেবকী। ওঃ! ভারী আমার নেতা! এখনও ভাল করে কথা বলতে শেখেনি—সে আবার নেতা!

উগ্রসেন। না রে পাগলী না। বসুদেবের কথার আকর্ষণ শত সাম্রাজ্যের চেয়েও বলবান। যুক্তির ধার তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ! তার মত মহারত্ন ইন্দ্রের ভাণ্ডারেও নেই।

দেবকী। ওঃ! সে মহারত্ন আর আমি বুঝি মূল্যহীন?

[প্রস্থান।

পদ্মা। শোন স্বামী! তুমিও শোন মহামাত্য, আমি চাই আজ রাত্রেই বসুদেবের সংগে দেবকীর বিবাহ সুসম্পন্ন হোক।

অক্রুর। উত্তম প্রস্তাব!

উগ্রসেন। না-না। আজ রাত্রে কি করে হয়? যোগাড় নেই, যন্ত্র নেই—

অক্রুর। মথুরার রাজশক্তি দুর্বল নয় মহারাজ।

উগ্রসেন। তা সত্যি তবু—

পদ্মা। কোন তবু আমি শুনবো না। রাজ্যের মংগল যদি চাও, নিজেদের শুভাশুভের ইচ্ছা যদি থাকে, তাহলে বিনা দ্বিধায় বিবাহের সম্মতি দাও।

উগ্রসেন। তা তুমি যখন ধরেছ, তখন সম্মতি দিতেই হবে। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না—হঠাৎ তুমি এ বিবাহে এত উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছ কেন? কি তোমার উদ্দেশ্য?

পদ্মা। যদুনায়ক বসুদেবকে জামাতারূপে বরণ করে অত্যাচারী কংসের প্রতিশোধ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবো।

উগ্রসেন। রানী!

পদ্মা। নইলে দানব কংসের স্বেচ্ছাচারের স্রোতে তোমার রাজ্য

যাবে—প্রজা যাবে—তুমি যাবে—আমি যাবো, সমগ্র দেশটা অতলে তলিয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

উগ্রসেন। আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না মহামাত্য!

অক্রুর। মহারানী আমাদের বুদ্ধিমতী, তাঁর উপর আস্থা রাখুন, ঠকবেন না।

উগ্রসেন। তোমার মত ভগবৎ বিশ্বাস আজ তো আমার হবে না অক্রুর।

অক্রুর। হবে মহারাজ, হবে। ভূমি তৈরী হচ্ছে, দেখবেন—ধ্যানের দেবতা অতি শীঘ্রই বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবে।

উগ্রসেন। বল—বল অক্রুর, তোমার সুললিত কণ্ঠে সুরের মাধুর্য দিয়ে একবার তার কথা আমায় তুমি বল!

অক্রুর।—

গীত

(শোনরে) অন্ধকারের জীব।
আসবে প্রভু তোদের ঘরে জ্বালিয়ে উজ্জ্বল দীপ॥
(তাঁর) আসার পথের মাটি
(হলো) তৈরি আজি খাঁটি
নামবে এবার প্রেমের ঠাকুর সত্যসুন্দর শিব॥
তোর আঁধার যাবে দূরে
নূতন আলো আসবে ঘরে,
উঠবে রবি সোনার ছবি পরে রাঙা টিপ॥

[গাহিতে গাহিতে উগ্রসেন সহ প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

বিষ্ণুমন্দির

[রত্নাসনে বিষ্ণুমূর্তি। ভক্তগণ গাহিতেছে।]

ভক্তগণ।—

গীত

জাগো জাগো নারায়ণ।
গোলক ছাড়িয়া, এস গো নামিয়া, ধন্ত করিয়া ত্রিভুবন॥
শঙ্খে বাজাও অভয়বানী
চক্রে তোল ঘর্ঘর ধ্বনি,
নাশিতে দুষ্কৃতি ভক্তে রক্ষিতে জাগো পতিতপাবন॥

[গীতমধ্যে বসুদেবের প্রবেশ ও সংগীতে যোগদান।
গীতান্তে বসুদেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। না-না, জাগবে না—জাগবে না। ঐ পাথরের পুতুল আর কোনদিনই জাগবে না, বসুদেব।

বসুদেব। জাগবে—জাগবে বিষাদ, জাগবে। দানবের অত্যাচারে সর্বংসহা ধরিত্রীটা পর্যন্ত নড়ে উঠেছে। আর দেরী নেই, আর দেরী নেই।

বকাসুরের প্রবেশ।

বকাসুর। ঠিক—ঠিক বলেছেন। আর দেরী নেই, আজ রাত্রেই—

বিষাদ ও বসুদেব। আজ রাত্রে?

বকাসুর। হ্যাঁ, আজই শুভলগ্ন।

বসুদেব। তুমি বলছ কি বক?

বকাসুর। সে আর এখন বলে কি লাভ হবে মশাই। আমার সংগে চলুন, দেখবেন বকচন্দ্র মিথ্যা বলে না।

বিষাদ। বকাসুর! [হাঁ করিয়া]

বকাসুর। বকা বলে এখন আর হাঁ করলে কিছুই হবে না মশাই। যার বরাতের জোর আছে, সে সুপক্ক ফলটি পেয়ে গেছে। আপনি আর আমি? দূর—দূর! ওসব ছাইচাপা কপাল। কোন আশা নেই।

বসুদেব। কি ছাই-পাঁশ বকছ, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

বকাসুর। বুঝে আর কি হবে মশাই! আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে, বোঝাবুঝির কি প্রয়োজন?

বিষাদ। রহস্য রাখ অর্বাচীন।

বকাসুর। এই দেখ, আবার ধমক মারে যে। বলি ও মশাই, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে না ছিঁড়ে বসুদেবের ভাগ্যে ছিঁড়েছে বলে কি আমি দোষী?

বসুদেব। না—দোষী তুমি নও। এখন সোজা কথায় বল তুমি কি বলতে এসেছ!

বকাসুর। মশাইয়ের কপাল ফেটেছে।

বসুদেব। সে কি! [কপালে হাত দিয়া] কই, রক্ত তো নেই!

বকাসুর। আরে মশাই, কপালে কি দেখছেন! দেখতে হয়তো দেখুন নখে।

বিষাদ। নখে ?

বকাসুর। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, নখে। নখেই তো বিয়ের ফুল ফোটে।

বসুদেব। বিয়ে! কার বিয়ে ?

বকাসুর। কার আবার! উঃ! লোকটা দেখছি একেবারে নিরেট, কিচ্ছু বোঝে না। আর একেই কি না মহারাণী জামাতা করতে চাইছেন!

বিষাদ। জামাতা!

বকাসুর। আজ্ঞে হ্যাঁ, জামাতা। আজ রাত্রেই মহারাজকুমারী দেবকীর সঙ্গে যদুনায়ক বসুদেবের বিবাহ।

বসুদেব। আজ রাত্রেই—

নরকের প্রবেশ।

নরক। হ্যাঁ যদুনায়ক। আজ রাত্রেই তোমার বিবাহ।

বসুদেব। সেনাপতি!

নরক। তাই মহারাজের আদেশে আমি প্রধান. সেনাপতি এসেছি সসৈন্যে রাজ-জামাতাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে।

বিষাদ। অভ্যর্থনায় সৈন্য কেন বাবা ?

নরক। রাজকন্যার বিবাহ রাজকীয় ভাবে হয় বিষাদ।

বসুদেব। কিন্তু আমি তো রাজা নই সেনাপতি। আমি যে সাধারণ মানুষ।

নরক। সাধারণই অসাধারণ হয়ে ওঠে যখন তার গায়ে রাজকীয় ছাপ পড়ে।

বকাসুর। ঠিক ঠিক। রাজবাড়ীর কুকুরটাও যে সমাদর পায় সাধারণের কাছে তা অশ্ব ডিম্ব।

নরক। বকাসুর যাও—বাইরে অপেক্ষা কর।

বকাসুর। আমি খুসি মনে পশ্চাৎ অপসরণ করছি। আপনারা আসুন।

[প্রস্থান।

বসুদেব। বিষাদ!

নরক। ভেবে কোন লাভ নেই যদু নায়ক। ডাক যখন এসেছে তখন দেরী করা কোন মতেই সমীচীন নয়।

বিষাদ। বিশেষতঃ রাজমাতার সম্মান। না--বাবা?

নরক। তুমি চুপ কর অর্বাচীন। আজ যদি তুমি মানুষ হ'তে—

বিষাদ। তা হলে বসুদেবের জায়গায় হয়তো আমারই স্থান হতো। আর তোমার ভাগ্যটাও আরো জমজমাট হয়ে উঠতো, না?

নরক। বিষাদ!

বিষাদ। দুরাশা করে কোন লাভ নেই বাবা। মনে রেখো, বিষাদেই বিষাদ জন্মায়—আনন্দ কোন দিনই জন্মায় না।

[প্রস্থান।

নরক। অপদার্থ!

বসুদেব। না সেনাপতি! অপদার্থ বিষাদ নয়—অপদার্থ তারা, যারা বিষাদের অন্তর না দেখে, দেখে শুধু বাইরে।

নরক। বসুদেব!

বসুদেব। আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

নরক। বিষাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিথ্যা প্রশংসা করে এমনি করেই এরা ওর সর্বনাশ করে যাচ্ছে। কিন্তু আমিও নরক,

প্রয়োজন হয় ওর পিঠে চাবুক চালাবো তবু বাঘকে কোনদিন নিরামিষ ভোজী হতে দেবো না।

আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। এই বুদ্ধি দোষেই রাজসেবা করতে গিয়ে হয়েছেন কুসংগী। রক্ষা করতে গিয়ে হয়েছেন হন্তারক।

নরক। সাবধান বালিকা। পথের ভিখারিনীকে দয়া করে পুত্রবধু করতে চেয়েছি বলে মনে করো না, তোমার ঔদ্ধত্য আমি নীরবে সহ্য করবো।

আহুতি। সেনাপতি মশাই!

নরক। হ্যাঁ হ্যাঁ, দয়া করে স্মরণ রেখো বালিকা, পায়ের তলার কুকুর মাথায় উঠতে চাইলে চাবুকই তার যোগ্য পুরস্কার।

বিষাদের পুনঃ প্রবেশ।

বিষাদ। বাঃ বাঃ বাঃ। শ্বশুর হয়ে ভাবী পুত্রবধূর গায়ে চাবুক প্রহারের মহতী ইচ্ছা পৃথিবীতে এই বোধ হয় প্রথম।

নরক ও আহুতি। বিষাদ!

বিষাদ। পিঠ পেতে দাও, আহুতি পিঠ পেতে দাও। মহৎ আদর্শের এমন দৃষ্টান্তের সুযোগ থেকে ভাবী শ্বশুরকে বঞ্চিত করা কোন নারীরই সমীচীন নয়।

নরক। সাবধান বিষাদ! বেশী বাচালতা করলে তোমার পিঠেই আমি চাবুক মারবো।

বিষাদ। তোমার এই মহৎ গুণের জন্যই বকাসুর তোমাকে দয়াময় বলে বাবা।

আহুতি। ছিঃ বিষাদ! পিতাকে বিদ্রূপ করা পুত্রের মহাপাপ।

নরক। থাক থাক। তোমার মত স্বৈরিনীর মুখে—

আহুতি। কি?

বিষাদ। বাবা!

নরক। জিজ্ঞাসা কর জিজ্ঞাসা কর অন্ধ, তোর আহুতিকেই জিজ্ঞাসা কর, কাল গভীর রাত্রে উচ্ছৃঙ্খল যুবরাজের সংগে ও কোন সৎকার্যে ব্যস্ত ছিল।

বিষাদ। বাবা!

নরক। কংস যে যুবতীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে আমি তাকে কোন ক্রমেই পুত্রবধূর মর্যাদা দিতে পারি না।

[প্রস্থান।

বিষাদ। এ কথা সত্য?

আহুতি। কি কথা বিষাদ?

বিষাদ। তুমি কাল কংসের কক্ষে রাত্রি যাপন করেছ?

আহুতি। রাত্রি কাল যাপন করিনি—গিয়েছিলাম গভীর রাত্রে তাকে হত্যা করতে।

বিষাদ। তারপর?

আহুতি। দুর্বলা নারীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে যুবরাজের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি।

বিষাদ। তুমি কি করে রক্ষা পেলে? কংসের মত অমানুষ তো কোনদিন যুবতীকে একলা পেয়ে এমনি ছেড়ে দেয় না।

আহুতি। কি—কি বলতে চাও তুমি?

বিষাদ। বলতে আমি কিছুই চাই না। আমি শুধু জানতে চাই তোমার দৈহিক পবিত্রতা অক্ষুন্ন আছে কি না।

আহুতি। আমার প্রতি কি তোমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই বিষাদ?

বিষাদ। প্রবল আঘাতে বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে উঠেছে আহুতি। ধর্মের দোহাই, তুমি সত্য কথা বল।

আহুতি। বলে না। কি হবে বিষাদ। বিশ্বাসের ভিত্তি যার এত দুর্বল, ধর্মের দোহাই দিয়ে আমি তার বিশ্বাস অর্জন করতে চাই না।

বিষাদ। না চাইবে কেন? আমার বিশ্বাসের চেয়ে কংসের অনুগ্রহের মূল্য যে অনেক বেশী।

আহুতি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, অনেক বেশী। হতে পারে সে উচ্ছৃঙ্খল, তবু তোমার মত এমন মেরুদণ্ডহীন নয়। [গমনোদ্যত]

বিষাদ। কোথায় চললে?

আহুতি। কংসের কাছে।

বিষাদ। কংসের কাছে! সে কি। সে যে ভ্রাতৃহন্তা।

আহুতি। সত্য। কিন্তু তোমাদের পিতাপুত্রের মত আমার নারী মর্যাদায় সে এমন করে কলংক লেপন করেনি।

বিষাদ। কংসের সেই মন্ত্রের লোভেই কি তুমি তার কাছে ধরা দিতে চলেছ?

আহুতি। না—আমি চলেছি হত্যার প্রতিশোধ নিতে।

বিষাদ। এই কি তার পথ?

আহুতি। হ্যাঁ এই পথ। আমি ভেবে দেখেছি বিষাদ। সশস্ত্র শক্তিমানের সংগে নিরস্ত্র দুর্বলের মুখোমুখি প্রতিশোধ নেওয়া চলে না।

বিষাদ। আহুতি!

আহুতি। তাই আমি চাই, মিত্ররূপে তার পাশে থেকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিতে।

বিষাদ। তাতে তোমার হবে অপমৃত্যু।

আহুতি। হোক। দেশের ও দশের কল্যাণে আমার একটা জীবন আহুতি দিয়ে ধ্বংসের দেবতাকে আমি প্রকট করে তুলব।

বিষাদ। আমার কথা তুমি শুনবে না?

আহুতি। শোনার উপায় নেই। আমার ভ্রাতার তৃষিত আত্মা কাঁদছে। তার আত্মার তৃপ্তির জন্য আমাকে কংসের কাছে যেতে হবেই।

বিসাদ। তাহলে ঘর বাঁধার স্বপ্নকে তোমার বিসর্জন দিতে হবে।

আহুতি। আমার ভাইয়ের মৃত্যু, তোমাদের অবিশ্বাসের কষাঘাত—আমার ঘর বাঁধার স্বপ্নকে চিরতবে ভেঙে চূরমার করে দিয়েছে।

বিষাদ। আহুতি!

আহুতি। স্বপ্ন ভেঙে সেখানে জেগে উঠেছে রুঢ় বাস্তবের নির্মম সত্য। সেই সত্যের তীব্র মন্থনে আমার অন্তর সমুদ্রের সমস্ত অমৃত আজ কালকূট বিষে পরিণত হয়েছে। এই বিষ নিয়ে আমি কি করবো? এ বিষ আমি কোথায় রাখবো? এ বিষ আমি কার কণ্ঠে ঢেলে দেব?

বিষাদ। আহুতি—আহুতি।

আহুতি। না-না, ডেকো না, ডেকো না আমায়। এ বিষের তীব্র দহনে আমার অন্তরটা জলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। তৃপ্তি চাই—তৃপ্তি চাই।

প্রেতাত্মা তীর্থের প্রবেশ।

তীর্থ।—

গীত

তৃপ্তির লাগি আমিও কাঁদি শূন্যে শূন্যে ঘুরি।
দারুণ তৃষ্ণায় জ্বলিছে হৃদয় দাউ দাউ করি পুড়ি॥
উল্কার মত নিজের আগুনে নিজেরে পুড়াতে চাই
নিভাতে সে আগুনের শিখা কেহ নাই কেহ নাই,
তাই মুক্তির লাগি তোমাদের পাশে এসেছি আবার ফিরি॥

আহুতি ও বিষাদ। তীর্থ! তীর্থ!

তীর্থ।—

পূর্ব গীতাংশ

কেন আস বৃথা ধরিতে আমারে
অশরিরী কায়া ধরা ছোঁয়া দূরে,
সব গেছে শুধু মন আছে মোর প্রতিশোধ আশে ভরি॥

আহুতি। কাঁদিসনে কাঁদিসনে তীর্থ, এমন করে কেঁদে আমায় পাগল করে দিসনে।

তীর্থ। মুক্তি দে দিদি—বড় জ্বালা—আমায় তুই মুক্তি দে।
[অন্তর্ধান।

বিষাদ। মুক্তি দেব—মুক্তি দেব ভাই। আরো কিছুদিন অপেক্ষা কর। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—আজ হোক কাল হোক, কংসের তপ্ত রক্ত দিয়ে তোমার উদ্দেশে আমি তর্পণ করে যাবো। [গমনোদ্যত]

আহুতি। [বিষাদের হাত ধরিয়া] তাহলে এস বিষাদ, বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন দূরে সরিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে আমরা

দুজনে একলক্ষ্যে এক উদ্দেশে তীর্থের তর্পণ করতে ছুটে যাই। শত্রুরূপে তাকে আমরা আঘাত করতে পারবো না। তাই মিত্ররূপে পাশে থেকে আমরা তার শ্মশান রচনা করে যাবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ

[বিবাহের পরদিন। উৎসব মুখরিত পুরী]

সহচরীগণ সহ বরবধূবেশী বসুদেব ও দেবকীর প্রবেশ।

১ম সহচরী। হ্যাঁ গা বর, তুমি তো আমাদের সখিকে নিয়ে দিব্যি মজা করে চল্লে! কিন্তু আমাদের দিয়ে গেলে কি?

বসুদেব। দেবার মত আমার সো আর কিছু নেই ভাই—এক আছি আমি।

২য় সহচরী। তুমি কি গো?

বসুদেব। হ্যাঁ গো আমি—জলজ্যান্ত বসুদেব। যদি ইচ্ছা কর আমাকেই রেখে দিতে পার।

১ম সহচরী। ওমা! বর বলে কি গো? ও সখি!

দেবকী। আর সখিকে কেন? যার কাছে চেয়েছিলে তিনি দিচ্ছেন—নিলেই পার।

২য় সহচরী। ইস্! আমরা নিলে যে তোমার ভাগ শূন্য হয়ে যাবে ভাই।

বসুদেব। শূন্যই পূর্ণ হয়—যদি—

সকলে। যদি ?

বসুদেব। আজকের মত দিন হয়
বাপ-মায়ের বাড়ী হয়।

সকলে। আর ?

বসুদেব। আর—দাদার মত স্বামী হয়।

[সকলে হাসিয়া উঠিল। দেবকী কৃত্রিম ক্রোধে
'অসভ্য' বলিয়া বসুদেবকে মৃদুভাবে
ধাক্কা দিল।]

উত্তেজিত পদ্মাবতী ও উগ্রসেনের প্রবেশ।

পদ্মা। ~~হাসির কথা নয়~~ স্বামী, হাসির কথা নয়। ~~কাল সন্ধ্যা থেকে আজ অপরাহ্ন পর্যন্ত~~ দেবকীর বিবাহে কংসের এই অনুপস্থিতি পাগলের খেয়াল বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

[সহচরীদের প্রস্থান।

উগ্রসেন। রানী !

পদ্মা। এ শুধু অভদ্রতা নয়—চরম অপরাধ।

উগ্রসেন। না-না—তা কি হয় ? হয়তো হয়তো—

বসুদেব। হয়তো গুরুতর রাজকার্যে উনি ব্যস্ত আছেন।

উগ্রসেন। ঠিক ! ঠিক ! নামে রাজা হলেও রাজত্ব চলছে তারই বুদ্ধিতে—তারই কর্মশক্তিতে। তুমি কিছু মনে করো না বাবা। কংসটা চিরদিনই এমনি [illegible]।

বসুদেব। না-না, আমি কিছু মনে করিনি, পরম আত্মীয় সে আমার।

পদ্মা। সেই আত্মীয়তা আরো দৃঢ় করতে আমরা চাই তোমার অবস্থার পরিবর্তন করতে।

দেবকী। তার অর্থ?

উগ্রসেন। তোর কাকিমার ইচ্ছা অর্ধেক রাজ্য আমি বসুদেবকে দান করি।

বসুদেব। সে কি! অর্ধেক রাজত্ব?

পদ্মা। হ্যাঁ বাবা, অর্ধেক রাজত্ব তোমাকে আমরা দান করবো।

বসুদেব। কেন? আপনার কন্যা কি গরীবের ঘরে যেতে রাজী নন?

দেবকী। না—না। স্বামীর ঘর পর্ণকুটির হলেও আমার কাছে তাই স্বর্গ।

উগ্রসেন। দেবকী।

দেবকী। না কাকা, না। রাজত্ব দান করে আমার স্বামীকে তুমি হীন করে দিও না।

পদ্মা। তুমি বুঝতে পারছ না বসুদেব। রাজত্ব দান করছি তোমার দেশ ও দশের মংগলের জন্য।

বসুদেব। মা!

উগ্রসেন। ওঁর ধারণা, কংসের খামখেয়ালীতে একদিন মথুরায় হয়তো প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।

পদ্মা। তাই তার পাশে মহৎ অথচ সমশক্তি সম্পন্ন তার এক আত্মীয় থাকা প্রয়োজন। আর সেইজন্যই তোমাকে জামাতা পদে বরণ আর এই রাজত্ব দানের ব্যবস্থা।

বসুদেব। ক্ষমা করবেন মা। আপনার কন্যাদান গ্রহণ করে

আমি ধন্য। এছাড়া অন্য কোন দান গ্রহণ করতে আমি সম্পূর্ণরূপে অশক্ত।

রাজমুকুট হস্তে কংসের প্রবেশ।

কংস। দান নিতে অশক্ত হলেও দেবকীর দাদা হিসাবে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করতে পারি বসুদেব।

দেবকী। দাদা!

[দেবকী কংসের নিকট গেল। কংস একহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।]

বসুদেব। তোমার আশীর্বাদ আমি চিরদিনই কামনা করি, পরম আত্মীক।

কংস। তাহলে নত হও, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করবো।

[বসুদেব ও দেবকী নত হইল।]

বসুদেব। আমি মাথা নত করছি, তুমি আশীর্বাদ কর ভাই।

কংস। আমার আশীর্বাদ—আমার আশীর্বাদ মথুরার এই রাজ-মুকুট। [রত্নমুকুট বসুদেবের মাথায় দিতে গেল।]

দেবকী। দাদা!

উগ্রসেন ও পদ্মা। কংস!

বসুদেব। যুবরাজ [পশ্চাৎ অপসারণ]

কংস। ধর—ধর আমার আশীর্বাদ। আমার ভগ্নীস্নেহ সিক্তি এই আশীর্বাদকে তুমি অসম্মান করো না—ভাই।

উগ্রসেন। কিন্তু এই রাজমুকুট—এই রাজমুকুট তুই কোথায় পেলি?

কংস। আপনি বৃদ্ধ। রাজ্য পরিচালনে আপনার কষ্ট হয়

এই ভেবে কাল রাত্রে রাজভাণ্ডার হতে এই মুকুট আমি গ্রহণ করেছিলাম।

উগ্রসেন। ঠিক—ঠিক বাবা কংস। ও ভার আমি আর বইতে পারছিলাম না। স্বেচ্ছায় ও ভার গ্রহণ করে তুই আমাকে পরম মুক্তি দিলি বাবা।

সকলে। কিন্তু—

কংস। হ্যাঁ কিন্তু। ঐ কিন্তু আমায় ভাবিয়ে দিলে। সারা রাত ভাবলাম—রাজ্য নেব আমি কিন্তু সারাদিন চিন্তা করে দেখলাম রাজ্য নেওয়া উচিত আমার নয়—উচিত দেবকীর।

দেবকী। এ তুমি কি বলছ দাদা?

কংস। নিজে না খেয়ে একদিন তোর জন্ত অমৃত ফল এনেছিলাম, তুই তা গ্রহণ করিসনি। তাই এবার রাজত্বের গরল তো কণ্ঠে ঢেলে দিতে চাই।

বসুদেব। ভগ্নিকে গরল দান করাই কি তোমার ভগ্নিস্নেহ যুবরাজ?

কংস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আমার ভগ্নিস্নেহ। আমি, জানি নীলকণ্ঠ মহাদেব ছাড়া সমুদ্র মন্থনের গরল যেমন আর কেউ ধারণ করতে পারেনি তেমনি রাজত্বের এই মহাগরল দেবকীর হয়ে তুমি ছাড়া অন্ত কেউ ধারণ করতে পারবে না।

দেবকী। শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে বিষ দান করতে চাও?

কংস। ওরে এ বিষ তো আর বিষ থাকবে না। পুণ্যবান সচ্চরিত্র পরম ভাগবৎ এই বসুদেবের স্পর্শে সে বিষ অমৃতে পরিণত হবে।

পদ্মা ও উগ্রসেন। কংস!

কংস। ধর ভাই রাজমুকুট! গ্রহণ কর আমার শেষ আশীর্বাদ।

সকলে। শেষ আশীর্বাদ?

কংস। হ্যাঁ শেষ আশীর্বাদ! বড় অভিশপ্ত এই কংস। বড় বিষাক্ত তার জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস। তাই—তাই আমি চাই সর্বস্ব পিছনে ফেলে মুক্তিপথের যাত্রী হতে।

উগ্রসেন। কেন—কেন কংস? কেন তুই নিজেকে অভিশপ্ত বলছিস?

কংস। কেন? ওগো, সে যে আমি বলতে পারছি না। সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা—সমস্ত ভোজবংশের লজ্জা! [শঙ্খনাদ ......একি শঙ্খনাদ। সন্ধ্যা নামছে।

[সহসা দৈববানী হইল।]

দৈববানী। না কংস, শঙ্খনাদ নয়। তোমার মৃত্যু আসছে—দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের রূপে।

সকলে। একি?

কংস। [গম্ভীরকণ্ঠে] কে? কে কথা কইলে?

দৈববানী। তোমার ভাগ্যলিপি, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী—তোমার নিয়তি!

কংস।　　নিয়তি! নিয়তি!
　　　　এত স্পর্ধা তোর!
　　　　আমারে দেখাস ভয়
　　　　অন্তরালে বসি।
　　　　রে নিষ্ঠুরা নিয়তি
　　　　একবার একবার পেলে তোরে
　　　　সম্মুখে আমার—

[তরবারি ধারণ করিল]

সকলে। কংস! কংস!

দেবকী। দাদা—দাদা! [ধরিতে উদ্যত]

কংস। তুই-তুই-তুই আমার নিয়তি!

দেবকী। না দাদা—না। আমি তোমার আদরের বোন দেবকী।

কংস। আদরের বোন—আদরের বোন, হাঃ-হাঃ-হাঃ। না—না না—না, তুই আমার নিয়তি। তোর গর্ভে আসছে কংসের যম। হত্যা হত্যা। [অস্ত্র উত্তোলন]

বসুদেব। তা হয় না যুবরাজ! স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীকে হত্যা করা অত সহজ নয়।

কংস। কিন্তু তুমি তো তাকে রক্ষা করতে পারবে না, না বসুদেব।

উগ্রসেন। কেউ না পারুক—মথুরার রাজা আমি—আমিই রক্ষা করবো আমার কন্যাকে।

কংস। তুমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

উগ্রসেন। হ্যাঁ আমি। সেনাপতি নরক!

নরকের দ্রুত প্রবেশ।

নরক। আদেশ করুন, মহারাজ।

পদ্মা। আদেশ দাও রাজা—আদেশ দাও।

উগ্রসেন। আমার আদেশ—আমার আদেশ—ঐ কংসকে তুমি বন্দী কর।

পদ্মা। বাধা দেয়—বধ কর।

নরক। আপনি অস্ত্র ত্যাগ করুন যুবরাজ।

কংস। কেন?

নরক। রাজাদেশে আপনি বন্দী!

কংস। রাজা? হাঃ-হাঃ-হাঃ! কে রাজা? ঐ বৃদ্ধ দুর্বল উগ্রসেন—না আমার হাতের এই রাজমুকুট?

নরক। নির্জীব মুকুটের চেয়ে সজীব মহারাজই আমার প্রভু!

সশস্ত্র বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। কিন্তু আমার প্রভু ঐ রাজমুকুটের অধিকারী।

সকলে। বিষাদ!

কংস। চমৎকার! চমৎকার! দেখে নাও দেখে নাও, দানব কংস, পিতা-পুত্র, পিতা-পুত্র—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দেবকী। দাদা—দাদা!

কংস। রক্তের ডাক এসেছে দেবকী—রক্তের ডাক এসেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—[দেবকীবধে উদ্যত]

সকলে। কংস।

নরক। সাবধান যুবরাজ! [অস্ত্র উত্তোলন]

বিষাদ। সাবধান পিতা। [অস্ত্র উত্তোলন]

নরক। বিষাদ! স্মরণ রেখো—আমি নরক।

বিষাদ। তুমিও স্মরণ রেখো—আমি নরকসৃষ্ট বিষাদ। [উভয়ে মুখোমুখি দাঁড়াইল]

দেবকী। [সজোরে] থাম!

সকলে। দেবকী!

দেবকী। আমার আর দাদার মাঝে তৃতীয় পক্ষের কথা বলার কোন অধিকার নেই, যাও -স্থান ত্যাগ করো।

বসুদেব, উগ্রসেন ও পদ্মা। দেবকী!

নরক। রাজকুমারী!

দেবকী। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজকুমারী আমি! তাই আমার আদেশ, [illegible] পালন করে স্থান ত্যাগ কর।

পদ্মা। আমার আদেশ, তুমি মহারাজের আদেশ পালন কর।

বিষাদ। আমার মিনতি আপনি অস্ত্র কোষবদ্ধ করুন।

নরক। না। আমার কর্তব্য রাজাদেশ পালন।

কংস। আর আমার কর্তব্য সবাইকে হত্যা করা। বিষাদ আক্রমণ কর, বন্দী কর, সবাইকে বধ কর।

দেবকী। না বিষাদ! দাদার মৃত্যুর কারণ আমি—মরতে আমাকেই দাও। এস দাদা। হত্যা কর—হত্যা কর।

বসুদেব। না কংস। তুমি দেবকীকে মুক্তি দাও।

কংস। অসম্ভব।

বসুদেব। কেন অসম্ভব যুবরাজ? আমি সত্যবাদী—তুমি বিশ্বাস কর?

কংস। পৃথিবীতে তুমি আর মহামাত্য অক্রুর—এই দুইজনকেই আমি শুধু শ্রদ্ধা করি।

বসুদেব। তাহলে দেবকীকে তুমি অব্যাহতি দাও। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—তোমার মৃত্যুর কারণ দেবকীর প্রত্যেকটি সন্তানকে জন্মমাত্র আমি তোমার হাতে তুলে দেব।

সকলে। বসুদেব!

দেবকী। স্বামী!

কংস। ভেবে দেখ বসুদেব, এ তোমার অগ্নিপরীক্ষা।

বসুদেব। শ্রীবিষ্ণুর আশীর্বাদে সে পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হব যুবরাজ।

কংস। ঠিক আছে। বিষাদ!

বিষাদ। আদেশ করুন মহারাজ?

সকলে। মহারাজ?

কংস। হ্যাঁ মহারাজ। আজ থেকে কংসই মথুরার মহারাজ। যাও বিষাদ, বসুদেব দেবকীকে কারাগারে নিয়ে যাও।

সকলে। কারাগারে!

কংস। হ্যাঁ কারাগারে। আজ থেকে বসুদেব দেবকী আমার বন্দী! তবে সসম্মানে সর্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দে!

দেবকী। দাদা!

সকলে। কংস!

নবক। যুবরাজ!

কংস। শুনবো না—শুনবো না, কারো কথা আমি শুনবো না। যে শুনতো সে মানব কংস - নিয়তির অত্যাচারে আজ দানব, রাত্রির অন্ধকারে রক্তলোলুপ রাক্ষস। বেশী বিরক্ত করলে রক্তের খেলা শুরু হয়ে যাবে। যাও—নিয়ে যাও।

বসুদেব। কাউকে নিয়ে যেতে হবে না। আমরা স্বেচ্ছায় কারাগারে প্রবেশ করছি। এস দেবকী।

পদ্মা ও উগ্রসেন। মা!

দেবকী। পায়ের ধূলো দাও কাকা, আশীর্বাদ কর কাকীমা, যেন দাদার জীবন রক্ষায় সাহায্য করে আমার স্বামীর ধর্ম [illegible] অম্লান রাখতে পারি।

পদ্মা ও উগ্রসেন। দেবকী!

দেবকী। [কংসকে] প্রণাম দাদা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার [illegible] মংগল [illegible]। প্রস্থান।

কংস। দেবকী—দেবকী, বোন—

দেবকী। দাদা—দাদা—[বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল]।

কংস। না—না, সরে যা—সরে যা। তুই আমার বোন নোস, তুই আমার নিয়তি—আমার মৃত্যু ! যা যা সরে যা।

[বসুদেব ও দেবকীর প্রস্থান।

উগ্রসেন। দেবকী—মা !

পদ্মা। ওঃ ! বোধন লগ্নেই দেবী বিসর্জন হয়ে গেল !

উগ্রসেন। না—না তা হবেনা। দেবকীকে আমি ফিরিয়ে আনব, ফিরিয়ে আনবো। [গমনোদ্যত]

কংস। দাঁড়ান !

উগ্রসেন। কংস !

কংস। আজ থেকে আপনার কক্ষে আপনি অন্তরীণ হয়ে রইলেন।

পদ্মা ও উগ্রসেন। কংস—

কংস। [illegible] করলে প্রাসাদ থেকে আপনাকেও আমি কারাগারে প্রেরণ করবো।

নরক। তার আগে পিতৃদ্রোহী দানবকে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেব।

[কংসকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত, কিন্তু কংসের সবল অস্ত্রাঘাতে নরকের অস্ত্র ভূপাতিত হইল।]

কংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ। যাও বিষাদ, রাজদ্রোহী নরককে কারাগারে নিয়ে যাও।

বিষাদ। কিন্তু মহারাজ, উনি যে আমার পিতা।

উগ্রসেন। তাতে কি। তোমার রাজা যদি তার পিতাকে

বন্দী করতে পারে, তবে রাজভৃত্য তুমি—তুমি কেন তোমার পিতাকে বন্দী করতে পারবে না ?

কংস। স্মরণ রেখো বিষাদ, এ তোমার রাজভক্তির প্রথম পরীক্ষা।

বিষাদ। [স্বগতঃ] পরীক্ষা! পরীক্ষা! তীর্থ, অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর—[প্রকাশ্যে] চলুন পিতা। আজ পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেই আমার পুত্রধর্ম পালন করে যাব।

নরক। চল! কিন্তু স্মরণ রেখো কংস, আমি মরব, তবু পিতৃদ্রোহী দানবকে রাজা বলে স্বীকার করবো না।

[বিষাদসহ প্রস্থান।

কংস। মরবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ! তা হয় না—তা হয় না নরক। পৃথিবীতে নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই।

অক্রূর প্রবেশ।

অক্রূর। আছে—ধর্মের আদেশ।

উগ্রসেন। মহামাত্য অক্রূর।

পদ্মা। তুমি মহারাজকে রক্ষা কর মহামাত্য।

কংস। না আপনি ধর্মের আদেশ পালন করুন।

অক্রূর। ধর্মের আদেশ ?

কংস। হ্যাঁ ধর্মের আদেশ। দেখতে পাচ্ছেন—আমার মাথায় কি!

অক্রূর। একি, মথুরার রাজমুকুট ?

পদ্মা। হ্যাঁ, রাজমুকুট। চুরি করে এনেছে।

কংস। চুপ! বলুন ধর্মবীর, রাজমুকুটের শক্তি কি ?

অক্রুর। ও যার মাথায় থাকে সেই হয় রাজা।

কংস। তা হ'লে রাজা আমি?

অক্রুর। হ্যাঁ, রাজা তুমি।

পদ্মা। অক্রুর শেষ পর্যন্ত--

কংস। অক্রুরও আমার দলে। তাই হয়—তাই হয় মা। শক্তিমানের বশ সারা পৃথিবী। অতএব হে সত্যবাদী ধর্মসেবী মহামাত্য, আমার আদেশ ঐ বৃদ্ধ উগ্রসেনকে আপনি অন্তরীনের ব্যবস্থা করুন।

অক্রুর। আমি।

কংস। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি মহামাত্য। প্রভুর আদেশ পালন করাই সেবকের ধর্ম।

অক্রুর। বেশ! আমার ধর্ম আমি রাখবো। আসুন মহারাজ।

কংস। মহারাজ উগ্রসেন নয়—আমি।

অক্রুর। অভ্যাসের বশে ভুল হ'য়ে গেছে রাজা! [উগ্রসেনকে] আসুন।

উগ্রসেন। অক্রুর তুমিও--

অক্রুর। কি করবো বলুন। আমি দাস। প্রভুর আদেশেই আমি পথ চলি। আসুন।

উগ্রসেন। চল দেখে আসি—তোমাদের নব্য ব্যবস্থাকে দেখে আসি। এই বৃদ্ধের দীর্ঘশ্বাসে তোমাদের শক্তি-দম্ভের প্রাসাদ চূর্ণ হয়ে যায় কি না? [অক্রুরসহ প্রস্থান।

কংস। এইবার মা তুমি—

পদ্মা। চুপ! তোর মুখে 'মা' ডাক শুনতে আমি ঘৃণা করি!

কংস। আমিও ঘৃণা করি তোমাকে 'মা' বলে ডাকতে।

কিন্তু উপায় নেই। গর্ভে যখন ধরেছ তখন 'মা' বলা ছাড়া উপায় নেই। যাও অন্তপুরে যাও।

পদ্মা। না। আমি স্বামীর কাছেই যাবো।

কংস। স্বামী! হাঃ-হাঃ-হাঃ। সেদিন কোথায় ছিল তোমার স্বামী-ভক্তির বোধ, যে দিন তোমার পাপাচারকে গোপন করেছিলে।

পদ্মা। কংস!

কংস। যাও—যাও, বেরিয়ে যাও।

পদ্মা। যাচ্ছি—যাচ্ছি। পুত্র হয়ে মাতার মর্মবেদনা নারীর মর্যাদা তুই যখন কিছুই বুঝলি না, তখন আমি তোকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, যে কারাগারে তোর পিতাকে ভগ্নিকে প্রেরণ করলি, সেই কারাগারেই আসবে নিয়তিরূপে তোর মৃত্যু। [প্রস্থান।

কংস। নিয়তি—মৃত্যু! হাঃ-হাঃ-হাঃ, তাকে আমি চাই, তাকে আমি চাই।

নর্তকীর বেশে মদ্য পাত্র হস্তে আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। আমি এসেছি মহারাজ।

কংস। এসেছ, একি! চোখে অঞ্জন, অংগে আভরণ, চরণে নূপুর, হাতে মাধবী পাত্র—বাঃ বাঃ। চমৎকার! চমৎকার! এই তো এইতো আমার নিয়তি।

আহুতি। না মহারাজ, আমি আহুতি।

কংস। নিয়তি—আহুতি। আহুতিই নিয়তি। এস এস নারী, কংসের জীবনের নিয়তি তুমি। তোমার মধ্যেই কংসের জীবনের হোক শেষ আহুতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[আহুতিসহ প্রস্থান।

———

ছয় বৎসর পরে

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

কারাগারের একাংশ

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর বন্দী নরকের প্রবেশ।

নরক। আহুতি—আহুতি। কংসের কারাগারে নরকের জীবনাহুতি এই কি আমার ভাগ্যলিপি? ~~আজ ছয় বৎসর আমি বন্দী। অসহ্য নির্যাতনে আমার সমস্ত দেহমন বিষাক্ত হয়েছে।~~ না-না মুক্তি চাই—মুক্তি চাই। এ জঘন্য কারাবাস থেকে আমি মুক্তি চাই।

কারারক্ষীর বেশে বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। কংসকে রাজা বলে স্বীকার কর, সসম্মানে মুক্তি পাবে।

নরক। না-না, করবো না স্বীকার। আমার রাজা উগ্রসেন, কংস কেউ নয়।

বিষাদ। ভারতের রাজন্যবর্গ কংসকে সবাই রাজা বলে স্বীকার করেছেন। উৎপীড়িত মথুরাবাসীরাও তাকে যথারীতি কর দিচ্ছেন। একা তুমি স্বীকার না করলে কি হবে বাবা?

নরক। বিষাদ।

বিষাদ। চেয়ে দেখ তোমার সবল দেহ কি ভাবে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছে।

নরক। সে তোমারই কীর্তি গুণধর পুত্র। তোমার দয়ায় যে সামান্ত কদর্য খাদ্য আমাকে দুবেলা দেওয়া হয় তাতে একটা শিশুর প্রয়োজন মিটতে পারে, কিন্তু সবল ব্যক্তির কাছে তা উপহাসের বস্তু।

বিষাদ। তা আমি জানি বাবা! তাইতো শুধু তোমার প্রৌঢ় দেহই নয়, চেয়ে দেখ বিষাদের যৌবনেও আজ ভাঙন ধরেছে।

নরক। [[illegible]] [illegible]। তুইও তো জীর্ণ শীর্ণ। কিন্তু কেন তোর এত স্বাস্থ্য ভগ্নতা?

বিষাদ। এ তোমারই ভুলের শাস্তি বাবা, ভুলের শাস্তি।

নরক। আমার ভুলে তোর শাস্তি!

বিষাদ। তাইতো হলো বাবা। ভুল করে কারাবরণ করলে তুমি আর শাস্তি হলো আমার।

নরক। বিষাদ!

বিষাদ। রুদ্ধ কক্ষে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে তুমি যতটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছ বাবা, তার দশগুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি আমি দিবা রাত্র বিনিদ্র চোখে তোমার প্রহরায় থেকে।

নরক। বিষাদ!

বিষাদ। যে কদর্য কুৎসিত স্বল্পমাত্র আহার্য তুমি গ্রহণ করেছ ঘৃণাভরে, সেই কদর্য স্বল্পখাদ্য আমি গ্রহণ করেছি পরমানন্দে।

নরক। চমৎকার অভিনয়।

বিষাদ। অভিনয়! না বাবা, না। আমি যত অপদার্থই হই না কেন আমি তোমার পুত্র একথা তো ভুলতে পারি না বাবা। তাই তোমাকে অর্ধাহারে রেখে আমিও পারিনি বাবা রাজভোগ মুখে তুলে দিতে।

নরক। বিষাদ! বিষাদ! ওরে আমার জন্ত তোর বুকে এত মমতা, তা তো আমি জানতাম না বাবা।

বিষাদ। মেঘের বুকে শুধু বজ্রই থাকে না বাবা, জলও থাকে।

নরক। তাহলে আমায় মুক্তি দে বাবা—আমায় মুক্তি দে। চল দুজনে আমরা বহুদূরে পালিয়ে গিয়ে কংসমেধ যজ্ঞের আয়োজন করি।

আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। যজ্ঞের ভূমি কারাগারেই সৃষ্টি হচ্ছে বন্দী। তার জন্য কাউকে আর দূরে যেতে হবে না।

নরক ও বিষাদ। [সবিস্ময়ে] আহুতি!

আহুতি। আহুতির জন্য সমাধিও তৈরী হচ্ছে—বসুদেবের নিহত পুত্রের কংকাল দিয়ে। হবি তৈরী হচ্ছে নির্যাতীত বন্দী সেনাপতি, দেবকী, উগ্রসেন, পদ্মাবতীর চোখের জলে।

নরক। আহুতি!

আহুতি। সুসময় আগত বন্দী—সুসময় আগত।

বিষাদ। সু-সময় যে এসেছে তা তোমাকে দেখেই বুঝতে পাচ্ছি।

আহুতি। কি দেখছ? চোখে কাজল, চরণে নূপুর, অংগে কংসদত্ত আভরণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বিষাদ এই আমার স্বপ্ন ও সাধনার যোগ্য পরিচ্ছদ।

নরক। লজ্জা করে না নারী এমনি করে নিজের কলংকের রূপ অন্যকে দেখাতে?

আহুতি। লজ্জা কেন করবে দয়াময়? তোমার পুত্র যদি

কারাধ্যক্ষের পরিচ্ছদে লজ্জা বোধ না করে—তবে আমিই বা কেন লজ্জিত হবো আমার উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত হতে ?

বিষাদ। ছিঃ আহুতি, ছিঃ। এ তুমি কি করেছ ?

আহুতি। তুমি যা করেছ আমিও তাই করেছি। তীর্থের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তুমি সেজেছ জন্মদাতার ভাগ্য বিধাতা আর আমি সেজেছি তোমাদের প্রভু কংসের ভাগ্য বিধাতৃ।

বিষাদ। আহুতি !

আহুতি। বন্দীবাসে থেকে তুমি দেখেছ পিতার চোখের জল আর কংসের বিলাস মন্দিরে বসে আমি দেখেছি অন্তর্দাহে ক্ষতবিক্ষত কংসের চোখে জমাট রক্তবিন্দু। কারাগারে থেকে তুমি শুনেছ বন্দীর দীর্ঘশ্বাস আর কংসের বুকে কান রেখে আমি শুনেছি মহাকালের পদধ্বনি।

নরক ও বিষাদ। আহুতি—আহুতি।

আহুতি। মুক্তির সময় এসেছে বন্দী, মুক্তির সময় এসেছে। তাই আমি এসেছি, তোমার মুক্তির আদেশ বহন করে।

নরক। আমার মুক্তি ?

আহুতি। হ্যাঁ বন্দী! এই তোমার মুক্তির আদেশপত্র।

বিষাদ। [পত্র লইয়া] সত্যই তো মুক্তির আদেশ পিতা।

নরক। দেখি দেখি [দেখিয়া] আঃ। দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে আমি মুক্তির আলোক দেখতে পাবো। মুক্তির আলোক দেখতে পাবো। কি আনন্দ! কি আনন্দ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিষাদ। বাবা! বাবা!

নরক। কিন্তু মুক্তি নিয়ে আমি কি করবো? আমি কি করবো ?

আহুতি। যদি দুর্বুদ্ধি জাগে প্রকাশ্যে কংসের শত্রুতা করো—আর যদি সুবুদ্ধি হয় তবে কংসের ধ্বংসকামী সাধক তোমার ঐ পুত্রের অনুসরণ করো, পুত্রের অনুসরণ করো।

[প্রস্থান।

নরক। বিষাদ!

বিষাদ। এসো বাবা—আমার সংগে এসো। বসুদেব তার ছয় ছয়টা পুত্রকে যার উপব বিশ্বাস রেখে কংসের হাতে হাসিমুখে তুলে দিয়েছে—আমরাও কংসের পাশে থেকে সেই অনাগত মহাকালের আসার পথ সুগম করে দিই।

নরক। তাই চল—তাই চল বিষাদ। তোর পার্শ্বে থেকে তোরই মত কংসের মিত্র সেজে আমরা তার মারণ মন্ত্র উচ্চারণ করি। নীরব ভাষায় সমকণ্ঠে আমরা চিৎকাব করে বলি—'মহাকাল আগচ্ছ', 'মহাকাল আগচ্ছ', 'মহাকাল আগচ্ছ'।

[বিষাদও উহা আবৃত্তি করিল। উভয়ের প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

কারাগারের অপরাংশ

গীতকণ্ঠে অক্রূরের প্রবেশ।

অক্রূর।—

গীত

মহাকাল জাগে—জাগে জাগে মহাকাল।
ভক্তের আঁখিনীরে
টলিছে আসন ধীরে
জাগে নারায়ণ মহাকাল হয়ে বাজে বিষাণ ভয়াল।

দেবকীর দগ্ধ বেদীতে
ধ্বংসানল জ্বালাতে
সমিধ যোগাল তনয়েরা তার দানিয়া নিজ কংকাল॥
জাগে জাগে জাগে মহাকাল।

বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। এ'কি! মহামতি অক্রুর!

অক্রুর। পাপমতি অক্রুর—বসুদেব—পাপমতি অক্রুর। তাই তো এমন নির্বিচারে সমস্ত পাপাদেশ পালন করে যাচ্ছি।

বসুদেব। না মহামাত্য; আপনি কর্মযোগী সাধক শ্রীবিষ্ণুর একান্ত-নির্ভর সেবক। আপনার কার্যকারণের বিচার সাধারণ দৃষ্টিভংগী দ্বারা চলে না।

অক্রুর। তাই বুঝি তোমার সোনার চাঁদের মত ছয়ছয়টি সন্তানকে কংসের হাতে পৈশাচিক ভাবে নিহত হতে দেখেছি। একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও করতে পারিনি।

বসুদেব। দুঃখ কি বৈষ্ণব প্রধান। এ সবই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছা, তাঁরই আসার প্রস্তুতি।

অক্রুর। তা হলে দাও বসুদেব—তোমার সপ্তম পুত্রের জন্ম সংবাদ আমাকে দাও। আমি তা বহন করে মহারাজকে জ্ঞাত করে আসি।

বসুদেব। সপ্তম পুত্র তো ভূমিষ্ঠ হয়নি মহামাত্য।

অক্রুর। সে কি!

দেবকীর প্রবেশ।

দেবকী। অতি অদ্ভুত ঘটনা। দশমাস দশদিন আমার গর্ভে

থেকে তিল তিল করে রক্তপান করেও সে আর ভূমিষ্ঠ হলো না দেব।

অক্রূর। আশ্চর্য হয়ো না বসুদেব। বুঝলাম—পুত্রশোকের জ্বালা ভগবান তোমাদের আর দিতে রাজী নন। তাই হয়তো অচিন্ত্য উপায়ে সপ্তম গর্ভ ব্যর্থ করে এবার তিনি নিজে আসছেন তোমাদের পুত্র হয়ে

দেবকী ও বসুদেব। মহামাত্য!

অক্রূর। আনন্দ কর বসুদেব—উৎসব কর দেবকী। ভগবান আসছেন—ভগবান আসছেন।

[প্রস্থান।

বসুদেব। চল দেবকী, আমরা ভগবানের নামগান করিগে।

বকাসুরের প্রবেশ।

বকাসুর। ও ভগবানের নাম করে কি হবে যদুনায়ক, যে যাবে তাকে আর ভগবানের নাম করে ফেরানো যাবে না।

দেবকী ও বসুদেব। বকাসুর তুমি?

বকাসুর। কি করবো দিদিরাজমশাই! আমার কাজই যে তোমাদের সন্তানকে কংসের হাতে দিয়ে দেওয়া।

দেবকী। বকাসুর!

বকাসুর। দাও—দাও, তোমাদের সন্তানকে শীঘ্র আমার হাতে দাও।

বসুদেব। আমার সপ্তম সন্তান তো ভূমিষ্ঠ হয়নি প্রহরী!

বকাসুর। তুমি কি আমাকে শিশু পেয়েছ বসুদেব—যে তোমার ভাঁওতাতে আমি ভুলে যাব?

দেবকী। প্রহরী!

বকাসুর। আরে বাবা! এ কি কর্পূর যে হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে? দাও দাও—শীঘ্র দাও। ওসব চালাকী আমার কাছে চলবে না।

বসুদেব। সত্যি দেবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি, আর হবেও না।

বকাসুর। প্রভু কি আমাকে রূপকথা শোনাতে চান?

দেবকী। বিশ্বাস কর প্রহরী। আমার স্বামী সত্যবাদী, জীবনে কোনদিন মিথ্যা বলেন না।

বকাসুর। সে তো আমিও জানি, কিন্তু একথা তো মহারাজ বিশ্বাস করবেন না। হয়তো এ সংবাদ শুনে ঘ্যাচাং করে আমার মাথাটা ধর থেকে নামিয়ে দেবেন।

দেবকী। আমরা আর কি করতে পারি বল?

বকাসুর। তুমি আর কি করবে দিদিঠাকুরুণ! তুমি ত না বিয়িয়েই খালাস, কিন্তু এদিকে আমার যায় প্রাণ।

বসুদেব। আমি নিরুপায় ভাই।

বকাসুর। এ সব নিরুপায়-টিরুপায় চলবে না। তোমাকেও আমার সংগে যেতে হবে।

বসুদেব। আমি?

বকাসুর। হ্যাঁ, তুমি নিজে তাকে ব্যাপারটা বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বলবে—যাতে গরীবের প্রাণটা বেঘোরে-ই মারা না পড়ে।

বসুদেব। বেশ চল।

দেবকী। না-না তুমি যেতে পাবে না, তোমাকে যেতে আমি দেবো না।

বসুদেব। দেবকী!

দেবকী। ওগো তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, আমার দাদা আজ রক্তের নেশায় উন্মত্ত। সে হয়তো তোমার কথা বিশ্বাস না করে তোমাকে তোমাকে—

বসুদেব। চুপ কর দেবকী। এত অধৈর্য হয়ো না।

দেবকী। অধৈর্য! ছয় ছয়টি সন্তানকে আমি নির্বিবাদে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তাদের শোকে আমার হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তবু আমি তোমার মুখ চেয়েই বুক বেঁধেই ছিলাম। আজ তুমি তুমি—তুমিও আমায় ছেড়ে যেতে চাও?

বসুদেব। যেতে আমাকে হবেই দেবকী। কর্তব্যের ডাক এসেছে।

দেবকী। যেতে হবে—যেতে হবে! নিষ্ঠুর, আমার চোখের জলের চেয়েও তোমার কর্তব্যের ডাক আজ বড় হয়ে গেল।

বসুদেব। হ্যাঁ দেবকী, কর্তব্যের সেবক আমি। তোমার চোখের জলের চেয়েও ঐ নিরপরাধ ভৃত্যের জীবন আমার কাছে অনেক মূল্যবান।

[বকাসুর সহ প্রস্থান।

দেবকী। চলে গেল, চলে গেল। আমার চোখের জল, বুকভরা ভালবাসা, সহস্র কাকুতি উপেক্ষা করেও পাষাণ আমার চলে গেল। যাক্ যাক্, সবাই যাক, কাউকে আমি চাই না। আজ থেকে শুধু আমি প্রাণভরে বলব, মহাকাল জাগ্রহি—মহাকাল জাগ্রহি।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রমোদ ভবন

[একটি নর্তকী নৃত্য করিতেছে।]

চাবুক হস্তে সুরাপানোন্মত্ত কংসের প্রবেশ।

কংস। [নর্তকীকে চাবুক মারিয়া] না না, এ নাচ নয়—এ নাচ নয়। আমি চাই এমন নাচ, যে নাচে ঝিমিয়ে পড়া কংস আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। যা, দূর হয়ে যা।

[নর্তকীর প্রস্থান।

সহসা উগ্রসেন ও পদ্মাবতীর প্রবেশ।

উগ্রসেন। বাঃ! চমৎকার! চমৎকার! সুরার স্রোতে নর্তকীর নৃত্যগীত চমৎকার!

কংস। পিতা!

পদ্মা। ও সম্বোধন তোমার মুখে শোভা পায় না কংস।

কংস। ঠিক—ঠিক বলেছ দেবী। মহারাজ উগ্রসেনকে পিতৃ সম্বোধন করা আর আমার চলে না। কিন্তু তোমরা এখানে কেন? কে দিল তোমাদের এখানে প্রবেশের অধিকার?

আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। আমি দিয়েছি মহারাজ।

কংস। তুমি? তোমাকে কে দিল এই অধিকার?

আহুতি। অধিকার দিয়েছে আমার রাজসেবা—আপনার স্নেহ।

কংস। স্নেহ? কংসের বুকে স্নেহ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

আহুতি। হ্যাঁ—হ্যাঁ স্নেহ, কংসের বুকে স্নেহ! অনন্ত অসীম অফুরন্ত। সেই উদ্দাম স্নেহ-স্রোত সহজভাবে বাইরে আসতে না পেরে হয়ে উঠেছে ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, মদমত্ত।

কংস। চুপ কর নারী, চুপ কর। একথা শুনলে কংসকে লোকে দুর্বল মনে করবে—সমস্ত পৃথিবী খল খল করে হেসে উঠবে।

আহুতি। উঠুক! আমরা তাতে ভয় করি না।

সকলে। আহুতি!

আহুতি। তাই আপনার দর্শনের জন্য মহারাজ মহারাণীর মনে তীব্র আকুলতা দেখে এদের আমি প্রবেশাধিকার দিয়েছি।

কংস। আহুতি।

আহুতি। যদি অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করুন।

কংস। না—না অপরাধ তুমি করনি। তুমি যা কর তাই সুন্দর। দেবকীর পুত্রদের হত্যা করতে গিয়ে যখনই আমার হাত কেঁপে উঠেছে, বুকে স্নেহ জেগে উঠেছে—তখনই তুমি দিয়েছ উত্তেজনা, দিয়েছ প্রেরণা। ওগো সর্বনাশা বান্ধবী, তোমার সব সুন্দর—সব সুন্দর।

আহুতি। মহারাজ।

কংস। এখন যাও। এদের সংগে একটু মুখোমুখি সাক্ষাৎ করতে দাও।

আহুতি। যথাদেশ মহারাজ। [স্বগত] কংস, তোমার ধ্বংসের পথ আরো একটু সুগম করে গেলাম।

[প্রস্থান।

কংস। বলুন মহারাজ, কি জন্তে আমার দর্শন চেয়েছেন?

উগ্রসেন। আমরা তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাই।

কংস। কিন্তু রাজচক্রবর্তী কংস তো কাউকে কৈফিয়ৎ দেয় না মহারাজ।

উগ্রসেন। রাজচক্রবর্তী তুমি নও, তুমি দস্যু!

কংস। কিন্তু কে করেছে আমায় দস্যু, তা জানেন?

উগ্রসেন। কে করেছে?

কংস। সে কথা শুনলে—আপনার প্রশ্নের উদ্যত অস্ত্র লজ্জায়, ঘৃণায় আপনার বুকেই বিঁধে যাবে।

উগ্রসেন। না—না এত দুর্বল আমি নই। বল, কেন তুমি দস্যু? কেন তুমি নরককে কারারুদ্ধ করেছ? কোন প্রাণে তুমি দেবকীর ছটি পুত্রকে পাথরে আছড়ে মেরেছ? তুমি কি দানব?

কংস। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দানব—আমি দানব!

পদ্মা। কংস।

কংস। বলবো বলবো মা, কেন আমি দানব? কেন আমার বুকে এই রক্তের তৃষ্ণা?

উগ্রসেন। বল—বল।

পদ্মা। না—না, বলো না বলো না। ওগো চল, আমরা ফিরে যাই। আমরা ফিরে যাই।

কংস। আসা যত সহজ, যাওয়া তত সহজ নয় দেবী।

পদ্মা। তুমি কি আমাদের জোর করে আটকে রাখতে চাও?

কংস। পিতাকে মায়ের সংগে যে বন্দী করতে পারে, ভগ্নি-পুত্রদের যে পাথরে পৈশাচিক উল্লাসে আছড়ে মারতে পারে, তার কাছে কিছুই অসম্ভব নয় দেবী।

উগ্রসেন। তুমি পিশাচ—জহ্লাদ—মূর্তিমান অসুর।

কংস। এ অসুরও আপনাদেরই সৃষ্ট মহাপ্রভু। অন্ধ আপনি, তাই এতবড় সত্য আপনার সম্মুখে থাকতে আপনি তাকে দেখতে পারেননি।

উগ্রসেন। কি সে সত্য?

কংস। সে সত্য—সে সত্য আমার জন্ম-রহস্য।

পদ্মা। তুমি থাম, থাম দস্যু।

কংস। না দেবী, আর থামা চলে না। সারা জগৎ আমাকেই শুধু জেনে যাবে—আমি অত্যাচারী, আমি ঘাতক, আমি দানব, আর তোমাদের গায়ে একফোঁটা কালির আঁচড় পড়বে না—এ আর আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না।

উগ্রসেন। কংস।

কংস। শোন অন্ধ! যাকে তুমি তোমার পুত্রবলে এতদিন জেনে এসেছ সে কংস তোমার পুত্র নয়—তার জন্মদাতা, দ্রুমিল দৈত্য!

পদ্মা ও উগ্রসেন। কংস।

কংস। তোমার সতীসাধ্বী পত্নীর গর্ভে দৈত্যপতি দ্রুমিলের ঔরসেই বিশ্বত্রাস এই দানবের সৃষ্টি।

উগ্রসেন। তবে রে মিথ্যাবাদী শয়তান। আজ তোকে—
[গুপ্ত ছুরিকা লইয়া আঘাতে উদ্যত]

কংস। [নতজানু হইয়া] মার-মার-মার। তোমার ঐ স্নেহময় হস্ত দিয়ে তুমি আমাকে হত্যা কর পিতা। এত জ্বালা, এত দুঃসহ বেদনা আমি আর সইতে পাচ্ছি না।

উগ্রসেন। কংস!

কংস। ভোজ বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েও সর্বগুণে

গুণবান হয়েও আজ আমি জগতের বুকে ঘৃণ্য মহাতংক দানব, সর্বঘৃণ্য জারজ! ওঃ পিতা, এর চেয়ে মৃত্যু অনেক—অনেক শান্তির।

উগ্রসেন। একথা—একথা সত্য পদ্মা।

পদ্মা। সত্য! সত্যই তোমার বেশ ধারণ করে দ্রুমিল আমাকে প্রতারিত করে গেছে মহারাজ।

উগ্রসেন। একথা—একথা এতদিন আমায় বলনি কেন?

পদ্মা। লজ্জায়-ঘৃণায়!

উগ্রসেন। লজ্জা-ঘৃণা! অসতী নারী। [ক্রোধে গলা টিপিয়া ধরিল]

দ্রুমিলের প্রবেশ।

দ্রুমিল। থাম।

উভয়ে। কে?

দ্রুমিল। আমি দৈত্যপতি দ্রুমিলের প্রেতাত্মা।

উগ্রসেন। কি বলতে চাও তুমি?

দ্রুমিল। বলতে চাই, তোমার স্ত্রী সতীসাধ্বী ফুলের মত পবিত্র। মায়া বিদ্যাবলে তোমার রূপ ধারণ করে আমি ওকে প্রতারিত করেছিলাম।

সকলে। দ্রুমিল!

দ্রুমিল। যত পাপ সব আমার, তাই পাপের ফলে আজ প্রেতযোনি ধারণ করে দুঃসহ জ্বালা ভোগ করছি। যদি পার আমার মুক্তির ব্যবস্থা কর। আর তোমার স্ত্রীকে অকুণ্ঠিত ভাবে গ্রহণ কর। [প্রস্থান।

উগ্রসেন। বাঃ—বাঃ—বাঃ। চমৎকার! চমৎকার। কংস, আজ তোমারই জয়, আমরা পরাজিত—আমরা পরাজিত। [গমনোদ্যত]

কংস। পিতা!

উগ্রসেন। না-না, আর পিতা নয়, আমি তোর শত্রু, মহাশত্রু। ওরে ভাগ্য বিড়ম্বিত হতভাগ্য, আমি তোকে আশীর্বাদ করে যাই, তোর এই অন্তর জ্বালা শ্রীবিষ্ণু যেন নিবারণ করে দেন।

[প্রস্থান।

পদ্মা। কিন্তু আমি তোমায় অভিশাপ দেব কংস।

কংস। অভিশাপ!

পদ্মা। হ্যাঁ অভিশাপ। সরলপ্রাণ স্নেহময় মহারাজকে ইচ্ছা করে যে নির্মম আঘাত তুমি আজ দিলে, তার দীর্ঘশ্বাসে তোমার জীবন যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। মহাকাল যেন অচিরেই তোমার নির্মম শাস্তি বিধান করতে মর্তে অবতীর্ণ হন।

[প্রস্থান।

কংস। অভিশাপ নয় মা—অভিশাপ নয়, এ আমার আশীর্বাদ। যে মহাকালের আবির্ভাবের জন্য আমি এই মারণযজ্ঞের উদ্বোধন করেছি। তোমার আশীর্বাদে সে যেন কালাবলম্ব না করে এই মর্তভূমে আবির্ভূত হন।

মহামাত্য অক্রুরের প্রবেশ।

অক্রুর। কিন্তু মহারাজ, দেবকীর সপ্তম পুত্র ভূমিতে আবির্ভূত না হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে।

কংস। এও কি সম্ভব মহামাত্য?

অক্রুর। আমি এইরূপই জ্ঞাত আছি মহারাজ।

কংস। আচ্ছা, আপনি আসুন! [অক্রূরের প্রস্থান]...কিন্তু প্রহরী বকাসুর কোথায়?

বসুদেব সহ বকাসুরের প্রবেশ।

বকাসুর। বকসুরের কোন দোষ সেই মহারাজ। সত্যই দেবী দেবকীর সপ্তম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি।

কংস। চুপ! বল, এই বসুদেবের কাছ থেকে কত উৎকোচ তুমি গ্রহণ করেছ?

বকাসুর। উৎকোচ!

কংস। হ্যাঁ হ্যাঁ, উৎকোচ! পুত্র রক্ষার পুরস্কার।

বকাসুর। দোহাই মহারাজ, আমি কিছু জানি না।

কংস। চুপ! কে আছিস। কারাধ্যক্ষ বিষাদ, সেনাপতি নরক।

বসুদেব। নরক?

কংস। হ্যাঁ নরক। আমার আনুগত্য স্বীকার করায় আমি আবার তাকে সসম্মানে পূর্বপদে নিয়োগ করেছি।

যুবক বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। আদেশ করুন মহারাজ!

কংস। আদেশ? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার আদেশ—আজ থেকে বসুদেব দেবকীর বন্দী নিবাসের সদাজাগ্রত প্রহরী হবে তুমি।

বিষাদ। কিন্তু বকাসুর—

কংস। বকাসুর বিশ্বাসঘাতক।

বকাসুর। না—না।

কংস। চুপ।

বসুদেব। বিশ্বাস কর কংস, জীবনে আমি কোনদিন মিথ্যা বলিনি—আজও বলবো না। এই বকাসুর নিরপরাধ।

কংস। না-না, কারো কথা আমি বিশ্বাস করবো না। পূর্ণ দশমাসের সর্বলক্ষণ যার সর্বাংগে আমি নিজে দেখে এসেছি তার সম্বন্ধে এই রূপকথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

বসুদেব। যুবরাজ।

কংস। যাও বিষাদ, বসুদেবকে নিয়ে যাও। আজ থেকে ওদের শৃঙ্খলিত করে রেখে তুমি সতর্ক প্রহরা থাকবে। যাও—

বিষাদ। যাচ্ছি মহারাজ! [স্বগতঃ] এতদিনে মনস্কামনা পূর্ণ। [প্রকাশ্যে] আসুন।

বসুদেব। চল। যাবার আগে শ্রীবিষ্ণুর কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করে যাই, তিনি যেন তোমায় সুমতি দেন।

[প্রস্থান।

কংস। সুমতি! সুমতি! কংসের সুমতি—কল্যাণের পথে নয় মূর্খ, অকল্যাণ অশুভ সৃষ্টিতে।

নরকের প্রবেশ।

নরক। আমার প্রতি কি আদেশ মহারাজ?

কংস। তুমি স্বেচ্ছায় আমার আনুগত্য স্বীকার করেছ। আশা করি তার মর্যাদা তুমি রাখবে নরক।

নরক। আমি প্রতিজ্ঞা করছি মহারাজ, আজ থেকে আপনার আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করে যাবো।

কংস। তা হলে শোন—এই মূর্খ বিশ্বাসঘাতককে কারাগারে

নিয়ে তুমি বেশ করে বুঝিয়ে দেবে মানব কংসকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু দানব কংসকে কেউ কোনদিন ফাঁকি দিতে পারে না। [গমনোদ্যত]

বকাসুর। দোহাই মহারাজ, রক্ষা করুন—মুক্তি দিন।

কংস। মুক্তি! আসছে আসছে বকাসুর। তোমাদের সম্মিলিত চোখের জলে, পিতামাতার অভিশাপে, দেবকী বসুদেবের জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাসে—নূতনরূপে নূতনবেশে মুক্তি আসছে এই তাপদগ্ধ ধরিত্রীর বুকে।

[প্রস্থান।

নরক। তুমি কে? কে তুমি কংস। তোমার কথা তোমার কণ্ঠ আমাকে যে ভাবিয়ে দিলে—তুমি মানব না অমানব!

বকাসুর। অমানব দয়াময়—অমানব।

নরক। বক।

বকাসুর। নইলে কি বাপ-মাকে বৈকুণ্ঠে সুখে পাঠায়? না ভগ্নি-পুত্রের কচি মাথাগুলো চিবিয়ে খায়?

নরক। চুপ কর বাচাল। আয়, চলে আয়।

বকাসুর। না না, আমাকে ছেড়ে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন দয়াময়।

নরক। তা হয় না বকাসুর। আজীবন কারাবাস তোমাকে করতেই হবে।

বকাসুর। ওরে বাপরে বাপ। আ—জী—ব—ন কারাবাস! ওরে বাবা, তাতে যে আমি মরে ভূত হয়ে যাবো দয়াময়।

নরক। উপায় নেই।

বকাসুর। উপায় নেই। বলেন কি দয়াময়? আপনি একটু

চক্ষু বুজে মুখটা ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ান, আর আমি চোঁ চাঁ দৌড়ে একেবারে পগার পার। [পলায়নোদ্যত]

নরক। [ধরিয়া ফেলিল] তা হয় না বকাসুর!

বকাসুর। ওরে বাবা! ~~ও যে একেবারে কাপড়ে-চোপড়ে~~।

নরক। ~~বকাসুর~~।

বকাসুর। গেছিরে বাবা, গেছি। কি করি—কি করি। না, এবার বকাসুরের পতন ও মূর্ছা। [ভূমিতে পড়িয়া মূর্ছার ভান]

নরক। মূর্ছার ভান করে কোন লাভ হবে না বক। মরে গেলেও আমি ~~তোমাকে টেনে~~ কারাগারে নিয়ে যাবো।

বকাসুর। [উঠিয়া] ওরে বাবা! দয়াময় বলে কি গো? মরেও নিস্তার নেই?

নরক। না! মরেও নিস্তার নেই। ধ্বংসের যে অগ্নিশিখা আজ মথুরার ঘরে ঘরে জেগে উঠেছে—একটা বিরাট আহুতি না দিলে সে আগুনের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই।

বকাসুর। ঐ দেখুন দয়াময়, কি ভীষণ ঝড় উঠেছে।

নরক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঝড় উঠেছে। ঐ ঝড়ের মধ্যেই এগিয়ে আসছে পৃথিবীর শান্তিদাতা মহাকাল—চলে আয়।

[বকাসুরকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগার

গীতকণ্ঠে প্রেত ক্রমিলের প্রবেশ।

ক্রমিল।—

গীত

আয় ঝড়   আয় ঝড়।
আয়রে আয়রে ঝড়
ছড়াইয়া জটাজাল   জাগাইয়া মহাকাল
ঘুম আন রজনীর চোখে
সৃষ্টির বেদনা দেবকীর বুকে
মুক্তির দেবতা টেনে আন সুখে
কাঁপাইয়া ধরা থর থর থর॥

চাবি হস্তে দ্রুত বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। ওঃ। কি ভয়ংকর ঝড়। দেবী দেবকী সৃষ্টি-বেদনায় কাতর! কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি। অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন। তার মাঝে এই ভয়ংকর ঝড়! এ কিসের সূচনা?

ক্রমিল। মুক্তির দেবতা আসছেন, তারই সূচনা।

[প্রস্থান।

বিষাদ। অদ্ভুত! অপূর্ব ঘটনা।

দ্রুত বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। সত্যাই অদ্ভুত বিষাদ! এই অষ্টম গর্ভের মত এত

অধিকক্ষণ স্থায়ী সৃষ্টির বেদনা দেবকীকে আর কখনও সহ্য করতে হয়নি।

বিষাদ। মহৎ সৃষ্টি মহাবেদনাতেই হয়। অধৈর্য হয়ো না, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দেবে।

বসুদেব। আর নিষ্ঠুর ঘাতক তুমি তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে।

বিষাদ। মৃত্যু নয় বসুদেব, এবার আসছে জীবন। ধীর স্থির ভাবে পদক্ষেপ কর। স্মরণ রেখো, বিষাদ তোমার শত্রু নয় বন্ধু।

[প্রস্থান।

বসুদেব। বন্ধু! কে বন্ধু—কে শত্রু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। হায় হতভাগ্য, আমার ঘরে যে আসছে সেও ঠিক আমারই মত বুঝতে পাচ্ছে না আমরা তার মিত্র নই—শত্রু। না-না, ওগো অনাগত সন্তান তুমি এসো না, এসো না।

সহসা চতুর্ভুজ নারায়ণের আবির্ভাব।

নারায়ণ। আমাকে যে আসতেই হবে বসুদেব।

বসুদেব। কে? কে তুমি? এত তীব্র জ্যোতিঃ আমি যে সহ্য করতে পাচ্ছি না। তেজ সংবরণ করে আমার সম্মুখে তুমি প্রকট হও, ~~প্রকট হও~~।

নারায়ণ। তেজ সংবরণ করেছি। এবার দেখ সম্মুখে তোমার ইষ্টমূর্তি নারায়ণ।

বসুদেব। নারায়ণ? তুমি! ওগো ভকতবৎসল, এতদিনে—এতদিনে তোমার কৃপা হলো?

নারায়ণ। কৃপা বহু পূর্বেই করেছি। মাতা দেবকীর সপ্তম

গর্ভে মহাবিষ্ণুর অবতার হয়ে আমিই এসেছিলাম বলরাম রূপে। আমারি ইচ্ছায় আকর্ষিত হয়ে—সে সৃষ্টি চলে গেছে তোমার প্রথমা পত্নী গোকুলে দেবী রোহিনীর গর্ভে।

বসুদেব। নারায়ণ!

নারায়ণ। এবার পূর্ণ হয়ে আমার আসার লগ্ন এসেছে বসুদেব। অনেক কেঁদেছ তোমরা, অনেক কেঁদেছে জগৎ। তাই কংসারি হয়ে আমি তোমার অষ্টম গর্ভজাত পুত্ররূপে মাতা দেবকীর কোলে এসেছি।

বসুদেব। তুমি আমাকে পুত্ররূপে কৃপা করবে?

নারায়ণ। করবো নয়, করেছি। এবার যাও, নবজাত শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলে চলে যাও। নন্দালয়ে গিয়ে দেখবে দেবী যশোমতীর একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সেখানে আমাকে রেখে সেই কন্যাকে তুমি এনে দেবে কংসের হাতে।

বসুদেব। দুস্তর যমুনা, অন্ধকার রজনী, ঝড়মগ্না প্রকৃতি; এতদূর পথ আমি কি করে লোকচক্ষুর অগোচরে যাবো আসবো প্রভু?

নারায়ণ। আমার ইচ্ছায় গতি হবে তোমার বায়ুসম, পথ দেখাবেন শিবারূপে স্বয়ং মহাশক্তি, যমুনা হবে স্বল্পতোয়া, নিদ্রাচ্ছন্ন হবে সমস্ত জগৎ। ঝড় থাকতে থাকতেই ফিরে আসতে পারবে তুমি এই পাষাণ কারাগারে।

বসুদেব। নারায়ণ! জগৎতারণ! দীনের প্রণাম গ্রহণ কর। [স্তব]

হরে মুরারে মধু কৈটভহারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

যজ্ঞেস নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষঃ।

[বসুদেবের প্রণাম ও নারায়ণের অন্তর্ধান।] একি, বিষ্ণু অন্তর্হিত! না না, তাঁর ইংগিত আমি পেয়েছি—আর বিলম্ব নয়। নারায়ণ—নারায়ণ!

[বসুদেবের প্রস্থান ও ক্ষণপরে শিশু কৃষ্ণ বুকে
পুনরায় প্রবেশ করিল।]

বসুদেব। এইতো—এইতো সেই নবজাত শিশু! কি সুন্দর হাসি। যেন হাজার হাজার চাঁদ একসংগে পৃথিবীতে উদয় হয়েছে। না—না, দেরী নয়, যেতে হবে—যেতে হবে। কিন্তু কারাদ্বার? সে কি করে মুক্ত হবে?

চাবি লইয়া বিষাদের পুনঃ প্রবেশ।

বিষাদ। কারাদ্বার মুক্ত করে দিয়েছি। তুমি যাও—তুমি যাও।

বসুদেব। বিষাদ!

বিষাদ। আঃ! কি দুর্নিবার ঘুম। সবাই ঘুমিয়েছে। শুধু ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রভাবে কোনমতে আমিই সচেতন আছি। কিন্তু আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না। তুমি যাও—তুমি যাও! [ঘুমে ঢুলিতে লাগিল]

বসুদেব। প্রভুর ইচ্ছায় কি আশ্চর্য যোগাযোগ! কংসের বিশ্বস্ত কারারক্ষী আজ আমার পক্ষে! মনে হয়—মনে হয় প্রভুর ইচ্ছায় আমি কৃতকার্য হবো। গোকুল! গোকুল! গোকুল!

[শিশুকৃষ্ণ সহ প্রস্থান।

বিষাদ। গোকুল! গোকুল! বলদর্পী কংস, স্বেচ্ছায় তোমার মৃত্যুবাণ [চাবি দেখাইয়া] আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে, আমি তার সদ্ব্যবহার করেছি মাত্র।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

গোকুল

ভীতাত্রস্তা গোপরমণীদের প্রবেশ।

১মা রমণী। ও মা! কি সর্বনাশ! এ যে ভয়ানক ঝড় শুরু হয়ে গেল।

২য়া রমণী। তাইতো! আঁতুড় ঘরে নন্দরাণী প্রসব ব্যথায় কাতর, আর এমন সময় প্রবল ঝড়।

মহারাজ নন্দের প্রবেশ।

নন্দ। তাই তো, কি করি—কি করি! বাড়ীতে এমন বিপদ, তার উপর এমন ঝড়। যাও মা, তোমরা সব ভিতরে যাও।

১মা রমণী। চল চল, তাই চল। দেখতে পাচ্ছিস না কেমন ঘুমে দুচোখ জড়িয়ে আসছে।

[রমণীদের প্রস্থান।

নন্দ। [হাই তুলিয়া] তাইতো, বাড়ীতে এত বিপদ, অথচ আমার চোখেও ঘুমের বান। যাই—ঘুমুই গিয়ে। [প্রস্থান।

কন্যাকোলে বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। কার্য শেষ। নন্দালয়ে সবাই ঘুমন্ত। সেই সুযোগে অচেতন যশোমতীর পাশে আমার কৃষ্ণকে রেখে তার কন্যাকে বদল করে নিয়ে এসেছি। জানিনা এই অদ্ভুত খেলার পরিণাম কি? না না, ভাববো না—ভাববো না। শ্রীবিষ্ণুর সেবক আমি, তার ইংগিতে এসেছি-তার ইংগিতেই চলে যাবো।

[প্রস্থান।

নন্দের পুনঃ প্রবেশ।

নন্দ। ওঃ! হঠাৎ যেমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তেমনি আবার জেগে উঠলাম। [নেপথ্যে উলুধ্বনি] উলুধ্বনি—উলুধ্বনি! ওরে আমায় সংবাদ দে—সংবাদ দে, আমার ঘরে কে এলো?

রমনীগণের পুনঃ প্রবেশ।

২য়া রমনী। তোমার ঘরে কৃষ্ণ এসেছে গো, কৃষ্ণ এসেছে।

নন্দ। কৃষ্ণ কি গো মা?

১মা রমনী। হ্যাঁ গো কৃষ্ণ। তোমার ছেলের গায়ের রং নবঘন মেঘের মত, তাই ওকে আমরা কৃষ্ণ বলেই ডাকলাম।

নন্দ। আমার ছেলে কালো হলো!

২য়া রমনী। কালো হলে কি হবে। দেখে এসো কালো রূপে তোমার ঘর আলো হয়ে গেছে। এমন রূপ মানুষের হয় না। এমন রূপ মানুষের হয় না। মনে হয় দেবতা এসেছে, দেবতা এসেছে।

নন্দ। তাহলে আমি যাই—আমি যাই, আমার কৃষ্ণকে একবার দেখে আসি।

১মা রমনী। কিন্তু আমাদের মিষ্টি মুখ?

নন্দ। হবে হবে! আজ থেকে সাতদিন নন্দালয়ে জন্মোৎসব হবে। ননী, মাখন ছানা, দুধ দই, ক্ষীর, পায়েস কত খাবে? আমি সব যোগাড় করে দেব। এখন তোমরা আনন্দ কর। আমি কৃষ্ণকে দেখে আসি।

[প্রস্থান।

২য়া রমনী। আয় ভাই আয়, আমরা উৎসব সুরু করে দিই।

রমনীগণ।—

গীত

সকল আশা সফল করে,
কৃষ্ণ এলো ঘরে লো সই, কৃষ্ণ এলো ঘরে॥
তার রূপের নেইক শেষ,
তার নব মেঘের কেশ,
হাসলে মানিক কাঁদলে মুকতো পড়ে অঝোর ঝরে॥
তার মুখে চাঁদের হাসি,
কণ্ঠে যেন বাজে বাঁশী,
কৃষ্ণ এলো চোখ জুড়ালো এলো বহু দিন পরে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কারাগার

কন্যাকোলে অগ্রে দেবকী ও পশ্চাতে বসুদেবের প্রবেশ।

বসু। শোন—শোন দেবকী!

দেবকী। না না, শুনবো না—শুনবো না তোমার কথা। আমার নাড়ীছেঁড়া ধন এই কন্যাকে কিছুতেই তোমার হাতে তুলে দেব না।

বসুদেব। অবুঝ হয়ো না দেবকী, ভেবে দেখ আমি সত্যবদ্ধ।

দেবকী। তোমার এই সত্যের চাপে আমি পর পর ছয় ছয়টি সন্তানকে যমের হাতে তুলে দিয়েছি। আমারই চোখের সামনে সে তাদের আছড়ে মেরেছে, আমি নীরবে তা দেখেছি। মৃত্যুমুখী শিশুর অন্তিম আর্তনাদ আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করতে চেয়েছে, আমি দুহাতে আমার কর্ণ চেপে ধরেছি।

বসুদেব। দেবকী।

দেবকী। কিন্তু আর আমি পাচ্ছি না। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। মাতৃস্নেহ পারাবার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তোমার সব অনুরোধ আদেশ সব—সব সে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

বসুদেব। দেবকী, কথা শোন।

দেবকী। না না, শুনবো না—আমি বধির।

বসুদেব। একবার ফিরে দেখ—

দেবকী। দেখব না, আমি অন্ধ।

বসুদেব। হয়তো সত্যিই তুমি অন্ধ, হয়তো সত্যই তুমি

বধির। নইলে আমার অন্তরের ভাষা, অন্তরের ব্যথা তোমার কাছে দেখা শোনার অতীত হয়ে যেতো না।

দেবকী। স্বামী।

বসুদেব। আমার কথাটা একবার চিন্তা কর দেবকী, আজ যদি আমি সত্য ভংগের অপরাধে অপরাধী হই তাহলে যে আমাকে নরকবাস করতে হবে।

দেবকী। ওগো তুমি বুঝবে না—বুঝবে না। সন্তানের জন্য মায়ের বুকে যে কি ব্যথা, পিতা হয়ে তুমি তা বুঝবে না।

বসুদেব। ঠিকই বলেছ দেবকী! তুমি মাতা, সন্তান বিচ্ছেদ ভয়ে তুমি কাঁদছ আর আমি পিতা কিনা, তাই—তাই আমি প্রাণভয়ে শুধু হাসছি, হাঃ-হাঃ-হাঃ! [হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল]

দেবকী। না-না, আমার ভুল হয়ে গেছে—আমার ভুল হয়ে গেছে স্বামী। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

বসুদেব। দেবকী!

দেবকী। অপত্য স্নেহের এত জ্বালা। জেনেও এমন নিষ্ঠুর শপথ তুমি কেন করলে স্বামী?

বসুদেব। আগে আমি জানতাম না দেবকী, অপত্য স্নেহের জ্বালা এত মর্মান্তিক।

দেবকী। স্বামী!

বসুদেব। দাও দেবকী, সন্তানকে আমার হাতে তুলে দাও। আমি জন্মের শোধ তাকে বিষাদের হাতে তুলে দিয়ে আসি।

কংসের প্রবেশ।

কংস। বিষাদ নয়! এবার এসেছে স্বয়ং কংস।

দেবকী ও বসুদেব। কংস!

কংস। হ্যাঁ কংস। এ সন্তান আমার মৃত্যুবাণ কি-না, তাই নিজের হাতেই তাকে তুলে নিতে এসেছি। দেখি দেখি, আমার মৃত্যুবাণকে ভাল করে দেখি। [অগ্রগমন]

দেবকী। না-না দেখাবো না। দেখাবো না।

কংস। দেখাবে না—দেখাবে না, হাঃ-হাঃ-হাঃ। [চাপিয়া ধরিল]

দেবকী। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা। ছয় ছয়টি সন্তানকে তোমার হাতে বিনা প্রতিবাদে আমি তুলে দিয়েছি। এটিকে আমায় ভিক্ষা দাও দাদা, ভিক্ষা দাও।

কংস। দাদা! ওরে না না আমি তোর দাদা নই—আমি তোর দাদা নই। এ যা দেখছিস এ তার কংকাল—এ একটা রক্তপায়ী প্রেত। দে দে, শীঘ্র দে।

[দেবকীর বুক হইতে সন্তান ছিনাইয়া লইল।
দেবকী 'দাদা' বলিয়া মূর্ছিত হইয়া.
পড়িয়া যাইতেছিল।]

বসুদেব। দেবকী, দেবকী! [দেবকীকে ধরিল]

কংস। [শিশুটিকে তুলিয়া ধরিয়া] ওরে মৃত্যুদূত, দেখি দেখি তোরে একবার ভাল করে দেখি। একি! একি! এ যে কন্যা, এ যে কন্যা? কি আশ্চর্য!

বসুদেব। কংস।

কংস। না-না, এ হতে পারে না—এ হতে পারে না। মহা-ত্রাস কংসের মৃত্যুর কারণ একটা নারী! একথা ভাবতেও যে লজ্জায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

দেবকী। [চেতনা পাইয়া] দাদা দাদা!

কংস। না-না, তুই নোস তুই নোস। তুমি বল সত্যসন্ধ বসুদেব, সত্যই কি এ কন্যা তোমার সন্তান? [বসুদেব নীরব] বল বল, নীরব কেন? উত্তর দাও—উত্তর দাও। বল, এ কন্যা কি তোমারই সন্তান?

বসুদেব। কি বলবো তোমায়! তুমি নিষ্ঠুর, তুমি নির্মম, তুমি ঘাতক—না হলে এমন কথা তুমি বলতে পারতে না।

কংস। আমি নির্মম—নিষ্ঠুর—ঘাতক, না বসুদেব?

দেবকী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ঘাতক—তুমি ঘাতক।

কংস। তাহলে ঘাতকের শেষ কার্যটা একবার ভাল করে দেখে নাও। আয়—আয় ওরে মৃত্যুরূপিণী ক্ষুদ্র শিশু, তোকে পাষাণে আছড়ে মেরে আমি নিয়তির দ্বার রুদ্ধ করে দিই। [আঘাতে উদ্যত হইয়া সহসা শিশুর মুখের দিকে তাকাইয়া থামিয়া গেল] দেখ দেখ, মায়াবিনী আবার হাসছে—খল খল করে হাসছে। না-না তোর ওই হাসিতে আমি আর ভুলবো না। এই মুহূর্তে তোকে আমি হত্যা করবো।

[আছাড় মারিতে উদ্যত—বসুদেব দেবকী আর্তনাদ করিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে একটি শক্তি আসিয়া কন্যাটিকে লইয়া চলিয়া গেল। পশ্চাতে প্রকট হইল আলুলায়িতা কেশা রুদ্র-নয়না ত্রিশূল হস্তে দেবী মহামায়া।]

কংস। একি! একি! আমার হস্তচ্যুত হয়ে শিশু কোথায় গেল—কোথায় গেল?

মহামায়া। [নিজের বুক দেখাইয়া] এইখানে।

[কংস সচকিতে পিছনে ফিরিয়া মহামায়াকে দেখিল।
মহামায়া কংসের দিকে ত্রিশূল তুলিল।]

কংস। কে? কে তুমি?
এলায়িত কেশা, ত্রিনেত্র শোভিতা,
ভয়ংকরী মনোরমা বামা
দন্তে দন্তে বিকট ঘর্ষণ
চোখে ছোটে আগুনের শিখা—
অট্ট অট্ট হাস্য করি রক্ত ওষ্ঠাধরে
কে তুমি তুলিছ শূল
বক্ষ লক্ষ্য করি?
পরিত্রাহি—পরিত্রাহি! আঃ

[ভয়ে সংকুচিত হইয়া মাটিতে অর্ধলুণ্ঠিত হইল]

মহামায়া। আমি যে অসুরনাশি ভয়ংকরী দুর্গা
আমি রে জীবের শক্তি
শক্তি স্বরূপিনী।
আমি রে কপালিনী
কৈবল্যদায়িনী।
আমি তোর মৃত্যুদূত
নিজে মহামায়া!

দেবকী ও বসুদেব। মা! মা—মহামায়া!

[চরণে লুটাইয়া পড়িল।]

কংস। তুমি—তুমি কি আমার মৃত্যু,
আসিয়াছ মহামায়ারূপে?

মহামায়া। নারে অসুর।

নহি আমি মৃত্যু তোর,
দূত শুধু দানিতে ইংগিত।

কংস। তবে কে?
কে বধিবে মোরে?
কোথা সে শকতি?

মহামায়া। তোমারে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে।

কংস। কে সে শক্তিমান
বাড়িছে গোকুলে?

মহামায়া। বিশ্বপতি নারায়ণ মানব হইয়া
আসিয়াছে মর্তভূমে
তোমারে বধিতে।

[মহামায়ার অন্তর্ধান।

কংস। নারায়ণ! নারায়ণ!
শত্রুরূপে আসিয়াছে [illegible] নারায়ণ।
ভাল, ভাল! বিষাদ!

বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। মহারাজ!

কংস। রাজ্য মাঝে করহ ঘোষণা
আজি হতে বিষ্ণু পূজা, বিষ্ণু সেবা
চিরতরে হইল নিষিদ্ধ।

বসুদেব। বিষ্ণু পূজা হইল নিষিদ্ধ!

কংস। হ্যাঁ—হ্যাঁ।

যে পূজিবে তারে
শাস্তি তার প্রাণদণ্ড
কঠিন বিধানে।

দেবকী।　দাদা!

বসুদেব।　কংস।

কংস।　চুপ! চুপ বসুদেব।
প্রবঞ্চক—ভণ্ড—মিথ্যাবাদী।

বসুদেব।　কংস।

কংস।　বল, বল সত্যবাদী,
দেবকীর গর্ভ ছাড়ি আমার মরণ
কেমনে চলিযা গেল গোকুল নগবে?
বল বল শীঘ্র বল। [ঝাঁকুনি দিল]

বসুদেব।　আমি কি বলিব?

কংস।　তুমি কি বলিবে!
সাধু বেশ ধাবী—
ভণ্ড—প্রবঞ্চক—প্রতারক। [বসুদেবকে পদাঘাত]

দেবকী।　দাদা—দাদা,
কি করিলে—কি করিলে তুমি?

কংস।　কবিয়াছি ঠিক।
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকে দিছি পুরস্কার
কিন্তু এই নহে শেষ!

বিষাদ।　সম্রাট!

কংস।　না-না, তুমি নও—তুমি নও।
নরক—নরক!

নরকের প্রবেশ।

নরক। সম্রাট'!

কংস। এসেছ নরক! না-না
তোমারেও করি না বিশ্বাস।
কারে ডাকি, কারে ডাকি
কারে করি দায়িত্ব অর্পণ।

আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। আমি আছি মহারাজ!

কংস। কে? আহুতি?
ঠিক ঠিক,
তোমাকেই দেব আমি
কঠিন দায়িত্ব।

আহুতি। সানন্দে লইব শিরে
দায়িত্ব তোমার।

কংস। বসুদেব দেবকীরে নিয়ে যাও
অন্ধকার কারাকক্ষ মাঝে।

আহুতি। তারপর?

কংস। হস্তপদ শৃঙ্খলিত করি
চাপা দেবে বক্ষ'পরে
কঠিন প্রস্তর।

আহুতি। কিন্তু শক্তিহীন আমি যে রমনী!

কংস। শক্তি যাবে পশ্চাতে তোমার।

আমার আদেশে
এ রাজ্যের সৈন্যশক্তি
অস্ত্রশস্ত্র যত
নিয়ন্ত্রিত হবে সদা
তোমারই ইংগিতে।

আহুতি। ধন্য আমি মহারাজ
অনুগ্রহে তব। [বসুদেবকে]
যদুকুল ধুরন্ধর সাধু বসুদেব,
দয়া করে পত্নীসহ অনুসর মোর।
হস্তপদ শৃঙ্খলিত করিয়া তোমার;
বক্ষে দিয়া পাষাণের ভার,
মুক্তি লগন তব এনে দেব ত্বরা।

বসুদেব। এস দেবী,
শ্রীবিষ্ণুর মহা-ইচ্ছা করিতে পূরণ
চল যাই নব শাস্তি
করিতে গ্রহণ। [দেবকী ও আহুতিসহ প্রস্থান।

কংস। এইবার বিষাদ, নরক—
দিকে দিকে চর সব করহ প্রেরণ
গোকুলের প্রতি ঘর করি অন্বেষণ
পাঁতি পাঁতি নারায়ণে করিবে সন্ধান।
মম রাজ্য অথবা গোকুলে
যেথা যত জন্মিয়াছে শিশু
নির্বিবাদে তাহাদের
হত্যা করে যাবে।

নরক ও বিষাদ। মহারাজ!

কংস। কোন কথা নয়, কোন কথা নয়।
বাক্য মাত্র মমাদেশ হয়েছে পালিত,
চিরকাল আমি তাই
দেখিবারে চাই।

বিষাদ। কিন্তু মহারাজ,
নির্বিবাদে শিশু হত্যা করিলে এভাবে
মহা বিপ্লবের শিখা উঠিবে জ্বলিয়া।

কংস। উঠুক জ্বলিয়া
গ্রাহ্য নাহি করি।
উল্কাবেগে লক্ষ্য পানে চলেছি ছুটিয়া,
যাহা কিছু পাব পথে, যাইব দলিয়া।
শিশু হত্যা, ভ্রূণ হত্যা, নর হত্যা আদি
যত মহাপাপ আছে বর্ণিত শাস্ত্রেতে।
সর্ব পাপ স্পর্শে যদি আমার অংগেতে
তথাপিও গতি মোর না হইবে রুদ্ধ;
জীবনের সব কিছু দিয়া বিসর্জন
চাই আমি একমাত্র বিষ্ণু দরশন।

[প্রস্থান

নরক। কি করি বিষাদ?
এ যে দেখি ভীষণ আদেশ!
শত শত শিশু হত্যা বিনা অপরাধে
কেমনে করিব তাহা ভাবিয়া না পাই।

বিষাদ। চিন্তা ভাবনা যত অর্পিয়া বিষ্ণুরে

কর্ম শুধু যেতে হবে করিয়া মোদের !
দয়া করে নারায়ণ এসেছেন যদি
আশার অভয় শঙ্খ বাজায়ে সঘনে,
তবে আর দ্বিধা কেন? কি হেতু ভাবনা?
নির্বিবাদে রাজাদেশ করিব পালন
সর্ববিধ মহাপাপে ডুবায়ে কংসেরে
বিশ্বের মুক্তির লগ্ন আনিব সত্বর।

[প্রস্থান।

নরক। সত্য সত্যরে বিষাদ,
অতি সত্য বলেছিস তুই।
রাজাদেশে শিশু হত্যা করিলে সমাধা
অর্শিবে না সেই পাপ মোদের কখনও।
যে দিল নিষ্ঠুর আদেশ, হবে পাপ তার;
পাপে তার মৃত্যু হবে অতি ত্বরান্বিত।
নির্লিপ্ত কর্মের যোগী সাজিয়া আমরা
প্রভুর আসার পথ করিব সুগম।

[প্রস্থান।

বার বৎসর পরে

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

যমুনাপুলিন

[নেপথ্যে কৃষ্ণের বাঁশি বাজিয়া চলিয়াছে ।]

সখীগণ সহ উন্মনা রাধারানীর প্রবেশ ।

রাধা। ঐ—ঐ বাঁশি বাজে। ঐ তার মোহন সুর। ঐ তার আকুল করা আহ্বান। রাধা—রাধা—রাধা! কিন্তু কৈ? কোথায় আমার প্রাণগোবিন্দ? কোথায় আমার মাধব? আমি যে শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে, কুলকে অকুলে ভাসিয়ে কৃষ্ণ দর্শনে এসেছি। সে কি পূর্ণ হবে না? কৃষ্ণ কি আমায় দেখা দেবে না?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। আমি এসেছি শ্রীমতী।

রাধা। ফিরে যাও। এমন করে যে কাঁদায়, তাঁর মুখ আর রাধা দেখবে না।

কৃষ্ণ। আমি কাঁদিয়েছি? সে কি কথা! বরং রাধা-রাধা বলে ডেকে ডেকে দু'চোখ জলে ভরে গেছে সখি।

রাধা। কপটির কপট কথায় রাধা আর ভুলবে না। তোমার বাঁশির সুরে উন্মাদ হয়ে আমরা বৃন্দাবনের পথে পথে ঘুরে

বেড়াই। আর এদিকে তুমি লুকিয়ে থেকে মজা দেখ। এ আর চলবে না।

কৃষ্ণ। রাধারানী!

রাধা। তুমি পথ ছাড়, আমি অন্যত্র যাবো। [সখীগণ সহ গমনোদ্যতা।]

কৃষ্ণ। [বাধা দিয়া] তাহলে রাধা বিরহে আমি কেমন করে দিন কাটাবো? আমি তোমায় কথা দিচ্ছি রাধারানী, আর কোনদিনই আমি এমনি করে লুকিয়ে থাকবো না। স্মরণ করা মাত্রই শ্রীচরণে এসে হাজির হব।

রাধা। পথ ছাড়, আমি গৃহে যাবো।

কৃষ্ণ। আমার হৃদয়-গৃহ তো তোমারই জন্য চিরদিন উন্মুক্ত আছে শ্রীমতী। এস, গৃহে অধিষ্ঠিতা হও—আমায় ধন্য কর।

রাধা। না—না, হবে না—হবে না।

কৃষ্ণ। [নত হইয়া] শ্রীমতী প্রসন্ন হও, দাসানুদাস তোমার পদতলে।

রাধা। না-না, সেকি! তুমি যে আমার উপাস্য—আমার দেবতা। ওঠ—ওঠ, তোমার ঐ রাতুল চরণে আমাকে স্থান দাও গোবিন্দ।

[রাধা নত হইতে গেল; কৃষ্ণ রাধাকে ধরিয়া
পাশে দাঁড় করাইল।]

কৃষ্ণ। তোমার স্থান তো চরণে নয় রাধারানী। কৃষ্ণ আনন্দদায়িনী, হ্লাদিনী শক্তি তুমি, তোমার স্থান আমার বুকে—আমার পাশে।

নেপথ্যে নন্দ। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। এই রে, বাবা এসে পড়েছেন। পালাও—পালাও। [সখীগণ সহ রাধার প্রস্থান।] তাই গো—গোষ্ঠ থেকে পালিয়ে এসেছি। বাবা জিজ্ঞেস করলে কি বলবো!

নন্দের প্রবেশ।

নন্দ। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। বাবা!

নন্দ। তুমি এখানে! আমি যে তোমাকে সারা বৃন্দাবন খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কৃষ্ণ। কেন বাবা? গোধন ছেড়ে দিয়ে যমুনার তীরে বসে মধুর বাতাসে একটু বিশ্রাম করছিলাম।

নন্দ। ওদিকে যে মহামারী কাণ্ড।

কৃষ্ণ। কেন—কেন, কি হলো?

নন্দ। তোমাদের গোচারণ-ভূমে ষাঁড়ের মত একটা বিরাট দৈত্য মরে পড়ে আছে।

কৃষ্ণ। [কৃত্রিম ভয়ে] কি সর্বনাশ! আমার যে ভয় করছে।

নন্দ। না-না, আর ভয়ের কিছু নেই। সবাই বলে দৈত্যটার নাম নাকি ধেনুকাসুর।

কৃষ্ণ। তাই তো বাবা, এ যে মহা মুস্কিল হলো। সেদিন দেখা গেল তৃণাবর্ত অঘাসুর, এমনি আরো কয়েকটা দৈত্য নাকি বৃন্দাবনের মাঠে মরে পড়ে আছে। এমন কেন হলো বাবা?

নন্দ। এ সবই কংসের কীর্তি কৃষ্ণ। তার ভয়েই তোকে নিয়ে আমরা বারো বছর আগে গোকুল ছেড়ে এই বৃন্দাবনের জংগলে বাসা বেঁধেছি।

কৃষ্ণ। কংসটা তো ভারী হিংসুক!

নন্দ। সেকথা বলে শেষ নেই কৃষ্ণ। এখন চল, ঘরে চল। তোর মা কেঁদে-কেটে একশেষ হয়ে গেছে।

কৃষ্ণ। মা কাঁদছে? চল—চল, শীগগির চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

~~দ্বিতীয় দৃশ্য~~

মথুরার প্রাসাদ

উত্তেজিত কংসের প্রবেশ।

কংস। আশ্চর্য—আশ্চর্য! ধেনুকাসুর গেল, অঘাসুর গেল, তৃণাবর্ত গেল, কেউ আর ফিরে এলো না। অসীম শক্তিশালী মায়াধর কেশীকে পাঠালাম, সেও জীবন দিল ঐ কৃষ্ণ-বলরামের হাতে। সামান্য বালক এত শক্তি কোথা হতে পেলো? কে আছে এর পেছনে? কংসের বিভীষিকা হয়ে কে এলো গোকুলে? কে ঐ কৃষ্ণ?

গীতকণ্ঠে দ্রুমিলের প্রবেশ।

দ্রুমিল।—

গীত

ও যে নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ।
সৃষ্টিকর্তা বিশ্বধাতার সর্বকারণ কারণ॥

কৃষ্ণ-বলরাম হয়ে নামল ধরার 'পরে,
দেবকী-পুত্র বাড়িছে ওরা গোপানন্দ ঘরে;
পাপাহত জীবদলে,
লইতে আপন কোলে,
এসেছেন প্রভু গোকুল ছেড়ে মধুর বৃন্দাবন॥

কংস। আবার এসেছ তুমি?

দ্রুমিল। না এসে যে পারি না কংস। তুমি আমার পুত্র, তোমার হাতে তর্পণ না পেলে আমার যে মুক্তি নেই।

কংস। না—না, করি না তোমাকে স্বীকার। দেব না তোমাকে তর্পণাঞ্জলি।

দ্রুমিল। তাহলে এমনি করে তোমার কাছে আসতে হবে আমাকে। তোমার রাতের নিদ্রা, দিবসের বিশ্রাম বিঘ্নিত করে।

কংস। বিশ্রাম—নিদ্রা কংসের জীবনে নেই দৈত্যপতি।

দ্রুমিল। আমার তর্পণ কর, তোমার সমস্ত শান্তি তুমি ফিরে পাবে।

কংস। তর্পণ—তর্পণ, ঐ এক কথা। তুমি আমার জীবনের কুগ্রহ। তোমারই জন্যে আমার জীবনটা আজ মরুভূমি হয়ে গেছে।

দ্রুমিল। ভুল কংস। আজ নয়—যেদিন তোমার মুক্তি আসবে, সেদিন বুঝবে দ্রুমিল তোমার জীবনে কুগ্রহ নয়—পরম সৌভাগ্যের কারণ।

কংস। সৌভাগ্য—সৌভাগ্য! কংসের সৌভাগ্য আজ এতই প্রবল—যার ফলে পিতা হয়েছে বন্দী, মাতা হয়েছে পর, ভগ্নি দিয়েছে তার সন্তান-বলি।

দ্রুমিল। কংস!

কংস। যাও—যাও, তোমাকে বড় জোর রক্তের অঞ্জলি দিতে পারি; কিন্তু জলতর্পণ কোনদিনই করবো না।

ক্রমিল। তাই করো কংস, তাই করো। যেদিন তোমার মুক্তি-নাথের দেখা পাবে, সেদিন তুমি রক্ততর্পণই করো—তাতেই হবে আমার মুক্তি। [গমনোদ্যত]

কংস। দাঁড়াও। বলতে পারো, কে এই মুক্তিনাথ?

ক্রমিল। দেবকীর সন্তান কৃষ্ণ-বলরাম। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মানব অবতার।

[প্রস্থান।

কংস। দেবকীনন্দন—দেবকীনন্দন কৃষ্ণ-বলরাম! কে আছিস, বিষাদ-নরককে সংবাদ দে। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র! বিশ্বাসঘাতক বিষাদ বসুদেবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার মারণাস্ত্রকে গোকুলে পাঠিয়ে দিয়েছে। শাস্তি—শাস্তি, বিষাদকে আমি কঠোর শাস্তি দেব।

বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। মহারাজ আমায় স্মরণ করেছেন?

কংস। আমি নই, মৃত্যু তোমায় স্মরণ করেছে? [ছুটিয়া গিয়া গলা চাপিয়া ধরিল] না-না, এমনি ভাবে তোমার মরা হবে না। তোমাকে আমি, তোমাকে আমি—

নরকের প্রবেশ।

নরক। মহারাজ!

কংস। এসেছ নরক! দেখ—দেখ, তোমার বিশ্বাসঘাতক পুত্রের মুখটা ভাল করে দেখ।

নরক। বিষাদ বিশ্বাসঘাতক !

কংস। জিজ্ঞাসা কর, ওকেই জিজ্ঞাসা কর। বল বিশ্বাসঘাতক, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণকে গোকুল যাত্রায় তুমি সাহায্য করেছ কি না ?

বিষাদ। একথা আপনি কি করে জানলেন ?

কংস। আমি জেনেছি, আমি শুনেছি। আমার একটা তৃতীয় চক্ষু আছে বিষাদ। বল, বল শীঘ্র বল, আমার অনুমান সত্য কি না ?

বিষাদ। সত্য। আমারই চেষ্টায় তোমার মৃত্যু-দেবতা আজ বৃন্দাবনে।

কংস। [বিষাদের গালে চড় মারিয়া] বিশ্বাসঘাতক ! আমার সামনে একথা উচ্চারণ করতে ভয় হলো না।

বিষাদ। ভয় ! হাঃ-হাঃ-হাঃ। সর্বভয়, সর্বশংকা, সর্বসংকটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। আর আমি তোমাকে ভয় করি না কংস।

নরক। সংযত হ—সংযত হ বিষাদ।

বিষাদ। না বাবা। সংযত হবার দিন শেষ হয়ে গেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বৃন্দাবনে পূর্ণ মূর্তিমান। তাই সংযত হয়ে কথা বলার দিন ফুরিয়ে গেছে।

কংস। আমি তোমায় মৃত্যুদণ্ড দিলাম।

বিষাদ। আমি তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলাম।

কংস। যাও নরক, আজ থেকে তিন দিন বিষাদকে খাদ্য পানীয় না দিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখবে। তৃতীয় রাত্রি প্রভাতে ওর ছিন্নমুণ্ড এনে আমায় উপহার দেবে।

নরক। না—না মহারাজ, দয়া করে বিষাদের জীবন আমায় ভিক্ষা দিন।

বিষাদ। একটা দানবের কাছে ভিক্ষা চেয়ে তোমার পৌরুষকে তুমি অপমান করো না বাবা।

নরক। বিষাদ!

বিষাদ। না-না। এই ভাল বাবা, এই ভাল। একটা সামান্য ঘাতকের হাতে মৃত্যু হওয়ার চেয়ে পিতা তুমি—তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করা অনেক ভাগ্যের কথা। চল বাবা।

দ্রুত আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। না না, ওঁকে তোমরা এমনি ভাবে মরণের মুখে এগিয়ে নিয়ে যেও না।

কংস, নরক ও বিষাদ। আহুতি!

আহুতি। মহারাজ, এতদিন আপনাকে যে সেবা করেছি তার বিনিময়ে বিষাদকে আপনি মুক্তি দিন প্রভু।

কংস। হবে না—হবে না।

আহুতি। মহারাজ! [পদতলে পতন]

বিষাদ। না-না, তোমার মত নারীর দয়া নিয়ে বিষাদ বেঁচে থাকতে চায় না।

কংস। কেন বিষাদ, কেন? কংসের সেবা করেছে বলে কি আহুতি ঘৃণ্য হয়ে গেছে? আশ্চর্য! এই দৃষ্টি নিয়ে তোমরা আসো কংসের বিচার করতে।

নরক। মহারাজ!

কংস। শুনবো না, শুনবো না। ব্রতচারিনী পবিত্রা আহুতিকে

যে ঘৃণা করে, তার স্থান এপারে নয়—ওপারে। যাও—নিয়ে যাও।

নরক। যাচ্ছি মহারাজ। তবে যাবার আগে বলে যাচ্ছি, বিষাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আপনি শুধু আমাকেই দণ্ড দিলেন না, আপনার পৃষ্ঠদেশ অরক্ষিত করে আপনার শত্রুকেই সুযোগ দিলেন ছোবল দিতে। [বিষাদ সহ প্রস্থান।

কংস। মৃত্যুর ছোবল—মৃত্যু ছোবল। কোথায়, কোথায় সেই কালরূপী কৃষ্ণসর্প? আমি তাকে চাই—আমি তাকে চাই।

আহুতি। [উঠিয়া] আর চাইতে হবে না, ঘাতক। কালরূপী মহাকাল তোমায় বক্ষ লক্ষ্য করে উল্কার মত ছুটে আসছে। সামাল সামাল। [গমনোদ্যত]

সহসা প্রেত তীর্থের আবির্ভাব।

তীর্থ। দিদি!

কংস ও আহুতি। কে? তীর্থ!

তীর্থ। আর যে সইতে পাচ্ছি না দিদি। দারুণ পিপাসায় অন্তরটা আমার জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। মুক্তির ব্যবস্থা কর দিদি—মুক্তির ব্যবস্থা কর।

আহুতি। কাঁদিসনে ভাই কাঁদিসনে। মুক্তির লগ্ন এসেছে, নারায়ণ জেগেছে। আর কিছু দিন ভাই—আর কিছুদিন—

তীর্থ।—

গীত

আর যে পারি না সহিতে, আমি কত কাঁদি অবিরল।
দারুণ পিপাসা তীব্র হতাশা করিয়াছে হতবল।

এ জ্বালার দিদি কর অবসান,
মুক্তির লগ্ন কর আগুয়ান,
মুক্তি নাথে করিয়া প্রকট মুছে দে নয়ন জল।

[প্রস্থান।

আহুতি। তীর্থ, তীর্থ—

[প্রস্থান।

কংস। মুক্তির লগ্ন—মুক্তির লগ্ন। কবে কত দিনে আসবে সে? কতদিনে আসবে আমার প্রার্থিত মরণ রামকৃষ্ণ রূপে।

বকাসুরের প্রবেশ।

বকাসুর। আমায় আদেশ দিন মহারাজ। আপনার রামকৃষ্ণকে আমিই ধরে এনে দেব।

কংস। তুমি! কারাগার থেকে—

বকাসুর। তিলে তিলে পচে মরার চেয়ে ভেবে দেখলাম—আপনার শত্রু নিপাত করে যদি মরতে পারি তবে. সে হবে অনেক ভাল। তাই কারাগার ভেংগে আমি পালিয়ে এসেছি মহারাজ!

কংস। তোমার সাহস তো কম নয় বকাসুর!

বকাসুর। জ্বালা—কারাগারে বড় জ্বালা। সে জ্বালার চেয়ে আপনার হাতে কিংবা রামকৃষ্ণের হাতে মরে যাওয়া অনেক ভাল মহারাজ!

কংস। সাবাস। তাহলে যাও বকাসুর, বিরাট বকমূর্তি ধারণ করে তুমি রামকৃষ্ণকে গ্রাস করে ফেলবে। যদি সফল হও, তাহলে তোমার পুরস্কার মুক্তির সংগে অর্ধেক রাজত্ব।

বকাসুর। আর যদি মরি?

কংস। জীবনে পাবে ক্ষণিক মুক্তি, রামকৃষ্ণের হাতে মৃত্যু হলে পাবে অক্ষয় শান্তি।

বকাসুর। সেই ভাল, সেই ভাল মহারাজ। আমি রামকৃষ্ণ দর্শনেই চললাম।

[প্রস্থান।

কংস। সবাই চলেছে তীর্থে, রামকৃষ্ণ দর্শনে। কিন্তু আমি, আমি কি করবো? কোন পথে গেলে আ ার রামকৃষ্ণের আমি দর্শন পাবো।

অক্রূরের প্রবেশ।

অক্রূর। ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করে সমস্ত গোকুলসহ রামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করুন। দেখবেন রামকৃষ্ণ দর্শন সহজ হয়ে যাবে।

কংস। চমৎকার মহামাত্য! আপনার চেয়ে বড় হিতার্থী এজগতে আমার আর কেউ নেই। আ৷ ান এই মুহূর্তে নিমন্ত্রণের বার্তা নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করুন। আমি ধনুর্যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করবো আপনার ঐ রামকৃষ্ণের জন্য।

অক্রূর। ধৈর্য ধরুন মহারাজ।

কংস। না—না মহামাত্য, আর আমি ধৈর্য ধরতে পাচ্ছি না। আমার সমস্ত মন, সমস্ত অন্তর, সমস্ত ইন্দ্রিয় আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে; কবে আসবে আমার চিরশত্রু—চিরমিত্র প্রাণরাম ঐ রামকৃষ্ণ!

অক্রূর। মহারাজ!

কংস। আমার এত আয়োজন, এত প্রস্তুতি কেন জানেন মহামাত্য! শুধু তাঁকে একবার দেখবো বলে।

[প্রস্থান।

অক্রুর।—

গীত

হরি হে তোমার লীলা বোঝা ভার।
কখন কাঁদাও কখন হাসাও অন্ত নাহি তার॥
শত্রু সাজাও যারে তুমি মিত্ররূপে তারেই টান,
গরল ধারায় স্নান করিয়ে সুধা তারে দান,
আমি ধন্য করি আমার নয়ন হরি লীলা চমৎকার॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।　　অবসান বৃন্দাবন লীলা
নীরব বাঁশরি তান,
কুঞ্জে কুঞ্জে সুরের কাকলি
শাখি শাখে বিহগ ঝংকার
আজি হতে হবে অবসান।
দেখিব না আর কভু
প্রেমময়ী রাধা।

গোষ্ঠে গোষ্ঠে ফিরিব না
গোধন চরায়ে,
গোপিনীর মধু রসে
সিক্ত করি মন
আসিব না গৃহে আর
যশোমতী কোলে।
পিতা নন্দ আর মোরে
ধরিবে না বুকে
ক্ষীর ছানা সযতনে
খাওয়াবে না কেহ।
সখাগণ মধুস্বরে
ডাকিবে না আর
বাল্য কৈশোরের খেলা
যমুনার তীরে
আজি হতে হলো অবসান।
যৌবন মথুরা হতে
আসিতেছে ডাক
রথচক্র নেমিতলে
নিষ্পেষিতে মোরে।
কাঁদায়ে গোকুল আর কাঁদিয়া
আপনি, কর্মের আহ্বানে
সাড়া দিতে হবে আজ।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—সাবধান—সাবধান ! বকাসুর—বকাসুর।]

কৃষ্ণ। কি হলো ? কি হলো ?

দ্রুত বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। মহাভয়ংকর এক বক আকাশ-পাতাল হাঁ করে বৃন্দাবনের পথে ছুটে আসছে। কানাই, ঐ দেখ ঐ দেখ সব ছুটে পালাচ্ছে।

কৃষ্ণ। এস দাদা, অন্তরাল থেকে আমরা ওর গতিবিধি লক্ষ্য করি। তারপর—

বলরাম। তারপর—[হত্যার অভিনয়] হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[উভয়ের প্রস্থান।

বকাসুরের প্রবেশ।

বকাসুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ। হোঃ-হোঃ-হোঃ। হিঃ-হিঃ-হিঃ। মায়া বিদ্যাবলে বিরাট বক সেজে ইয়া মস্ত হাঁ করে ছুটে এসেছি বৃন্দাবনে। তাই না দেখে—হাঃ-হাঃ-হাঃ, সব পগার পার, যে যার ঘরে ঢুকে খিল এঁটে ইষ্টনাম জপ করছে। কিন্তু কোথায়, কোথায় আমার রামকৃষ্ণ ?

বলরাম ও কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।

কৃষ্ণ। তাকে তোমার প্রয়োজন ?

বকাসুর। তুমি ? তুমি কে ? নূতন মেঘের মত রঙ, মাথায় ময়ূর পাখা, গলায় বনফুলের মালা, মুখে মন্দ মন্দ হাসি—কে ? কে তুমি ?

কৃষ্ণ। আমি কৃষ্ণ—নন্দের নন্দন। আর এ আমার দাদা বলরাম।

বকাসুর। তোমরাই কৃষ্ণ-বলরাম। এমন মধুর, এমন সুন্দর!

বলরাম। ও সব বাজে কথা রেখে—কি জন্য এসেছ তাই বল।

বকাসুর। তুমি থাম সাদাঠাকুর। আমি বলছি ঐ কালো-ঠাকুরকে!

কৃষ্ণ। কেন! আমাকে কেন?

বকাসুর। তোমাকে ধরবো বলে?

বলরাম। কৃষ্ণকে ধরবে?

বকাসুর। শুধু কৃষ্ণকে নয়—রামকৃষ্ণ দুটোকেই ধরব।

কৃষ্ণ। কেন? আমাদের ধরবে কেন?

বকাসুর। ধরবো না? আরে, তুমি বল কি? তোমাকে ধরবার জন্য মথুরার সমস্ত প্রজা, পৃথিবীর সমস্ত জীব যে ওৎ পেতে বসে আছে। এমন যে ভয়ংকর কংস রাজা, সেও তোমাকে ধরবার জন্য রাতের ঘুম, দিবসের বিশ্রাম সব বিসর্জন দিয়েছে। আর আমি তোমাকে ধরবো না। বল কি?

বলরাম। কৃষ্ণকে ধরবি—এত সাহস?

বকাসুর। ওগো বোকা সাদাঠাকুর, সাহস যদি করতে হয় তবে উত্তম জিনিষের ওপরই সাহস করা উচিত। তা জান?

কৃষ্ণ। এমনি সাহস করে তোমার মত অনেক অসুর আমার হাতে জীবন দিয়েছে, তা জান?

বকাসুর। না ঠাকুর, না। জীবন ওরা দেয়নি, বরং তোমার হাতের পরশ পেয়ে ওরা জীবন পেয়েছে।

বলরাম। অসুরের মুখে এমন কথা!

বকাসুর। অনেক ঠেকে ঠাকুর—অনেক ঠেকে শিখেছি।

কংসের কারাগারে পচে মরার চেয়ে ভাবলাম, তোমাদের হাতে মরলে আর কিছু না হোক, এমন গোবর-পচা অসুরের ঘরে জন্ম হবে না। তাই ছুটে এসেছি বৃন্দাবনে। হয় তোমাকে ধরব—না হয় ধরা দিয়ে অসুর জনম ধন্য করে যাবো।

কৃষ্ণ। তাহলে এস ঐ যমুনার ধারে তোমার মনোবাসনা আমি পূর্ণ করবো।

বকাসুর। চল।

[সকলের প্রস্থান।

নন্দ ও অক্রুর প্রবেশ।

নন্দ। না-না, মহামাত্য অক্রুর। আমার কৃষ্ণ বলরামকে আমি কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।

অক্রুর। আপনি ভুল করবেন না নন্দরাজ। স্মরণ রাখবেন, ধনুর্যজ্ঞের আমন্ত্রণ কেউ কোনদিন অস্বীকার করে না।

নন্দ। সবই বুঝি মহামাত্য। তবু পিতার মন পুত্রস্নেহে অন্ধ, সন্তর্পণে সন্তানকে বুকে ধরে রাখতে চায়।

অক্রুর। অসীম কৃষ্ণকে সসীমে বেঁধে রাখা যায় না। বিশেষতঃ ভগবৎ কৃপায় আমি জানি, রামকৃষ্ণ আপনার পুত্র নয়—মথুরার দেবকীর সন্তান।

নন্দ। সে কি?

অক্রুর। হ্যাঁ নন্দরাজ। এ নির্মম সত্য। আজ একে প্রকাশ করার দিন এসেছে। দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষিত হয়ে গোকুলে রোহিনী পুত্র বলরাম রূপে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

নন্দ। আশ্চর্য!

অক্রুর। আরো আশ্চর্য—কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে আপনার নবজাত কন্যার সংগে দেবকী নন্দন কৃষ্ণকে কৌশলে বসুদেব বদল করে রেখে গেছে।

নন্দ। তবে—তবে কৃষ্ণ কি—

অক্রুর। আপনার পুত্র নয়, বসুদেবের পুত্র।

নন্দ। তবে আমি আর কিসের দাবীতে কৃষ্ণকে বেঁধে রাখবো মহাসাত্য। নিয়ে যান—নিয়ে যান, বসুদেব দেবকীর পুত্রেরা বসুদেব দেবকীর কাছেই ফিরে যাক।

কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কে বসুদেব-দেবকীর পুত্র?

নন্দ। কৃষ্ণ! বাবা আমার! [বুকে চাপিয়া ধরিল]

অক্রুর। তুমি—তুমি আমার ধ্যানের দেবতা নারায়ণের কৃষ্ণ-মূর্তি। ঠাকুর, দাসের প্রণাম গ্রহণ কর।

কৃষ্ণ। কি করেন? কি করেন? আপনি যে বয়োবৃদ্ধ—পূজ্য।

অক্রুর। আর ছলনা নয় ঠাকুর। এবার চল, কংসের ধনুর্যজ্ঞে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ তোমার পিতামাতা বসুদেব দেবকীকে উদ্ধার করবো।

কৃষ্ণ। আমার পিতামাতা বসুদেব—দেবকী! বাবা?

নন্দ। ওরে, এ নিয়তির পরিহাস, ভাগ্যের বিড়ম্বনা, বিধাতার বিদ্রুপ!

বলরামের পুনঃ প্রবেশ।

বলরাম। কানাই—কানাই। সাবাস তুই। এতবড় দৈত্যটাকে—

কৃষ্ণ। দাদা! [ইংগিতে চুপ করিতে বলিল]

অক্রুর। তুমি বলরাম। বাঃ! চমৎকার! চমৎকার মহারাজ নন্দ, এবার তাহলে কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় যাবার অনুমতি দিন।

বলরাম। মথুরায় যাবো। বাঃ, খুব মজা হবে। শুনেছি মথুরার রাজা কংস নাকি ভয়ানক অত্যাচারী, একবার সামনে পেলে—

কৃষ্ণ। ও কথা বলতে নেই দাদা, কংস আমাদের মাতুল।

বলরাম। বলিস কি রে?

অক্রুর। পথে সব বলবো। এখন চল।

নন্দ। যাও তোমরা, মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে এস।

বলরাম। চল—চল কানাই, মাকে প্রণাম করে আসি। আমার আর তর সইছে না।

[কৃষ্ণ সহ প্রস্থান।

নন্দ। হায় বৃন্দাবন! আজ থেকে তুমি অন্ধকার। তোমার গগনের পূর্ণ শশী আজ অস্তাচলে চলে [illegible]।

সখীগণসহ রাধার প্রবেশ।

রাধা। না-না, যেতে আমরা দেব না—যেতে আমরা দেব না।

অক্রুর। মাতা।

রাধা। কে তুমি দস্যু, আমাদের চোখের মণি ছিনিয়ে নিতে এসেছ? কে তুমি?

নন্দ। মহাভক্ত মহামতি অক্রুর।

রাধা। এই কি অক্রুরের পরিচয়? না-না, তুমি অক্রুর নও, তুমি ক্রুরের শিরোমণি। ভুজংগের মত এসেছ আমাদের দংশন করতে।

অক্রুর। আমায় ভুল বুঝো না মা। আমি প্রভুর দাস। যা করি তারই ইংগিতে।

স'জ্জত বলরাম ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছি মহামাত্য। এবার চলুন, রথ কোথায় ?

রাধা। [সখিসহ কৃষ্ণকে ঘিরিয়া ধরিল] না-না, যেতে দেব না—যেতে দেব না।

কৃষ্ণ। যেতে যে আমায় হবেই শ্রীমতী। কর্মের আহ্বান এসেছে—বাল্যের খেলাধূলা এখানেই শেষ।

রাধা। শেষ! না-না, যেতে আমরা দেব না—যেতে আমরা দেব না। ওরে হতভাগিনী বৃন্দা, চল—চল, ছুটে চল। রথ বল্গা কেড়ে নিতে হবে, অশ্ব খুলে দিতে হবে, প্রয়োজন হয় রথচক্রের তলায় আমরা দেহ লুটিয়ে দেব, তবু দেব না আমরা প্রাণরায় মাধবকে বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে।]

[সখিগণ সহ প্রস্থান।

~~কৃষ্ণ। দাদা! [চোখে জল~~]

~~বলরাম।~~ কানাই!

অক্রুর। বাঃ! বাঃ! কি মধুর। ভক্তের বেদনায় ~~ভগবানের আঁখিপল্লব সিক্ত~~। মধুর—মধুর, এসো রামকৃষ্ণ!

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। তাহলে আশীর্বাদ কর বাবা।

[রামকৃষ্ণ প্রণাম করিল। নন্দ তাহাদিগকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।]

নন্দ। আশীর্বাদ। আশীর্বাদ! ওরে, আমার দু'চোখে যে যমুনার জল ছুটে বেরুচ্ছে। আমি কি বলে তোদের আশীর্বাদ করবো? কি করে আশীর্বাদ করবো?

বলরাম। আপনি এভাবে কাঁদলে আমরা কি করে মথুরায় যাবো বলুন। ~~ঘরে মাকে কাঁদিয়ে এসেছি, বাইরেও যদি আপনি এমনি করে কাঁদান—~~

নন্দ। না-না, আর কাঁদবো না, আর কাঁদবো না। এস, তোমরা এস। আমি আর উপানন্দ দু'জনেই তৈরি হয়ে আসছি!

[প্রস্থান।

বলরাম। চল কানাই।

কৃষ্ণ। চল দাদা!···ওগো আমার বাল্য কৈশোরের লীলাভূমি বৃন্দাবন, বিদায়—বিদায়!

[উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

যজ্ঞাগার

কংসের প্রবেশ।

কংস। আসছে---আসছে, আমার এতদিনের চাওয়া সফল করে আমার মহাশত্রু আসছে। [illegible]—এস রাম-কৃষ্ণ, তোমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রাসাদ দ্বারে মদমত্ত কুবলয় হস্তিকে নিয়োজিত করেছি। মহাবলশালী চাণূর মুষ্টিককে তৈরী রেখেছি মল্লযুদ্ধে তোমাদের শক্তি পরীক্ষার জন্য। যদি এসব বাধা অতিক্রম করে তুমি আমার কাছে আসতে পার, তাহলে বুঝব তুমি সত্যই [illegible] ভগবান শ্রীবিষ্ণু—না-না, কে বিষ্ণু? শত্রু-শত্রু, মহাশত্রু।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। কুবলয় আহত হয়ে পলায়িত, চাণূর মুষ্টিক নিহত মহারাজ।

কংস। কে? কে করলে এ অসাধ্য সাধন?

প্রহরী। রামকৃষ্ণ!

কংস। রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ! শিশুরূপী কাল ভুজংগ! [অস্ত্র কোষমুক্ত করিয়া] কই, কোথায় সেই রামকৃষ্ণ? কোথায় সেই রামকৃষ্ণ?

অক্রুরের প্রবেশ।

অক্রুর। শিবদত্ত মহাধনুতে জ্যা আরোপ করে আসছেন আপনাকে দর্শন দিতে।

কংস। আশ্চর্য! আশ্চর্য! ব্রহ্মাণ্ডের কোন শক্তি যে ধনুকে জ্যা আরোপ করতে পারেনি—সেই ধনুকে জ্যা আরোপ করলে ক্ষুদ্র একটা বালক?

অক্রুর। বালক ক্ষুদ্র নয় মহারাজ, মহাবিরাট—মহাকায় বিশ্ব-রূপ নারায়ণ।

কংস। নারায়ণ! নারায়ণ! কোথায় সেই রামকৃষ্ণরূপী নারায়ণ, তাকে আমি চাই—তাকে আমি চাই।

হাস্যমুখে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মাতুল!

কংস। কে? কে তুমি!

কৃষ্ণ। আমি কৃষ্ণ। আর এ আমার দাদা বলরাম।

কংস। তুমি কৃষ্ণ!
নব-দূর্বাদল শ্যাম,
শিরে শিখি পুচ্ছ,
কুঞ্চিত কেশদাম,
অলকা তিলকা শোভে চারু-চন্দ্রাননে,
ওষ্ঠে তব মধুময় মন্দ মন্দ হাসি,
গলে বনমালা, আজানুলম্বিত বাহু
শত ভৃংগ পদাম্বুজে গুঞ্জরে সতত।

কে—কে তুমি ?
ভুবন ভুলানো রূপে ঢাকি ভয়ংকর
এসেছ কি কৃষ্ণরূপে মোর মহাকাল।

বলরাম। স্তুতিবাদ রাখ কংস।
আজন্ম সঞ্চিত পাপে
প্রদানিতে শাস্তি,
রামকৃষ্ণ মহাকাল সম্মুখেতে তব।

কংস। থাম—থাম, তুমি থাম।
কে চাহে তোমাকে ?
প্রখর মার্তণ্ড তাপে হয়ে উত্তাপিত
উপহাস করে বালি তেজোময় সূর্য্যে।

কৃষ্ণ। শান্ত হও হে মাতুল [illegible]।
মিত্রভাবে কর সম্ভাষণ
থেমে যাক প্রলয় তুফান।

কংস। উঠুক তুফান আরো প্রলয় আকারে
ভূমিকম্পে পৃথিবীটা উঠুক কাঁপিয়া
তথাপি তথাপি হে চিরশত্রু
কৃষ্ণ বলরাম,
মিত্র বলি সম্ভাষণ করিব না কভু !

অক্রুর। মহারাজ কংস !
এখনো সময় আছে
চেন রামকৃষ্ণে।

কংস। চিনি—চিনি।
চিনি তব রামকৃষ্ণে বহুদিন আগে,

শয়নে স্বপনে আর নিদ্রা জাগরণে
রামকৃষ্ণ ধ্যান যার
স্বপ্ন যার সাধন সময়ে
তাহারে চেনাবে কৃষ্ণ মূর্খ মহামাত্য ?

অক্রুর। [illegible] করহ প্রণাম,
বিবাদেব হোক অবসান।

কংস। না—না, নহেক প্রণাম
ভীম অসি মোর—
আমূলে বসায়ে দেব
রামকৃষ্ণ বুকে।

বলরাম। [সক্রোধে] কংস !

কৃষ্ণ। থাক দাদা !
শোন কংস,
ক্ষমা চাও, করিব মার্জনা।

কংস। কে চাহে মার্জনা তব ?
কি কারণে চাব ?
তোমাদেরই চক্রান্তে আজ
কংসের হৃদয়ে
জ্বলিয়াছে অশান্তির সুতীব্র দাহন।

কৃষ্ণ। মোর তরে ?

কংস। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তব তরে।
তুমি যদি নারায়ণ বিশ্বের নিয়ন্তা
তবে তো তোমারই ইচ্ছায়
কংসের জীবনে—

এসেছে দ্রুমিল দৈত্য জন্মক্ষেত্রে তার।
তারই মহা আকর্ষণে হইয়া উদভ্রান্ত
জীবনের সর্বশান্তি হারায়েছি আমি।

সকলে। কংস!

কংস। তোমার কারণে
স্নেহময় পিতা আজ
অন্তরীণ আপন প্রাসাদে।
জন্মদাত্রী মহীয়সী জননী আমার
তব চক্রে
ঘৃণায় লুকায়েছে মুখ।
স্নেহময়ী ভগিনীর গর্ভজ সন্তান
শত্রুরূপে দেবে দেখা কংসের জীবনে
এ কার বিধান কৃষ্ণ
বলিতে কি পার?

কৃষ্ণ। সকলি নিয়তি!

কংস। নিয়তি নিয়তি
সেও তো তোমারি সৃষ্ট।
না—না শুনবি না কোন কথা
শত্রু—শত্রু তুমি।
তোমার রক্তে করি স্নান
মিটাইব অন্তরের যতজ্বালা মোর।
[সবেগে কৃষ্ণকে আক্রমণ করিল]

কৃষ্ণ। কোথা চক্র হও আবির্ভূত।
[চক্র আসিয়া হাতে ধরা দিল]

এস ভাগ্যহত জীব,
তোমার মনের বাঞ্ছা
পূরাবে কেশব।

[যুধ্যমান কংস সহ প্রস্থান।

অক্রুর।　ধন্য ধন্য অক্রুর
নবলীলা করিয়া দর্শন
পূর্ণ হলো মনস্কাম তব।

বলরাম।　কিন্তু কোথা গেল প্রাণের কানাই
দুষ্ট অসুর হস্তে হলো কি বিপন্ন?

চক্রহীন কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।　না দাদা।
ভীত ত্রাস্ত কংসাসুর
পলায়িত রণে।

বলরাম।　সন্ধান তাহার আশু প্রয়োজন।

কৃষ্ণ।　আগে চল কংস কারাগারে
কাঁদিছে যেথায়
জনক-জননী মম নির্মম পেষণে।
চল মহামাত!

বলরাম।　কিন্তু কংস?

কৃষ্ণ।　যাইবে কোথায়?
মহাকাল ডাকে যারে মহাআকর্ষণে
কত দূর যাবে সে—আবার আসিবে।

[সকলের প্রস্থান।

যুধ্যমান আহুতি ও নরকের প্রবেশ।

নরক। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও নারী।
এখনও সময় আছে
রক্ষা কর আপন জীবন।

আহুতি। না—না,
নাহি চাই জীবন আমার,
চাই শুধু রক্ষিতে বিষাদে।
ফিরে দেহ তারে
প্রাণ ভিক্ষা করহ প্রদান।

নরক। অসম্ভব! রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিব।
সত্যবদ্ধ আমি
বিষাদের ছিন্নশির
দানিতে প্রভুরে।

আহুতি। থাকিতে জীবন মোর
সে আশা তব
এ জীবনে কোনদিন
হবে না পূরণ।

নরক। তবে মৃত্যু দিয়া তব
আমার কর্তব্য আমি
করিব সাধন।

[সজোরে আঘাত করিল, আহুতি আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া
গেল। দ্রুত বিষাদ প্রবেশ করিয়া আহুতিকে
ধরিয়া ফেলিল।]

বিষাদ। নিষ্ঠুর ঘাতক।

[বিষাদ অতর্কিতে নরককে প্রচণ্ড আঘাত করিল।
অসতর্ক নরক আহত হইয়া
প'ড়িয়া গেল।]

নরক। আঃ! বিষাদ!

বিষাদ। একি করিলাম আমি?
ক্রোধে হয়ে জ্ঞানশূন্য
করিলাম পিতৃবক্ষে মৃত্যুর আঘাত!
বাবা! বাবা!

নরক। এই ভাল বিষাদ, এই ভালো।
অভিশপ্ত জীবনের কঠিন কর্তব্য
আজি হতে হলো সমাপন।
কর আশীর্বাদ,
লও তুমি মুক্তিনাথ কৃপা।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

বিষাদ। বাবা! বাবা!

আহুতি। বিষাদ!

বিষাদ। আহুতি! একি হলো?
একি হলো সর্বনাশ মোর?

আহুতি। আসিয়াছে সর্বনাশা ডাক।
আকর্ষণে তার
সবারে যাইতে হবে
ওপারের পথে।

বিষাদ। আহুতি!

বুকভরা ভালবাসার
বিনিময়ে তব
আমি তো দিয়েছি ঘৃণা
দিছি লজ্জা কত।
তবু—তবু তুমি মোর তরে
আমার রক্ষায়
আপন জীবন দিলে
স্বেচ্ছামৃত্যু ক্রোড়ে।

আহুতি। এই তো সফল মৃত্যু
সার্থকতা রমনী জীবনে।

বিষাদ। আহুতি!

আহুতি। করহ বিশ্বাস,
যত কেন দুরাচারী হোক মহাত্রাস
তবু কভু করে নাই ভুলেও কখনও
অপবিত্র দেহ মোর
মথুরার রাজা।

বিষাদ। বুঝিতে পারি না আমি
কেবা কংস
কিবা চাহে জীবনে তাহার?

আহুতি। আমি বুঝিয়াছি, আমি শুনিয়াছি
কলংকিত জন্ম তার মহাজ্বালাময়,
প্রশমিতে তারে
বীরাচারে এ তাহার সাধন-সময়।

বিষাদ। আহুতি!

আহুতি।　　আঃ! কথা নয়—কথা নয়,
ওগো, কর আশীর্বাদ,
পাই যেন যুগে যুগে
স্বামীরূপে তোমা।

বিষাদ।　　চল দেবী!
প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞানলে তুমি আর আমি
এক সংগে প্রবেশিয়া যুগল রূপেতে
পূর্ণ করে যাই
এ অপূর্ণ যজ্ঞকে।

[আহুতিকে লইয়া প্রস্থান।

———

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

কারাগার

দেবকী ও বসুদেবের প্রবেশ।

দেবকী। আশ্চর্য! আশ্চর্য স্বামী। কোন যাদুমন্ত্রে বুকের পাথর গেল গলে, লোহার শিকল গেল খুলে, কারাদ্বার হয়ে গেল উন্মুক্ত?

বসুদেব। আমাদের যুগলপুত্র রামকৃষ্ণ আসছে দেবকী, রামকৃষ্ণ আসছে।

দেবকী। আমাদের পুত্র?

বসুদেব। হ্যাঁ দেবকী। তোমার আমার সকল ব্যথা সফল করে আজ রামকৃষ্ণ আসছে আমাদের শোক-সন্তপ্ত বুক জুড়িয়ে দিতে!

দেবকী। আঃ, রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ!

কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মা!

দেবকী। কৃষ্ণ! [জড়াইয়া ধরিল]

কৃষ্ণ। মা!

বসুদেব। বলরাম!

বলরাম। বাবা! [জড়াইয়া ধরিল]

কংসের প্রবেশ।

কংস। থাক—থাক। ঐ ভাবে আরো কিছুক্ষণ থাক। আমি নয়ন ভরে দেখি, আর আমার অভিশপ্ত পুত্রজন্মকে ধিক্কার দিই।

সকলে। কংস—

কংস। চুপ! চুপ! কথা নয়, কথা নয়—শুধু রূপ দেখ, রূপ দেখ, আর চিন্তা কর জারজের বুকে কত জ্বালা।

কৃষ্ণ। তোমার সকল জ্বালার অবসান হোক। তুমি আমার বুকে এস কংস।

কংস। বুকে। না-না, ভগবান হলেও তুমি আমার শত্রু। শত্রুরূপেই তোমাকে আহ্বান, শত্রুতাতেই হবে এর অবসান।

সকলে। কংস!

কংস। অস্ত্র ধর কৃষ্ণ, অস্ত্র ধর।

কৃষ্ণ। মহাভক্ত তুমি। তোমার অংগে অস্ত্রাঘাত করতে আমি অক্ষম।

কংস। অক্ষম! অক্ষম! অপদার্থ গোপপুত্র। আঘাতেই তোমার যোগ্য পুরস্কার।

[অস্ত্রাঘাত করিল, বলরাম হলধারা সে
আঘাত প্রতিহত করিল।]

বলরাম। সাবধান অসুর!

কংস। অসুর? হ্যাঁ-হ্যাঁ, অসুরই আমি। তাই আসুরিক পথেই চাই আমার মুক্তি।

কৃষ্ণ। তাই হোক কংস। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, সুদর্শন।
[সুদর্শন চক্র আসিয়া ধরা দিল]

কংস। সুদর্শন! হাঃ-হাঃ-হাঃ! [যুদ্ধ ও পতন] আঃ নারায়ণ!

প্রেত তীর্থ ও ক্রমিলের প্রবেশ।

প্রেতাত্মা। আমাদের মুক্তি দাও মুক্তিদাতা।

কৃষ্ণ। যাও প্রেতযোনী, তোমরা মুক্ত।

প্রেতাত্মা। নমঃ নারায়ণ!

[সকলে নতজানু হইল। অন্তরীক্ষ হইতে কৃষ্ণের স্তব ভাসিয়া আসিল।]

"ওঁ ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দ, সর্বকারণ কারণঃ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধোঃ, দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত, রাধাকান্ত নমস্তুতে।"

———